উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

বুমরাহর ফোলা পিঠ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ›› ১১

বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ শহর কলকাতা

১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল কলকাতা। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১০°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন জয়শংকর ›› ১০

২৮ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 235

জটিলতা বাড়ছে তিনবিঘায়

বাংলাদেশের মন্তব্যের জের

তিনবিঘা সীমান্তে কড়া নজরদারি। তার মধ্যেই চাষাবাদ। - সংবাদচিত্র

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : যে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলনে একসময় অনেক রক্ত ঝরেছিল, এখন কি সেই তিনবিঘা চুক্তির ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে? এব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে ঘোঁট পাকছে।

সম্প্রতি তিনবিঘা করিডর সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। রবিবার বর্তমান তিনবিঘা চুক্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেই খবর সম্প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সেখানে সেদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেছেন, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ির বদলে তিনবিঘা করিডর দেওয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু দিনের একটা সময় বন্ধ থাকত করিডর। ২০১০ সালে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই বর্তমান চুক্তি মানি না। আবার তিনবিঘা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হবে।'

এ নিয়ে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তের তিনবিঘা এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর নিয়ে একসময় যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনজন শহিদও হয়েছিলেন। আন্দোলনে ছিল তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি। সেই কমিটির বর্তমান সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, 'প্রয়োজনে ফের আন্দোলনে নামব। দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা খোলা সীমানার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না হলে আমরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামব।'

দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেজন্যই পাচার ও অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। তাই জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া না হলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবি তুলেছেন। যদিও এব্যাপারে উচ্চবাচ্য নেই বিএসএফের। জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। তবে কোনও চুক্তি যতদিন পুনর্নবীকরণ করা না হয়, ততদিন বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আমরা কাজ করব।'

দিন দুয়েক আগে তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন ১৩৫ খরখরিয়াতে গ্রামের বাসিন্দারা বিজিবি'র বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন। সেই এলাকার বাসিন্দা অনুপ রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের এলাকার অনেক জায়গায় বাংলাদেশিরা তাদের ফসল বাঁচাতে প্লাস্টিকের জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তো বাধা দিইনি। কিন্তু আমরা বেড়া দিতে গেলে বিজিবি বাধা দিতে আসে। আমরা তখন ওদের তিনবিঘা চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিই। তারপর পিছু হটে বিজিবি।' অনুপের মতো স্থানীয়দের দাবি, দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতার কয়েকজন অবুঝ বাসিন্দা হাঙ্গামা করার চেষ্টা করে।

মানস রায় নামে এক তরুণের অভিযোগ, দিনের পর দিন বাংলাদেশিরা ফসল নষ্ট করছে। খোলা সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা সহ বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ঢুকছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার চুক্তি না মানলে আগের মতো রাতে তিনবিঘা গেট বন্ধ থাকুক বাংলাদেশিদের জন্য।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'ওরা তিনবিঘা চুক্তি না মানলে অসুবিধা নেই। আমরাও চাই তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেওয়া হোক। ছিটমহল বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশি ছিটমহল দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ভারতে যুক্ত করে দেওয়া হোক।' বিজেপির জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলছেন, 'চুক্তি অনুযায়ী খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দও করেছে।'

সীমান্তে ক্ষোভ

- বাংলাদেশ দাবি করেছে, তারা তিনবিঘা চুক্তি মানে না
- চুক্তি পুনর্নবীকরণের দাবি তুলেছে তারা
- তাতে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি
- ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ

স্যালাইন সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দিষ্ট সংস্থার তৈরি স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে ২৪ ঘণ্টা আগে। তারপরেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেই স্যালাইন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি হাসপাতাল স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা পায়নি বলে অভিযোগ করছে। স্যালাইনটির প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস নামে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার ওই সংস্থাকে গত মার্চ মাসেই কালো তালিকাভুক্ত করেছিল কর্ণাটক। এ রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন জেলার হাসপাতালও একইরকম রিপোর্ট দিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনে। তারপরেও এতদিন ওই সংস্থার স্যালাইন রাজ্যজুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক মানছেন, 'এই স্যালাইন নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিলই।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'মেদিনীপুরের ঘটনার পরে শুধুমাত্র রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।' অভিযোগ, শনিবারও রায়গঞ্জ মেডিকেলে প্রায় ২০০ জন রোগীকে ওই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও ব্যবহার হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্যালাইনটি বন্ধের নির্দেশিকা রাত পর্যন্ত তারা পায়নি। রায়গঞ্জে কার গাফিলতিতে কালো তালিকাভুক্ত স্যালাইন দেওয়া হল, তা নিয়ে মুখে কুলুপ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের। যদিও রায়গঞ্জ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত সুপার বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে আমি এই স্যালাইন ব্যবহার করতে দেব না। আমাদের কর্তব্যরত চিকিৎসক স্নেহাশিস দত্তেরও বক্তব্য, 'গতকাল রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে এই স্যালাইন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ছিল না।' মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভৌমিকের অবশ্য সাফাই, 'রাজ্য থেকে লিখিত নির্দেশিকা না পেলেও আমরা সমস্ত হাসপাতালে এই স্যালাইন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।'

রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় প্রশ্ন

বিতর্কের কেন্দ্রে।। চোপড়ার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস।

কলকাতায় স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পদক্ষেপ করবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান বলেন, 'প্রায় চার মাস আগে ওই স্যালাইন দেওয়ায় আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কিডনি প্রায় অচল হয়ে যাওয়ায় দ্রুত ডায়ালিসিস দিতে হয়।'

তিনি জানান, 'সন্দেহ হওয়ায় কাছে গতকাল দুপুর পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। শুধু আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালের জলপাইগুড়ি মেডিকেলে রিংগার ল্যাকটেটের ব্যবহার বন্ধ করে স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছিল।' তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ বলেছেন, 'এই স্যালাইনে ক্ষতি হচ্ছে বলে রিপোর্ট এলেও সরকার এতদিন চুপচাপ থেকেছে।'

তাঁর অভিযোগ, এভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এর দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে স্যালাইন, ইনজেকশন সহ ১৪ প্রকার চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে কলকাতায় সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের মাধ্যমে বরাত দেওয়া হয়। গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ১২ জন প্রসূতির মৃত্যু হলে প্রাথমিকভাবে ওই স্যালাইনটিকে দায়ী মনে হয়েছিল

এরপর আটের পাতায়

সীমান্ত নিয়ে বিবাদে কড়া বাংলাদেশ

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : মুখে যতই সম্পর্কের কথা বলা হোক, সীমান্তে কাঁটাতার বসানোয় ফোঁস করে উঠেছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তাও আবার বিএসএফ-বিজিবি'র একপ্রস্থ ফ্ল্যাগ মিটিং হয়ে যাওয়ার পর। বাংলাদেশের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে রবিবার জরুরি তলব করে সেই আপত্তি জানাল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

বাংলাদেশের বিদেশসচিব মহম্মদ জসীমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার পর জানান, 'সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় আলোচনা হয়েছে। অপরাধ দমন এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় দুই দেশের সীমান্ত

তলব ভারতের হাইকমিশনারকে

রক্ষীবাহিনীর পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে। তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকাও প্রয়োজন।'

এদিনই সকালে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অভিযোগ করেছিলেন, 'বিজিবির সঙ্গে স্থানীয় জনগণের কঠোর অবস্থানের কারণে ভারত সীমান্তের পাঁচটি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।' ভারতের হাইকমিশনার অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কাঁটাতার নিয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা আশা করে নয়াদিল্লি।

ভারতের হাইকমিশনারকে তলব করার দিনই আবার বিএসএফের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে নজরুল ইসলাম গাজি নামে একজনকে চাষাবাদে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরে লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে জিরো পয়েন্টে বিএসএফের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর সাতক্ষীরা সীমান্তে কোনও উত্তেজনা নেই বলে জানান বিজিবি কর্তারা।

এরপর আটের পাতায়

জয় জয় গঙ্গে।।

মহাকুম্ভমেলার আগে প্রয়াগরাজে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। রবিবার। - পিটিআই

যুব দিবসে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিপর্যয়

দৌড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ুয়ার মৃত্যু

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানটা অনেকখানি। ১৯৯১ থেকে ২০২৫। ওডিশার সম্বলপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার। তবুও কোথাও যেন একটা সঞ্জীব পুরোহিতের কথা মনে করিয়ে দিলেন রিয়েশ রাই। সম্বলপুরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল সঞ্জীবের। আর রবিবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে রিয়েশের।

রিয়েশ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর বাড়ি কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ফাগুতে। ওই পড়ুয়ার আচমকা মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাতলাখাওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৌড়ানোর কথা ছিল। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই রাস্তায় বসে পড়েন রিয়েশ। খানিকক্ষণ পর শুয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরবর্তীতে কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

ওই প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, কর্মীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ মোট ২৫০ জন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন ওই ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এদিন এমজেএন মেডিকেলে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎকুমার পাল সহ অন্য আধিকারিকরা। রেজিস্ট্রার বলেন, 'পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রিয়েশকে নিয়ে যাওয়ার পরই ওর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। পরে চিকিৎসক ওঁকে মৃত ঘোষণা করলে আমরা সেকথাও বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি।' বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তাঁর সহপাঠীরাও।

বাবা-মাকে নিয়ে রিয়েশের পরিবার। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকেন। রিয়েশের মা ফাগুতেই থাকতেন। ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে প্রথমে রিয়েশের মা ফাগু থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনিও অসুস্থ বোধ করেন। তারপরে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য রিয়েশের কাকা, খুড়তুতো ভাই ও এক নিকটাত্মীয় হাসপাতালে আসেন। তাঁদের দাবি, রিয়েশের শারীরিক কোনও সমস্যা ছিল না। রিয়েশের আত্মীয় নকুল রাই বলেন, 'পড়াশোনাতে ও খুব ভালো ছিল। নিরামিষ খাবার খেত। নেশাও ছিল না। হঠাৎ করে এমনটা হয়ে যাবে ভাবতেও পারছি না!'

মুখে কুলুপ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : পরিবারের দাবি, সেই তরুণের স্বাস্থ্যও ভালো ছিল। আর কোনওরকম নেশাও তিনি করতেন না। তার পরেও কেন দৌড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া রিয়েশ রাইয়ের? এ প্রশ্নের জবাব মিলছে না। চিকিৎসকরা বলছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পেলে এব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। আর রিয়েশের মৃত্যুর পর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ মুখ খুলতে রাজি হচ্ছে না। স্বভাবতই ওই পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে।

ঘটনার পর রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একাধিক ব্যক্তি ও পড়ুয়ার কাছে রিয়েশের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু সকলেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক ও এক শিক্ষাকর্মী সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেন।

রিয়েশ বিশ্ববিদ্যালয়েরই মেঘনাদ সাহা ছাত্রাবাসের আবাসিক ছিলেন। এদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রাবাসে গেলে সেখানকার অ্যাটেনডেন্ট জানান, বর্তমানে কোনও আবাসিক সেখানে নেই। সকলেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবাসিকরা ফিরেও আসেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। ওপরমহলের নির্দেশ ছাড়া সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন অ্যাটেনডেন্ট। কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁরাও কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুমতি চাইতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছ থেকে বারবার শুধু দুর্ব্যবহারই মিলেছে। এক শিক্ষক তো সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিকে দেখে তেড়ে আসেন। তিনি অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকেন। বলে দেন, 'আপনার যা খুশি তাই লিখতে পারেন।'

এক ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পাশ থেকে এগিয়ে আসেন এক পিএইচডি স্কলার।

এরপর আটের পাতায়

ফরেন্সিকে যাচাই হবে স্বাক্ষর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি : দিনহাটা পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে এবার মিলিয়ে দেখা হবে ধৃতদের স্বাক্ষর। রবিবার পুলিশ বিচারকের কাছে ধৃতদের স্বাক্ষর জাল কি না, তা মিলিয়ে দেখার জন্য অনুমতি চায়। আগামী ১৫ জানুয়ারি ধৃতদের ফের আদালতে পেশ করা হবে। তখন তারা বিচারকের সামনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে। যা পরবর্তীতে তাদের পুরোনো স্বাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য ফরেন্সিকে পাঠানো হবে।

ওই বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডের মূল পান্ডা উত্তম চক্রবর্তী ও দুই ইঞ্জিনিয়ার অর্কপ্রভ দাশগুপ্ত ও হরি বর্মনকে এদিন দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে এতদিন তারা পুলিশি হেপাজতে ছিল। এদিন সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের আদালতে তোলা হয়। সরকারি পক্ষের আইনজীবী অপূর্ব সিনহা বলেন, 'আগামী ১৫ জানুয়ারি তাদের ফের আদালতে তোলা হবে।'

ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্তে এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে এই স্বাক্ষর। একাধিক জাল বিল্ডিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে কখনও পুরসভার চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর, আবার কখনও পুরসভার

দিনহাটা পুরসভা কাণ্ড

কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর ছিল। চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ পুলিশের কাছে বারবার দাবি করেছেন যে, সেই স্বাক্ষর নকল। এবার স্বাক্ষরগুলো সত্যিই জাল কি না, সেটা পরীক্ষা করবেন তদন্তকারীরা। তাহলেই তদন্তে দিশা মিলবে বলে মনে করছে পুলিশ।

এদিকে, শনিবার পুরসভার কর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্য, সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী ও হেড ক্লার্ককে একটানা পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। সেদিন ওই তিনজনকে বিকেল ৪টে নাগাদ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় থানায়। সকলেই নির্দিষ্ট সময়েই সেখানে পৌঁছে যান। তবে থানা থেকে বেরিয়ে কেউই কিছু বলতে চাননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনায় স্বাক্ষর নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেবিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পেতেই পুরসভার সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে ডাকা হয়েছিল। আর মৌমিতা এব্যাপারে কিছু জানেন কি না, সেটাই জানতে চাওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনায় তদন্তকারীরা হেড ক্লার্ক জগদীশকে আতশকাচের নীচে রাখতে চাইছেন। তাই এই ঘটনায় তাঁকে পাঁচদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। যদিও জগদীশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কী পাওয়া গেল, সেবিষয়ে এখনই কিছু বলতে চাইছেন না তদন্তকারীরা।

দিনহাটা থানার এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'শনিবারের পুরকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদে নতুন করে লিড মিলেছে। সেই বিষয়টিকেও আমরা তদন্তের স্বার্থে গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। আগামীদিনে স্বাক্ষর যাচাইয়ের বিষয়টি তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে।'

কোথায় সুমিত গাছের কাঠ, খুঁজছে দেবত্র ট্রাস্ট

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : মদনমোহনের পুষ্যাভিষেক যাত্রার জন্য সুমিত গাছের কাঠ জোগাড় করতে কার্যত হিমসিম অবস্থা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের। সোমবার রাজ আমলের রীতি মেনে পুষ্যাভিষেক যাত্রা হবে। সেখানে পাঁচধরনের কাঠ দিয়ে যজ্ঞ করতে হবে। সেজন্য চাই সুমিত, আম, পলাশ, যজ্ঞডুমুর ও শাল কাঠ। বাকি কাঠ পাওয়া গেলেও সুমিত গাছ আজকাল আর খুব একটা চোখে পড়ে না বললেই চলে। রাজমাতা মন্দিরে একটি সুমিত গাছ থাকলেও সেই গাছটি মারা গিয়েছে। যদিও সেই গাছের কাঠই এবার যজ্ঞে ব্যবহার করা হবে।

মদনমোহন মন্দিরের পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তীর কথায়, 'সুমিত গাছ খুব একটা পাওয়া যায় না। তবে নিয়ম অনুযায়ী মদনমোহনের পুষ্যাভিষেক যাত্রাতে এই গাছের কাঠ লাগবেই। এবারও রাজমাতা মন্দির থেকে কাঠ আনা হচ্ছে। তবে ওই গাছটি মারা গিয়েছে। এবার না হয় প্রয়োজন মিটে যাবে, তবে পরবর্তীতে কী হবে বুঝতে পারছি না।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, মদনমোহনের মোট বারোটি যাত্রার মধ্যে পুষ্যাভিষেক যাত্রা অন্যতম। পৌষ মাসের পূর্ণিমায় এই যাত্রা হয়। সোমবার সকালে মদনমোহনকে ১০৮ ঘট জল দিয়ে স্নান করানো হবে। গঙ্গাজল, ডাবের জল, দুধ, দই, ঘি, মধু দিয়ে স্নানের প্রক্রিয়া চলবে। এরপর মদনমোহনের বিগ্রহ তাঁর সিংহাসনেই থাকবে। আর মন্দিরের বারান্দায় যজ্ঞ হবে। সেখানেই পাঁচধরনের কাঠ ব্যবহার হবে। লুচি ও পায়েস ভোগ দিয়ে মদনমোহনের বিশেষ পুজোও হবে।

প্রতিবছরই পুষ্যাভিষেক যাত্রার দিন সকালে বহু পুণ্যার্থী মন্দিরে ভিড় করেন। পুণ্য তিথিতে মদনমোহনের আশীর্বাদ নেন তাঁরা। কোচবিহারের বাসিন্দা অভিজ্ঞান চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'প্রতিবছরই মদনমোহনের বিশেষ পুজো দেখতে যাই। এবারও সোমবার সকালে পুষ্যাভিষেক যাত্রার পুজো দেখবে যাব।'

কেবল স্থানীয়রা নন, বাইরে থেকে আসা অনেকেই এই বিশেষ পুজো ও আচার দেখতে আসবেন মন্দিরে। রবিবার মদনমোহনবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন অসমের সিহান পোদ্দার। তিনি বললেন, 'মদনমোহনবাড়ির কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু এই প্রথম বেড়াতে এলাম। শুনতে পেলাম, সোমবার সকালে বিশেষ একটি পুজো হবে। রবিবারেই কোচবিহারেই একটি হোটেলে থাকব। সোমবার সকালে এই পুজো দেখে বাড়ি ফিরব। কারণ এরকম সুযোগ তো আর বারবার হবে না।'

আজ বিশেষ পুজোর আয়োজন মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে। (ডানদিকে) রাজমাতা মন্দিরে মৃত সুমিত গাছ।

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, ২ লক্ষ টাকায় আপস

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : নাবালিকা মেয়ের সম্ভ্রম লুটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে দুই পা এগিয়েও চার পা পিছিয়ে গেলেন নির্যাতিতার মা। ভয়? নাকি দারিদ্র্য ঘোচাতে টাকার হাতছানি? কীসের চাপে মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেও তা প্রত্যাহার করতে চাইলেন মা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্প্রতি ইটাহার থানার একটি গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে গ্রামেরই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার মা ইটাহার থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়ে মাঠ থেকে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় গ্রামের দুই ব্যক্তি তাকে জোর করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

কিন্তু এরপরেই গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় বাদী ও বিবাদী পক্ষ বসে বিষয়টির মীমাংসা করে নেয়। অভিযোগ, ওই মীমাংসা বৈঠক হয় ইটাহার থানা চত্বরেই। কিন্তু কেন মীমাংসা করতে গেলেন অভিযোগকারী মা? নাবালিকার মা বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।' তিনি জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছে নির্যাতিতা। আপস করার কারণ হিসেবে দারিদ্র্যের পাশাপাশি আরও একটি কারণের কথা জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা। তাঁর কথায়, 'আমরা যে গ্রামে থাকি অভিযুক্তরাও সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই আমি অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই আপস মীমাংসা করেছি। ওরা যে টাকা দিয়েছে, তা দিয়ে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেব।' এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'আপস মীমাংসার মাধ্যমে একজন আসামি শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছে। অপর আসামি পলাতক।'

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। দুই পক্ষের আপসনামা আদালতে জমা দেওয়া হলেও এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য কিছুদিন সময় লাগবে।

> আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।
>
> **নাবালিকার মা**

কিন্তু থানা ক্যাম্পাসে কীভাবে দুই পক্ষের আপসনামা হল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। তবে শুধু ইটাহার থানা নয়, উত্তর দিনাজপুরের সব থানাতেই এই ধরনের মাতব্বরদের দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বাপ্পা সরকার বলেন, 'কিছু কিছু পকসো আইনে গ্রামের মাতব্বরদের সালিশির মাধ্যমে আপসনামা করে আদালত থেকে মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যে মামলার জন্য পকসো আইনটি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।'

এমবিএ'র লক্ষ্যে পথে চা দোকান

সপ্তর্ষি সরকার

জীবনের লড়াই

- সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি
- প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক
- এমবিএ কোর্সের ফি জোগাড়ে চায়ের দোকান খুলেছেন
- তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে চায়ের দোকান

বিবিএ পাশ প্রিয়াঙ্কা সরকারের চায়ের দোকান।

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বছর একুশের প্রিয়াংকা সরকার কোমর বেঁধে নেমেছেন জীবনের লড়াইয়ে। নিছক শখ বা স্বপ্নপূরণ নয়, তাঁর লড়াইটা উচ্চশিক্ষিত হওয়ার। বিবিএ ডিগ্রি লাভের পর আর্থিক কারণে এমবিএ কোর্সে ভর্তি হতে পারেননি। কিন্তু থামা যাবে না- এই মন্ত্র নিয়েই ফুটপাথে নেমে এসেছেন তিনি। রাস্তার পাশেই খুলেছেন চায়ের দোকান। উদ্দেশ্য, ওই দোকান থেকে উপার্জিত টাকা দিয়েই ভর্তি হবেন এমবিএ কোর্সে।

পূর্ব গয়েরকাটার বাসিন্দা প্রিয়াংকা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তারপর নিজের জমানো তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে খুলেছেন চায়ের দোকান। প্রিয়াংকার কথায়, 'বিবিএ করার পর নিজের ব্যবসা না করে অন্য পথে হাঁটার প্রশ্নই নেই। চায়ের দোকান করেছি, এতে কে কী ভাবল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বাবা অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। বাকি পথটুকু নিজেই গড়ে নিতে চাই।'

প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক। মা বাড়িতেই থাকেন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। পরিবারে যা উপার্জন তা দিয়ে ভালো কলেজ থেকে এমবিএ করা অনেক কঠিন। তা খুব সহজেই তিনি বুঝেছেন। তাই চায়ের দোকান খুলে ভবিষ্যৎ ভাবনা সাজিয়েছেন প্রিয়াংকা। স্থানীয়রাও অনেকেই তাঁকে উৎসাহিত করছেন। বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'একজন প্রিয়াংকার লড়াই সফল হলে আরও অনেকে নতুন করে লড়াইয়ের রসদ পাবে। অন্তত সেজন্যেই প্রিয়াংকার জেতাটা খুবই দরকার।'

প্রতিদিন ভোরে গয়েরকাটা থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ বাসে চড়ে প্রিয়াংকা পৌঁছে যান ধূপগুড়ি শহরের ঘোষপাড়া মোড়ে। সেখানে রাস্তার ধারে টেবিল বসিয়ে ওভেন, কেটলি, কাগজের কাপ সাজিয়ে ফেলেন। তারপর শুরু হয় চা বানানো। সকাল এগারোটা পর্যন্ত দোকান করে ফিরে যান বাড়ি। তারপর আবার বিকেলে এসে দোকান খোলেন। ব্যবসা চলে সন্ধে পর্যন্ত।

শুরুর সময় হাতে ছিল মাত্র তিনশো টাকা। তাই বলে পিছিয়ে যাননি প্রিয়াংকা। বিবিএ পড়ার সময় থেকেই স্টক মার্কেট নিয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। খুব কম টাকা বিনিয়োগ করেছেন স্টক মার্কেটে। সেখানে থেকেই নিজের চায়ের স্টলের জন্যে পুঁজির জোগান পেয়েছেন বলে জানান প্রিয়াংকা। এই চায়ের স্টলই বাস্তবের মাটিতে তাঁর কেতাবি শিক্ষাকে কাজে লাগানোর সুযোগ এনে দিয়েছে বলে মনে করেন এই তরুণী।

এখনই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল 'এমবিএ চায়েওয়ালা' কিংবা 'ইঞ্জিনিয়ার চায়েওয়ালা'-র মতো হাইপ চাইছেন না প্রিয়াংকা। তাঁর লক্ষ্যটা শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়। তাঁর সবথেকে বড় চাওয়া, এই দোকান চালিয়ে ভালো কোনও সংস্থানে ভর্তি হওয়ার ফি জোগাড় করা। এমবিএ কোর্স করার পর ব্যবসায় আরও মন দেবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জীবনের লড়াই অনেক রকমের হয়। এটাও হয়তো একটি। চারদিকে চমকের বাজারে একুশের তরুণীর এই লড়াইটা অন্তত এগিয়ে যাওয়ার। সেই লড়াইয়ে কাউকে হারিয়ে নয় বরং বহু মানুষকে নিজের হাতে তৈরি চা খাইয়ে তৃপ্ত করে সফল হতে চান তিনি। বিবিএ চায়েওয়ালার বদলে লড়াইয়ের আরেক নাম হতে চান প্রিয়াংকা।

ধূপঝোরার এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে কুনকিকে স্নান করাচ্ছেন মাহুতরা।

হাতিদের স্নান দেখতে মিলবে ছাড়পত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : এবার গরুমারায় চালু হচ্ছে কুনকি হাতিদের 'বিউটি পার্লার'। চলতি মাস থেকেই হাতিকে স্নান করানোর দৃশ্য দেখতে পারবেন পর্যটকরা। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এই পরিষেবা চালু করতে চলেছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'আমরা রাজ্য থেকে এই পরিষেবা চালু করার অনুমোদন পেয়েছি। চলতি জানুয়ারি থেকেই মূর্তি নদীতেই হাতিকে স্নান করানোর সময় পর্যটকরা উপস্থিত থাকতে পারবেন। পাশাপাশি কুনকির গায়ে জল ছেটাতেও বাধা থাকবে না।'

জঙ্গলে হাতির স্নান দেখা দুর্লভ ব্যাপার। কুনকি হাতিদের স্নানের দৃশ্য দেখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মাহুতরা মূর্তি নদীতে সাবান মাখিয়ে হাতিকে স্নান করান, হাতির কান, পায়ের নখ পরিষ্কার করে থাকেন। সেই সমস্ত কিছুই বিউটি পার্লারের মতো। মূর্তি নদীতে ওই দৃশ্য এবার সকলেই দেখতে পারবেন।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে পিলখানায় রয়েছে হিলারি, মাধুরী, জেনির মতো পোষা বা কুনকি হাতি। করোনার আগে এই কুনকিদের মূর্তি নদীতে স্নানের দৃশ্য দেখতে পেতেন পর্যটকরা। করোনাকালের পর থেকে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত পর্যটকরা। অবশ্য সেই পরিষেবা ফের চালু হওয়ার খবরে পর্যটক মহল খুশি। রবিবার লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসা কলকাতার বরানগরের বাসিন্দা শেফালি বিশ্বাস বলেন, 'হাতিকে স্নান করানো দেখতে মুখিয়ে আছি। পরিষেবা চালু হলে একবার এসে ওই অভিজ্ঞতা নিয়ে যাব।'

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে বন্ধ থাকা ইকো কটেজগুলি চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই চালু হবে পিলখানায় সেলফি তথা 'এলফি' পয়েন্ট। এলিফ্যান্ট সাফারিও চালু হবে। দ্বিজপ্রতিমের বক্তব্য, 'আসলে ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে আমরা ইকো ট্যুরিজম পরিষেবা চালু করতে চলেছি। সার্বিকভাবে এলিফ্যান্ট রাইডিং, সেলফি জোন, এলিফ্যান্ট বাথিং এই মাসেই চালু করা হবে।'

পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় জানান, ধূপঝোরাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের নিত্যনতুন পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে। কুনকি হাতিকে স্নান করানোর অভিজ্ঞতা নেওয়ার বিষয়টা খুবই রোমাঞ্চকর। এই সিদ্ধান্তে পর্যটনকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় গতি আসবে। সবমিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার অপেক্ষা করছে পর্যটকদের জন্য।

সীমান্তে বাংকার, বিএসএফকে বাধা

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে আসা প্ররোচনার মোকাবিলায় উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসফ। রবিবার নতুন করে চোরাচালান বা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও দিনভর উত্তেজনা বজায় থাকল। বিএসএফের পদস্থ আধিকারিকরা এদিনও বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছেন। ওদিকে বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্তে অন্যচিত্র। সেখানে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা দিল স্থানীয় গ্রামবাসীরাই।

হেমতাবাদে সীমান্তের একটা বড় অংশজুড়ে কুলিক নদী। সীমান্ত উন্মুক্ত। এই সুযোগ নিয়ে জাল নোট, মাদক ও গোরু পাচারের রমরমা কারবারের পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিজিবির মদতে জিরো পয়েন্টের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা তাদের চাষের জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মারধর করে গবাদিপশু তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু হেমতাবাদ নয়, উত্তর দিনাজপুর জেলার সাতটি ব্লকের একাধিক সীমান্তে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে বিজিবি। এদিন হেমতাবাদের চৈনগর, মাকর হাট, মালন, সনগাঁও সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শনে যান বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা সেসময় সীমান্তে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বিজিবি ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের দাবি, বিজিবি ও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক বিএসএফ।

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিএসএফের হাতে মোট নয়জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এক পদস্থ আধিকারিক জানান, কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁটাতার বিছিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবি-কে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও ভারতীয় কৃষকদের হয়রানি করা বন্ধ না করলে এপার থেকেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আশা করা যায় ওরা বুঝেছে।

অশান্তি রোজ

- উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসফ
- বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা স্থানীয়দের

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্তে রবিবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারল না বিএসএফ। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ী এদিন দুপুরে বিএসএফ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গোটা শিবরামপুর সীমান্ত পরিদর্শন করেন।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রামে অন্য চিত্র। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাধায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল বিএসএফ।

বোগেনভেলিয়া পাহারায় সিসিটিভি

আয়ুস্মান চক্রবর্তী

গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত প্রিয়রঞ্জন দেব। -সংবাদচিত্র

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : শখ করে মানুষ কতই না কী করে। কারও শখ সকলকে তাজ্জব করে দেয়। ঠিক যেমনটা প্রিয়রঞ্জন দেবের শখ। তিনি শখের বাগান করেছেন। এবার অনেকে বলতেই পারেন, আরে এ আর এমন কী! বাগান তো কমবেশি সকলেই করেন। কী এমন আলাদা করলেন প্রিয়রঞ্জন?

আলিপুরদুয়ারের পূর্ব ভোলারডাবড়িতে নিজের বাড়িতেই ওই বাগান। সেই বাগানে এবার প্রায় ১২০ প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বা কাগুজে ফুল ফুটিয়েছেন। একটা বাগানে এত রকমের বোগেনভেলিয়া! কী অবাক লাগল তো? এখানেই শেষ নয়। ওই গাছগুলির নজরদারির জন্য তিনি ৪টি সিসিটিভিও বসিয়েছেন। সন্ধ্যার পর গাছের পরিচর্যায় আলোর ব্যবস্থাও রেখেছেন। প্রিয়রঞ্জনের বক্তব্য, 'সমস্ত ফুলই আমার ভালো লাগে। তবে বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।'

তাঁর সাধের বাগানে বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজি ও অন্যান্য ফুল, ফুলের গাছের বৈচিত্র্যও কম নয়। ভারতীয় প্রজাতির বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি থাইল্যান্ড, চিন, ভিয়েতনাম সহ একাধিক দেশের বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে। ইতিমধ্যেই তার এমন উদ্যোগকে বেশ খুশি ফুলপ্রেমীরা।

বর্ষাকালে বোগেনভোলিয়ার গাছগুলিকে কাটিং করে ছায়ায় রাখতে হয়। গাছগুলি অল্প বড় হলে অক্টোবর মাস থেকে পরিচর্যায় লেগে পড়েন প্রিয়রঞ্জন। পটাশ, হাড়গুঁড়ো সিংকুচি, পচানো গোবর, নিমখোল প্রভৃতির মিশ্রণ গাছের গোড়ায় দেন। নভেম্বরের শেষে গাছগুলিতে ফুল আসা শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত গাছগুলি ফুলে ভরে ওঠে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'প্রথমে ২৫ রকম বোগেনভেলিয়ার প্রজাতি বাগানে নিয়ে আসি। আজ তা ১২০ ছুঁয়েছে। অর্জুনা, লিবিস্টিক, বিদ্যাধরী, চিলি হোয়াইট, চিলি অরেঞ্জ, মহারানি, স্লিপিং বিউটি, ক্রিশ্চিনা, ট্যাংলং অরেঞ্জ, ইয়েলো, রেড, লেডি বার্ড, বেগম সিকান্দার প্রভৃতি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া রয়েছে। সেইসঙ্গে আছে সাকুরা ব্যালেকান্ড, পিঙ্ক প্যাচ, থিম ইয়েলো, ভিয়েতনাম মিক্সের মতো দামি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া। আরও অনেক প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বাগানে বসাব।'

> বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।
>
> **প্রিয়রঞ্জন দেব** *বাগান মালিক*

সারাদিনই প্রচুর মানুষ আসেন ওই বাগান দেখতে। প্রিয়রঞ্জনের বাবা নিরঞ্জন দেব বললেন, 'আমারও বাগান করতে ভালো লাগে। ছেলের এই শখে আমাদের পরিবারে কারও আপত্তি নেই। সকলেই গাছগুলির পরিচর্যা করি।'

আজ টিভিতে

খিলাড়ি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সাস জুলিয়েট, ১.০০ গো ফর গোলস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৩০ অন্যায় অবিচার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মহাজন, দুপুর ২.৩০ টনিক, বিকেল ৫.০০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ৯.৩০ সুন্দর বউ, ১২.০০ চিনে বাদাম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫১ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৪ সর্দার গব্বর সিং, ৫.৪৯ ছত্রপতি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১১.০১ রানওয়ে ৩৪

সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.৩০ নয়া নটওরলাল, দুপুর ১.০০ নো পার্কিং, বিকেল ৩.৩০ পুলিশওয়ালা, সন্ধে ৬.৪৫ পোস্টার বয়েজ, রাত ৯.১৫ পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৫২ গুপ্ত, বিকেল ৩.১২ কাস্টডি, ৫.৩৮ ডাবল অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৫৯ ভগবন্ত কেশরী, রাত ১০.২৫ ভেড়িয়া

সোনি পিক্স : দুপুর ১২.৩১ র‍্যাম্পেজ, ২.১৮ ম্যাড ম্যাক্স- ফিউরি রোড, বিকেল ৪.১৫ দ্য অ্যাংরি বার্ডস, ৫.৫০ মর্টাল কমব্যাট, সন্ধে ৭.২৩ ৬৫, রাত ৯.০০ জাস্টিস লিগ, ১১.০৪ দ্য মাস্ক

মুভিজ নাও : বেলা ১১.৩৩ কোয়ারান্টিন, দুপুর ১২.৫৭ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ ইনটু দ্য ব্লু, ৫.২৬ স্পিসিজ, সন্ধে ৭.০৩ রকি-থ্রি, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কলিশন কোর্স, ১০.১৮ লিটল মনস্টার্স, ১১.৫১ দ্য স্টার্ভিং গেমস

চিনে বাদাম রাত ১২.০০ জি বাংলা সিনেমা

পোস্টার বয়েজ সন্ধে ৬.৪৫ সোনি ম্যাক্স

কোয়ারান্টিন বেলা ১১.৩৩ মুভিজ নাও

চিতা -ব্লাড ব্রাদার্স রাত ৯.১৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় অর্থাগম হলেও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে প্রচুর। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। **বৃষ :** বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক থেকে তীব্র বিবাদ হতে পারে। বাকসংযম জরুরি। মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **মিথুন :** অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। সংগীতে সাফল্য মিলবে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্য। **কর্কট :** কারও সুপরামর্শে আইনি সুবিধা পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় সাফল্য মিলবে। **সিংহ :** মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আজ দারুণ কাটবে। দাম্পত্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। **কন্যা :** হৃদরোগীরা আজ সামান্য সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। **তুলা :** অহেতুক অর্থব্যয়। অতি আবেগে অর্থনৈতিক ক্ষতি। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। **বৃশ্চিক :** শত্রুকে পরাস্ত করে তৃপ্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে কথা কাটাকাটি। **ধনু :** বাবার পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার জটিলতা কাটাতে পারবেন। কন্যার প্রতিভার স্বীকৃতি মেলায় স্বস্তি। **মকর :** আজ মেজাজ হারাবেন না। কোনও স্বপ্নপূরণ। **কুম্ভ :** পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। **মীন :** ক্রীড়া ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর অর্থলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ পৌষ, ১৪৩০, ভাঃ ২৩ পৌষ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, ২৮ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। সোমবার, পূর্ণিমা শেষরাত্রি ৪।৩। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১১।০। ইন্দ্রযোগ দিবা ৭।২৭ পরে বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৬। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে বালবকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৭ গতে ৩।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৭ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৭ গতে রাত্রি ৬।৪৩ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা। শ্রীশ্রীদেবীর অঙ্গরাগযাত্রা। শেষরাত্রি ৪।৩ মধ্যে পৌষী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে মাঘকৃত্যারম্ভ। বাংলাদেশে প্রচলিত ধান্যপূর্ণিমা ব্রত। শ্রীপ্রিয়বাদিনী দেবীর আবির্ভাব তিথি ও উৎসব। নরনারায়ণ সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ পরমহংসদেবের ভিন্নতনু অভিন্ন হৃদয় শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদের ৯৬তম শুভ আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

ভাড়া

বাড়ি ভাড়া আলিপুরদুয়ার মধ্যপাড়া 3BHK. Attach Bath, Near জামাই দোকান। 8918612289. (C/114339)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি নির্মলেন্দু কর, পিতা নিহার রঞ্জন কর, রবীন্দ্রনগর, আলিপুরদুয়ার নিবাসী। আমার OBC সার্টিফিকেট নং 839/APD-1/OBC হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন 8016761205 এই নম্বরে। (C/113749)

আমি নেহা পণ্ডিত, পিতাঃ নিরঞ্জন পণ্ডিত, আমার OBC সার্টিফিকেট (No WB2001OBC201604775) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 6296749645. (C/113750)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

20 Male Staff Needed at Book Shop Near Cosmos Mall, Ph : 6294171939. (K)

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন - 8000/-, Call 8116610703. (C/114341)

Job Opportunity : Counseling Office, Siliguri seeks qualified staff. If you're fluent in Bengali, Nepali and English, please submit your CV within 10 days. Mail- nscbie.purulia@gmail.com Contact - 9832631956. (C/114240)

অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন, আস্থা এগ্রি জেনেটিক্স (তুফানগঞ্জ)। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন (বি. কম অগ্রাধিকার পাবে) বেতন- আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ- মোঃ 9614172314, ই-মেইল : hr@asthaagri.com *বি.দ্র. : Gst এবং Income Tax-এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (D/S)

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে হতে হবে, একজন মাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ- 9002004418। এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটস্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি সেভক রোড।

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 7320100285590-তে আমার নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 10/1/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sridam Pal এবং Shri Dam Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব ধনতলা, ডাবগ্রাম (P), সেটালাইট টাউনশিপ, জলপাইগুড়ি, 734015. (C/114454)

আমার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Haresh Kumar Mahato করা হয়েছে। গত ২৬/৯/২৪ 1st ক্লাস J.M. শিলিগুড়ি অ্যাফিডেভিট বলে Haresh Mahato হলাম এবং দুটো নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/114458)

বিক্রয়

285, 780 & 480 Sqft Shop for Sale, Iskon Road, Siliguri, 8670572035. (C/113379)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN
THE CLEAR LEADER
IIT-JEE, AIIMS, NEET (UG) & OLYMPIADS

EVERY 4TH SUCCESS STORY IS POWERED BY ALLEN

IITs	AIIMS (MBBS)	NEET (UG)	OLYMPIADS
4425	660	6570	939 out of 3704
ALLENites out of 17692 seats in 2024	ALLENites out of 2207 seats in 2024	ALLENites in Top 25000 All India Rank in 2024	Selections in Indian National Olympiads 2025

45 AIR in Top 100-JEE (Adv.) 2024 | 39 AIR in Top 100-NEET (UG) 2024

ALLEN SILIGURI : RESULTS THAT MATTER, CARE THAT COUNTS

AIR 289
STATE TOPPER (OTHER)
PEEHU AGRAWAL
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-KGMU, LUCKNOW

AIR 26030
STATE TOPPER (SIKKIM)
DIWASH SHARMA
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-NEIGRIHMS, SHILLONG

AIR 279
WEST BENGAL TOPPER
JEE MAIN 2024 (Session 1)
IRRADRI BASU KHAUND
JEE ADV.2024
2 Years Classroom Student
IIT DELHI, B.TECH (M & C)

AIR 1 ST-PWD CATEGORY
SANGYE NORPHEL SHERPA
JEE ADV.2024
1 Year Classroom Student
IIT BOMBAY, B.TECH (CSE)

ADMISSIONS OPEN SESSION 2025-26
Appear in ASAT on 19 JAN. 2025
GET UP TO **90% SCHOLARSHIP***

+

Last chance to get **SPECIAL FEE BENEFIT*** till **20 JAN. 2025**
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

SCAN TO REGISTER

NURTURE COURSE
Class 10th to 11th Moving Students
JEE (Main+Adv) 2027 : 3 April 2025
NEET (UG) 2027 : 3 April 2025

ENTHUSIAST COURSE
Class 11th to 12th Moving Students
JEE (Main+Adv) 2026 : 25 March 2025
NEET (UG) 2026 : 25 March 2025

PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION (PNCF)
Class 7 to 10 :
3 April 2025

ALLEN SILIGURI CENTER
+91-9513784242 allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA CENTER
0744-3556677, 2757575 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid classroom courses.

শীতলকুচিতে অসুস্থ আরও ১১ জনের চিকিৎসা হাসপাতালে

জংলি আলু খাওয়ার পর মৃত্যু

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১২ জানুয়ারি : বাজারের একজনের থেকে জংলি আলু কিনে এনেছিলেন। খাওয়ার পর থেকে অসুস্থ বোধ করতে থাকেন সকলে। অনুমান করা হচ্ছে, ওই জংলি আলুতেই বিপদ লুকিয়ে ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় একজনের। মৃতার নাম পূর্ণিমা বর্মন (৪৫)। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের নগর শোভাগঞ্জ গ্রামে। চিকিৎসা চলছে ১১ জনের। কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা জানান, এদিনের ঘটনাটি নজরে রয়েছে। জেলা প্রশাসন পরিবারগুলির পাশে থাকবে।

নগর শোভাগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুপ্রসাদ বর্মন এদিন আক্রারহাট বাজারে এক সবজির দোকান থেকে জংলি আলু কিনে নিয়ে এসেছিলেন। দুপুরে বাড়িতে জংলি আলু রান্না করা হয়। দুপুরের খাওয়ার পরই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছিলেন তিন রাজমিস্ত্রি আবদুল কাদের মিয়াঁ, কাদের মিয়াঁ, মৃণাল মিয়াঁ। খাবার খাওয়ার পর তাঁদেরও শরীর খারাপ করে। অসুস্থ হয়ে পড়েন বিষ্ণুপ্রসাদের ছেলের শ্যালক বিষ্ণু বর্মন। অসুস্থদের প্রথমে শীতলকুচি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকরা মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেন সকলকে। পরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

বিষ্ণুপদ বললেন, 'বাজার থেকে জংলি আলু কিনে এনেছিলাম। বাড়িতে রান্না করে খাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করি। বাড়িতে কাজ করতে আসা রাজমিস্ত্রিরাও একই খাবার খান। এরপরে মাথা ঘুরছিল, বমি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, শরীরের নার্ভগুলো শক্তি পাচ্ছে না। বাড়ির বাকিদের বিষয়টি জানালে ওরা হাসপাতালে নিয়ে আসে।'

একই ঘটনা ঘটে বিষ্ণুর প্রতিবেশী গুণমণি বর্মনের বাড়িতেও। একই দোকান থেকে এদিন তাঁরাও জংলি আলু কিনে এনেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। গুণমণির বাড়িতে এদিন

শীতলকুচি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থরা। -সংবাদচিত্র

এসেছিলেন তাঁর মেয়ে অনীতা বর্মন, দুই জামাই শংকর বর্মন এবং হেমন্ত বর্মন। এছাড়া নাতি দেবাঞ্জন বর্মন এবং নাতনি দীপশিখা বর্মনও এসেছিল। গুণমণিদের সঙ্গে খাবার খেয়েছিলেন বাড়ির পরিচারিকা পূর্ণিমাও। সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাতজনকে প্রথমে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। পথে মৃত্যু হয় পূর্ণিমার (৪৫)। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক অনিমেষ সরকার জানান, জংলি আলু খেয়ে প্রত্যেকে অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতের ময়নাতদন্ত করলে বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ কী?

ঘটনার কথা জানাজানি হতে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। দুই বাড়িতে যান শীতলকুচি পুলিশ এবং শীতলকুচি ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সারজিনা খাতুন বিবি বললেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানালেন, কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, সেটা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে জানা যাবে। তদন্ত করছে পুলিশ।

ঘটনাক্রম

- আক্রারহাট বাজার থেকে জংলি আলু কিনে এনেছিল দুই পরিবার
- দুপুরে খাওয়ার পর থেকে মাথা ঘোরা, বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়
- হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় দুই পরিবারের ১২ জনকে
- রাস্তায় মারা যান পূর্ণিমা, তিনি গুণমণির বাড়ির পরিচারিকা ছিলেন

অর্থাভাব ও দপ্তরকে জানানোর সাফাই

একদিকে বেহাল রাস্তা। অন্যদিকে, নিয়মিত এলাকা সাফাই করা হয় না। নেই-এর তালিকা দীর্ঘ। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন তিনি? শুনলেন গৌতম দাস

জনতার চার্জশিট

ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

গৌতমী দাস
প্রধান, ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : ২০১৫ সালে বিধায়ক তহবিল থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হলে তা প্রায় ৬-৭ বছর থেকে পড়ে থেকে রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এভাবে অবহেলায় কেন অ্যাম্বুল্যান্সটি ফেলে রাখা হয়েছে?

প্রধান : অ্যাম্বুল্যান্সের চালকের খরচই উঠছে না। তাই ধীরে ধীরে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর খোলা আকাশের নীচে থাকায় নষ্ট হয়ে যায়। নতুন কোনও অ্যাম্বুল্যান্স চালানো যায় কি না সে ব্যাপারে চিন্তা করা হবে।

জনতা : এলাকায় পথবাতির সমস্যা রয়েছে। এই ব্যাপারে কী উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : এ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ২০টির মতো পথবাতি লাগানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ৪-৫টি বাতি লাগানো হয়েছে। ধাপে ধাপে আরও সোলার লাইট লাগানো হবে।

জনতা : এলাকায় পাঁচ-ছয়টি রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। রাস্তার গর্তে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। কবে সুরাহা মিলবে?

প্রধান : বেহাল রাস্তার নাম জেলা পরিষদে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে রাস্তাগুলো পাকা করা হবে।

জনতা : এলাকার বেশিরভাগ অংশেই পানীয় জলের পরিষেবা এখনও পৌঁছায়নি কেন?

প্রধান : এটা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) আওতায় পড়ে। পাইপলাইনের কাজ চলছে। আশা করি শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।

জনতা : গুড়িয়ারপাড় এলাকায় রায়ডাকের ভাঙনে কিছু আবাদি জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। এ ব্যাপারে কী উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : সেচ দপ্তরের তরফে কিছু অংশে বাঁধের কাজ হয়েছে। বাকিটাও হবে।

জনতা : মধ্যগুড়িয়ারপাড় ৮৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে গিয়ে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। নেই শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। ঘর দিয়ে জল পড়ে। কী পদক্ষেপ করলেন?

প্রধান : স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যা শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ভেঙে পড়েছে। এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : বিলসিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে উঠলেও গাড়ি খারাপ থাকায় আবর্জনা সাফাই বন্ধ রয়েছে। তবে শীঘ্রই চালু করা হবে।

জনতা : এলাকায় মাদক দ্রব্য বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে যুবসমাজ। এটা বন্ধের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

প্রধান : পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তারা নিয়মিত এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে।

একনজরে

ব্লক : তুফানগঞ্জ-১
জনসংখ্যা : ২০,০৪৯ *(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)*
বুথের সংখ্যা : ১৮
মোট আয়তন : ৫৬৩৫.৭৪ একর

টুকরো খবর

কর্মী সম্মেলন

দেওয়ানহাট, ১২ জানুয়ারি : রবিবার কোচবিহার-১ ব্লকের পানিশালা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ধলুয়াবাড়িতে কর্মী সম্মেলন হয়। সম্মেলনে দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা, সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি আব্দুল কাদের হক উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিজিৎ দলীয় নেতা-কর্মীদের '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে চলার চেষ্টা করলে দল তাতে মান্যতা দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

মহানামযজ্ঞ

ফুলবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির পশ্চিম সিঙ্গিজানি সালটিডাঙ্গা হরি মন্দির কমিটির বার্ষিক অষ্টপ্রহর নামকীর্তন চলছে। রবিবার মহানামযজ্ঞ হয়। কমিটির সভাপতি ক্ষেত্রমোহন রায় জানান, এ বছর অষ্টপ্রহর মহানামযজ্ঞের ২২তম বর্ষ। শনিবার রাতে ভাগবত পাঠ ও অধিবাস কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার মহাপ্রভুর ভোগ প্রসাদ বিতরণ হবে।

দুর্ঘটনা

পারডুবি, ১২ জানুয়ারি : শনিবার রাতে মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে বরাইবাড়ি এলাকায় একটি ছোট চার চাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি গাছে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন। চালক সামান্য আহত হয়েছেন। বরাতজোরে তিনি প্রাণে বেঁচেছেন বলে খবর। গাড়িটির সামনের অংশে ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ সভা

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা হল। রবিবার কোচবিহার শহরের একটি হোটেলে আয়োজিত এই সভায় সংগঠনের নানা অভাব-অভিযোগ, দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংগঠনকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে নেতৃত্ব।

মিছিল

পারডুবি, ১২ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে রবিবার সিপিএম কার্যালয়ে নেতাদের নিয়ে বৈঠকের পাশাপাশি পারডুবি বাজারে মিছিল করা হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন দলের নিশিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সদস্য কুঞ্জমোহন বর্মন, উত্তম বর্মন প্রমুখ। উত্তম জানান, জেলা সমাবেশের সমর্থনে মিছিল করা হল। সমাবেশের প্রস্তুতি সহ দলীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : খাগড়াবাড়ির নাট্যসংঘ ক্লাবের পরিচালনায় সপ্তম বর্ষ নারায়ণচন্দ্র রায় স্মৃতি অ্যাথলেটিক মিট অনুষ্ঠিত হল রবিবার। নাট্যসংঘ ক্লাবের মাঠে হওয়া চূড়ান্ত পর্বের খেলায় এদিন বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে মোট ২০০ প্রতিযোগী অংশ নেন।

ধুলো ভরা রাস্তায় যাতায়াত। গঙ্গাবাড়ি এলাকায়। -সংবাদচিত্র

ভারী গাড়ি চলাচলে রাস্তার দফারফা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : সম্প্রতি আবাস যোজনার ঘরের টাকা গ্রামীণ এলাকায় ঢুকেছে। ফলে শুরু হয়েছে ঘর তৈরি করার হিড়িক। তার জন্য চাই ইট, বালি, পাথর সহ অন্যান্য সামগ্রী। এজন্য এসবের চাহিদাও বেড়েছে কয়েকগুণ। ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত শয়ে-শয়ে পণ্যবাহী ট্রাক ইট, বালি, পাথর নিয়ে ছুটে চলেছে। আর তার ফল ভুগছে নিম্নমানের উপকরণে তৈরি রাস্তাগুলো। এমনই ছবি ধরা পড়ল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গঙ্গাবাড়ি হরিরহাট রাস্তায়।

রত্না বর্মন, অঞ্জলি সরকার, প্রদীপ দাস সকলেই স্কুল পড়ুয়া। বাড়ি থেকে কারও স্কুল দেড় কিলোমিটার, কারও বা দুই কিলোমিটার দূরে। সকলকেই স্কুলে যাতায়াত করার সময় ধুলোর কবলে পড়তে হয়। কখনো-কখনো ধুলোয় চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। ধুলোর জন্যই হাঁচি, কাশি, সর্দি, অ্যালার্জি ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্তর্গত অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পড়েছে এই বেহাল রাস্তাটি। সমস্যা মেটাতে কেউ কোনও পদক্ষেপ করছে না, অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন বর্মন বলেন, 'প্রায় এক কিলোমিটার অবধি রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাহাড়ি রাস্তার মতো এবড়োখেবড়ো ও ঢেউ খেলানো। পাথরের আস্তরণ উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। বর্তমানে আবাস যোজনার ঘরের কারণে শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক প্রতিদিন চলাচল করছে। গাড়ি চলাচল করলে ধুলোর যেন ঝড় ওঠে। রাস্তাঘাট সহ বাড়িঘর ধুলোর চাদরে ঢেকে যায়। ঘরের খাবারদাবার, পোশাকপরিচ্ছদের উপর ধুলো জমে যায়। আমরা দ্রুত রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানাচ্ছি। তা না হলে আন্দোলনে নামব।' একই কথা বলেন রত্না বর্মন, ধনবিন্দু বর্মন সহ অনেকেই।

স্কুল শিক্ষক গোপাল মজুমদার বলেন, 'রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ধুলোর সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।'

সংলগ্ন এলাকার কয়েকশো ছাত্রছাত্রী তুফানগঞ্জ শহরের স্কুলগুলোতে পড়তে যায়। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী তনুশ্রী সরকার বলে, 'স্কুল ব্যাগ, জামাকাপড়, মাথার চুলে ধুলো জমে যায়। সর্দিকাশি কমতেই চায় না।' দশম শ্রেণির রিয়া বর্মনের কথায়, 'ধুলো কমাতে নিয়মিত রাস্তায় জল দেওয়া দরকার। তা না হলে দ্রুত পাকা করার দাবি জানাচ্ছি।'

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী ও অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ননীবালা বর্মন জানিয়েছেন, সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

চূড়ান্ত ভোগান্তি

- সম্প্রতি আবাস যোজনার টাকা গ্রামীণ এলাকায় ঢুকেছে
- শুরু হয়েছে ঘর তৈরির হিড়িক
- সেজন্য চাই ইট, বালি, পাথর সহ অন্য সামগ্রী
- ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত শয়ে-শয়ে পণ্যবাহী ট্রাক ইট, বালি, পাথর নিয়ে ছুটে চলেছে
- তার ফল ভুগছে নিম্নমানের উপকরণে তৈরি রাস্তাগুলো

> স্কুল ব্যাগ, জামাকাপড়, মাথার চুলে ধুলো জমে যায়। সর্দিকাশি কমতেই চায় না।
> **- তনুশ্রী সরকার,** *পড়ুয়া*

ছোট্ট তারা

চয়নিকা বর্মন (৫), সারদা শিশুতীর্থের প্রভাত শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নয়টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে অংশ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান বুক রেকর্ড'-এ নাম তুলেছে।

বিয়ে রুখল নাবালিকার

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : নাবালিকার বিয়ে রুখল চাইল্ড হেল্পলাইন ইউনিট। ঘটনাটি কোচবিহার-২ ব্লকের বাইশগুড়ি এলাকার। চকচকা হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে তার বাড়ির লোকজন নাজিরহাটের এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলেন। আগামীকাল বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তবে শুরু থেকেই বিয়ের অমতে থাকা মেয়েটি সমস্ত কথা তার স্কুলের এক শিক্ষককে জানায়। সেই শিক্ষক পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের নজরে বিষয়টি নিয়ে আসেন। এরপর সকলের তৎপরতায় মেয়েটির বিয়ে বন্ধ হয়।

কোচবিহার জেলা শিশুসুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরী বলেন, 'আমরা নিউ কোচবিহারের বাইশগুড়ি এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ের খবর পাই। এরপর চাইল্ড হেল্পলাইন ইউনিটকে বিষয়টি জানাই। তারা অবিলম্বে বিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা করে।' সমগ্র বিষয়টি তাঁদের নজরে রয়েছে বলে তিনি জানান। এবিষয়ে চাইল্ড হেল্পলাইন ইউনিটের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সঞ্জীব তরফদারের কথায়, 'ওই নাবালিকার বিয়ের খবর পাওয়ামাত্রই আমাদের স্টেক হোল্ডারদের ও থানায় খবর দিই। সেইমতো তারা বিয়ে বন্ধের ব্যবস্থা করেন।' তিনি জানান, সরকারি নিয়ম মেনে সোমবার ওই নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এদিকে, ওই নাবালিকার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন, 'মেয়ের জন্য পাত্র দেখাদেখি চলছিল। ১৮ বছর হলে তারপরে বিয়ে দেব।'

'গোপাল' মূর্তি নিয়ে পিকনিক

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : রবিবার কুঞ্জনগর একেবারে ব্যতিক্রমী পিকনিকের সাক্ষী থাকল। এদিন সেখানে সনাতনী অনুগামী একটি আশ্রমের শতাধিক প্রবীণ, মাঝবয়সিরা পিকনিকে এসে গোপাল ঠাকুরের পুজো দেন। চলে ভাগবত ও গীতা পাঠ। পুরুষ ও মহিলাদের কীর্তনে নাচতে দেখা যায়। নয় রকম নিরামিষ পদ রান্না হয়।

এদিন সকালে ফালাকাটার কুঞ্জনগরে অনেক এলাকা থেকে পিকনিক পার্টি আসে। কিন্তু গোপাল ঠাকুরের পিকনিক বন দপ্তরের নজর কাড়ে। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থেকে একটি আশ্রমের বাসিন্দারা নিরামিষ মতে এখানে পিকনিক করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা এসে প্রথমে গোপাল ঠাকুরের পুজো দেন। তারপর ভাগবত পাঠ শুরু হয়। পরে গীতা পাঠ হয়। মাইকের মাধ্যমে সেসব সকলকে শোনানো হয়। তাতে বাকি পিকনিক পার্টির লোকেরা অবাক হন। তবে এখানেই শেষ নয়। পরে কীর্তন ও ধর্মীয় নানা গান শুরু হয়। পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলকে গানে নাচতে দেখা যায়। রোহিত শীল বলেন, 'এদিন পনির সহ নানা ধরনের নয় পদের নিরামিষ রান্না হয়। ভাগবত, গীতা পাঠ ও কীর্তনের পর খাওয়াদাওয়া হয়।' কেন এভাবে পিকনিক? উত্তরে প্রবীণ চন্দন রায় বলেন, 'পিকনিক মানে সবাই বোঝেন মদ, মাংস। কিন্তু এটা ঠিক নয়। গোপাল ঠাকুরকে নিয়ে নিরামিষ পিকনিকও হতে পারে। সেটাই এদিন দেখানো হল।'

গৃহবধূ উমা দেব জানান, আমরা নিরামিষ খাই। তার মানে এই নয় যে, পিকনিক করতে পারব না। তাই নিরামিষ মতে এদিন পিকনিক করি।

কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের র‍্যালি। রবিবার। ছবি : জয়দেব দাস

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন

কোচবিহার ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিনে কোচবিহারজুড়ে নানা সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে এল যুবসমাজ। কোথাও রক্তদান, কোথাও ম্যারাথন দৌড় আবার কোথাও হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।

কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে রবিবার একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞেয়ানন্দ সহ অন্য সন্ন্যাসীরা। কোচবিহার প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ছ'শোর বেশি প্রতিযোগী অংশ নেয়। সেখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও করা হয়। দেওয়ানহাট বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এদিন ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের পক্ষ থেকেও ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের তরফে বের করা হয়েছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শহরের তৃণমূল কংগ্রেস ভবনের সামনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিজেপির তুফানগঞ্জ শহর মণ্ডল দুঃস্থদের মধ্যে জামাকাপড় বিলি করে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের শৌলধুকরী এলাকায় বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্য শিবির ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের পরিচালনায় জনকল্যাণ সাংস্কৃতিক সংসদ ক্লাবে এদিন শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। রক্তদান শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। ঘোকসাডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেও এদিন বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়। ফেশ্যাবাড়ি জনাব স্মৃতি সংঘ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। হলদিবাড়ি পুরসভার উদ্যোগে দিনটি উদযাপিত হয়েছে। হলদিবাড়ির উত্তরপাড়ায় অবস্থিত বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মালা দিয়ে এলাকাবাসী শ্রদ্ধা জানান। সারদা শিশু তীর্থের তরফে একটি শোভাযাত্রা হলদিবাড়ি শহরে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল।

হারিয়েছে বুড়াধরলার বৌ, বাইন মাছ

আমাদের ছোট নদী

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি : 'নদী নদী নদী/ সোজা যেতিস যদি/ সঙ্গে যেতুম তোর/ আমি জীবন ভর।'- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'নদী' কবিতার এই লাইনগুলিই আওড়াচ্ছিলেন ছোট বোয়ালমারির সওরোর্ধ্ব সাধু বর্মন। শৈশবে যে নদীর সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, এখন সেই নদীর রূপ দেখলে দুঃখে মন ভরে ওঠে সাধুর। কোথাও যেন নদীর এক গভীর অসুখ হয়েছে, আর তা সারাবে কে? সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকেন সাধু।

তোর্ষা থেকে উৎপত্তি হয়ে দ্বারিকামারি হয়ে দোমুখায় এসে ধরলার মূল নদীটি দুটি ভাগে ভাগ হয়েছে। তাদের একটি গাবুরধরলা অপরটি বুড়াধরলা নামে পরিচিত। আর এই বুড়াধরলাই ছোট বোয়ালমারি হয়ে বড় শৌলমারি দিয়ে মদনকুড়া ঘাটের কাছে সিঙ্গিমারি নদীতে গিয়ে মিশেছে।

একসময় স্রোতস্বিনী থাকলেও তোর্ষায় বাঁধ দেওয়ার পর থেকে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে এই বুড়াধরলা। তবে বর্ষাকাল এলে কিছুটা হলেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে চেনা ছন্দে। এই নদীকে ঘিরে দিনহাটার প্রবীণ বাসিন্দার মনে আজও অনেক স্মৃতি তাড়া করে বেড়ায়। ব্রিজ হওয়ার আগে নৌকা ছিল পারাপারের মাধ্যম। সেসময় যাতায়াতের জন্য ডিঙি নৌকা ও মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি বড় নৌকাকে একসঙ্গে করে যাতায়াত করা হত, যার নাম ছিল 'মার নৌকা'। এমনকি এই নদীপথ ধরেই বাংলাদেশ থেকে আসত মাটির হাঁড়ি, নারকেল সহ অন্য জিনিসও। অন্যদিকে এখান থেকে সেখানে যেত পাট, তামাক, চুঁই-এর মতো উপাদান।

সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'আগে নদী আরও বড় ছিল এখন অনেকটাই ছোট হয়ে গিয়েছে। তার ওপর নদীর পাড়ে চাষাবাদের জমি তৈরি করায় প্রবাহপথ আরও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।' একরাশ মনখারাপকে সঙ্গী করে সে জানানয় শৈশবে এই নদীর ওপর কাঠের ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান সারতেন। 'অথচ আজ সেই নদীতেই জলের অভাব।' বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে তাঁর গলায়। অথচ নদীকে পূর্বের রূপে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও ভাবনাই দেখা যায়নি প্রশাসনের বলে অভিযোগ সকলের।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা সিতাংশুশেখর মুস্তাফির কথায়, 'একসময় বুড়াধরলায় শাল, শোলের পাশাপাশি বোয়ালের দেখা মিলত। সেইসঙ্গে রুই, কাতল তো ছিলই।' তবে এই নদীর বাইন মাছের স্বাদ ছিল অনন্য এবং বৌ মাছ বলে একটি মাছ ছিল যা একেবারেই ভিন্ন জাতের বলে তিনি জানান। অথচ আজ সেই নদীও নেই, সেই স্বাদের নদীয়ালি মাছও নেই। 'আছে শুধু বুক ভরা স্মৃতি' হতাশ গলায় বলেন তিনি।

দৈর্ঘ্য : ১৮-২০ কিমি
উৎপত্তি : দোমুখায় এসে ধরলার দুটি ভাগ হয়েছে, যার একটি বুড়াধরলা
মিশেছে : মদনকুড়া ঘাটের কাছে সিঙ্গিমারি নদীতে

সুখের সেদিন

- আগে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি বড় নৌকাকে একসঙ্গে করে যাতায়াত করা হত
- এই নদীপথ ধরেই বাংলাদেশ থেকে আসত মাটির হাঁড়ি, নারকেল সহ অন্য জিনিসও
- আগে এখানে শাল, শোল, বোয়ালের সঙ্গে দেখা মিলত বাইন এবং বৌ মাছের

ধর্নায় প্রেমিকা

শীতলকুচি, ১২ জানুয়ারি : বিয়ের দাবিতে শীতলকুচি ব্লকের বড় কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় পিঞ্জারিঝাড় গ্রামে প্রেমিকের বাড়িতে ২০ দিন ধরে ধর্নায় এক তরুণী। ওই তরুণীর বাড়ি জলপাইগুড়ির ক্রান্তিতে। কিছুদিন আগেই ওই তরুণের অন্যত্র বিয়ে হয়েছে। এই অবস্থায় দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনা এবং সালিশি সভা হলেও এখনও কোনও সমাধান হয়নি।

ওই তরুণীর অভিযোগ, দেড় বছর আগে ওই তরুণের সঙ্গে তাঁর ফেসবুকে পরিচয়। সেখান থেকে প্রেমের সম্পর্ক, যা গড়িয়েছিল শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্তও। কিছুদিন আগে থেকে ছেলেটি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। পরে অন্য একজনকে বিয়ে করেন সিআরপিএফে কর্মরত ওই তরুণ।

বুধবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে আসেন পদ্মশ্রী গীতা রায় বর্মন, রাজবংশী ঐক্য মঞ্চ, বীর চিলা রায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং ডাংধরিমাও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। গীতা জানান, রাজবংশী বিভিন্ন সংগঠন প্রতারিত মেয়েটির পাশে আছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসন এই অন্যায়ের সমাধান না করলে দ্রুত বৃহত্তর আন্দোলন হবে। অপরদিকে, মেয়েটির কথা মানতে নারাজ তরুণের পরিবার। প্রেমিকের মায়ের দাবি, তিনি এই সম্পর্কের কথা জানতেন না। ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওই তরুণীকে তিনি মেনে নেবেন না।

জমি দখলে অভিযুক্ত নেতা

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি ব্যবসায়ীর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১২ জানুয়ারি : শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকলে যা খুশি তাই করা যায়! ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস অঞ্চল সভাপতি গোকুল সাহার বিরুদ্ধে তেমনই অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, গত তিন বছর ধরে জোর করে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর জমি দখল করে রেখেছেন। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন ওই ব্যবসায়ী। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতারা। তৃণমূল সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও দলের নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে অস্বস্তির পরিবেশ দলের অন্দরে।

অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর নাম সুশান্তকুমার মজুমদার। তিনি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাটের বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংকোশ নদী লাগোয়া এলাকায় তাঁর ১৮ বিঘা জমি রয়েছে। তিন বছর আগে জোর করে সেই জমির দখল নেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। চাষের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মারধর করারও অভিযোগ উঠেছে।

এরপর বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আলোচনায় বসে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন সুশান্ত। মাসদুয়েক আগে জমি ফেরতের আশায় মামলা করেন তিনি। বিচারক জমি দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেন প্রশাসনকে।

নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ তুলে সাংবাদিক বৈঠকে ব্যবসায়ী।

সেইমতো গত বৃহস্পতিবার পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা জমি মাপজোখ করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেইসময় অতর্কিতে দলবল নিয়ে হাজির হন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সেখান থেকে চলে যান পুলিশ এবং ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। এরপর শাসক নেতার আক্রমণের মুখে পড়তে হয় ওই ব্যবসায়ীকে।

এদিন নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুশান্ত বলেন, 'আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও শাসক নেতা বলে হাত গুটিয়ে নিয়েছে প্রশাসন। এরপর জমিতে পা রাখলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে কিছুই বললেন না তুফানগঞ্জ-২ বিএলএলআরও স্বপনকুমার হাঁসদা। তাঁর কথায়, 'আদালতের নির্দেশমতো সুশান্তবাবুকে তাঁর খতিয়ানভুক্ত জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।' যদিও নিজের জমি এখনও পাননি বলে পালটা দাবি ব্যবসায়ীর।

অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন গোকুল সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'আমি শুনেছি উনি কোর্টের রায় পেয়েছেন। তাঁর জমিতে তিনি যাবেন, তাতে আমার কী? আমাকে কালিমালিপ্ত করতেই এসব মিথ্যা রটানো হচ্ছে।' তাঁর দাবি, তিনি কাউকে মারধর করেননি বা কাউকে হুমকিও দেননি। সমস্তটাই ভিত্তিহীন।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্যের মানুষ দেখেছেন, কীভাবে জোর করে তৃণমূল নেতা জমি দখল করেছে। তৃণমূলের সেই সংস্কৃতি এবার তুফানগঞ্জে।'

যদিও এমনটা মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'কোনওরকম সালিশিতে দলের কাউকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপরও যদি কেউ গিয়ে থাকে, তাহলে দল খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

যা হয়েছে

- তিন বছর আগে চাষিদের মারধর করে ১৮ বিঘা জমি হাতানোর অভিযোগ
- মাসদুয়েক আগে জমি ফেরত পেতে আদালতে মামলা করলে জমি দখলমুক্ত করার নির্দেশ মেলে
- বৃহস্পতিবার পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা জমি মাপজোখ করতে যান
- অভিযোগ, সেইসময় দলবল নিয়ে অতর্কিতে হামলা করেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

উল্লারঘাট শ্মশানের আগাছা পরিষ্কারের দাবি উঠেছে। –সংবাদচিত্র

আগাছায় ছেয়েছে উল্লারঘাট শ্মশান

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের উল্লারঘাট এলাকায় রায়ডাক নদীর পাড়ে রয়েছে উল্লারঘাট শ্মশান। তুফানগঞ্জ পুরসভা লাগোয়া অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই শ্মশানটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে সংশ্লিষ্ট পুরসভাই। কিন্তু গত এক বছর থেকে শ্মশান চত্বর পরিষ্কার না করায় চারদিক আগাছায় ভরে গিয়েছে। এমনতেই শ্মশান নিয়ে মানুষের মধ্যে একটু ভয়-ভীতি কাজ করে। তার উপর আগাছার কারণে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলেই স্থানীয়রা জানান। মাঝেমধ্যে শ্মশানটি পরিষ্কারের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, তুফানগঞ্জ পুরসভার ১, ২, ৩, ১১, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ বাসিন্দা মৃতদেহ দাহ করার জন্য এই শ্মশান ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু শ্মশানটি নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের। জায়গাটি আগাছায় তো ভরে গিয়েছেই, তার ওপর সেখানকার দুটো বাতিও নষ্ট হয়ে রয়েছে। এই সমস্যাগুলি সমাধানের পাশাপাশি সেখানে শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের জন্য কিছুটা রাস্তা পাকা করার দাবি তুলেছেন নির্মল বর্মনের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা। নির্মলের সংযোজন, 'তুফানগঞ্জ শহর ও গ্রামীণ এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া বিষধর সাপ ওই শ্মশানেই ছাড়া হয়। এটি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও শ্মশান সংলগ্ন মন্দিরটি পাকা করার দাবি জানাচ্ছি।'

শ্মশানে দিনেরবেলা সমস্যা ততটা না হলেও রাতেরবেলা কিন্তু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় শ্মশানে আসা মানুষকে। সম্প্রতি শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করতে আসা অরুণ সরকার বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ শ্মশানটি পরিষ্কার করার পাশাপাশি যত শীঘ্র সম্ভব পাকা রাস্তা, পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হোক।'

তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর আগাছা পরিষ্কার করার আশ্বাস দিয়েছেন। বাকি সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখা হবে তিনি জানান।

> তুফানগঞ্জ শহর ও গ্রামীণ এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া বিষধর সাপ ওই শ্মশানেই ছাড়া হয়। এটি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও শ্মশান সংলগ্ন মন্দিরটি পাকা করার দাবি জানাচ্ছি।
>
> **–নির্মল বর্মন**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্কুলের তালা ভেঙে টাকা লোপাট

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে তালা ভেঙে তাণ্ডব চালাল একদল দুষ্কৃতী। প্রায় সবক'টি আলমারির কাগজপত্র তছনছ করে দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও বিদ্যালয়ে ভর্তির বাবদ সংগৃহীত প্রায় তিন হাজার টাকা লোপাট করে তারা। তবে কম্পিউটার সহ বাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অক্ষতই আছে। দরকারি কাগজপত্র খোয়া গিয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, তারা অভিযোগ পেয়েছে। কে বা কারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার বিবেকানন্দের জন্মদিন ছিল। এদিন সকালে স্কুলের সহকারী শিক্ষক সুভাষচন্দ্র দাস, নৈশপ্রহরী ধীরেন্দ্রচন্দ্র অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যান। গিয়ে দেখেন, অফিসঘরের গেটের তালা ও দরজার তালা ভাঙা। ঘরে ঢুকে দেখেন বিভিন্ন আলমারির তালা ভাঙা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বিভিন্ন আলমারির গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। ল্যাপটপ যথাস্থান থেকে সরিয়ে টেবিলের উপরে রাখা রয়েছে। তাঁরা খবর দেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরঞ্জন বিশ্বাসকে। তিনি পিকনিকের জন্য দুধিয়া যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থেকে ফেরত আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

নিরঞ্জন বলেন, 'আমরা ভর্তি বাবদ যা সংগ্রহ হয় তা ব্যাংকেই জমা করে দিই। এই দু'-তিনদিনে যারা ভর্তি হয়েছিল তাদের দেওয়া প্রায় তিন হাজার টাকা ছিল। সেটাই নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। বিভিন্ন আলমারির সব কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলি একে একে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে গুরুত্বপূর্ণ নথি খোয়া গিয়েছে কি না।'

কয়েকদিন আগে লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা করা হয়। যদিও কিছুই চুরি যায়নি। এবার স্কুলে চুরির ঘটনা। বারবার এমনটা ঘটায় রাতে পুলিশের টহলদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এছাড়াও স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনের আলো শেষ হতে না হতেই স্কুলের মাঠে পাশেই প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় মদের আসর বসে। এই ঘটনায় তা নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ সকলে।

মেখলিগঞ্জে বাম সম্মেলন

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন। রবিবার মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ১০৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৬ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদকের দায়িত্ব পুনরায় পেলেন অনিরুদ্ধ ঘোষ। এদিনের সম্মেলনে ২১টি প্রস্তাব নেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে মেখলিগঞ্জ তিস্তা নদীর চরবাসীদের পাশে থাকার বার্তা দেন সিপিএম নেতারা।

অনিরুদ্ধ বলেন, 'পানিয়ারচরের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা চলবে না। তাঁদের তিন বিঘা করে জমি দিতে হবে। অবিলম্বে সেখানকার বাসিন্দাদের জমির পাট্টা দিতে হবে। সেইসঙ্গে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি সহ চিকিৎসা পরিষেবার মানের উন্নতি ঘটাতে হবে। মেখলিগঞ্জ এলাকার স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।' এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হরিশ বর্মন, মকসেদুল ইসলাম, বিপিন শীল প্রমুখ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শীতের সকালে।। *শীতলকুচির গোঁসাইরহাটে ছবিটি তুলেছেন দিলীপ বর্মন।*

বেহাল বিশ্রামাগার

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের বিশ্রামাগার সংস্কারের দাবি উঠছে মেখলিগঞ্জে। মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ১২০ শয্যাবিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। আগে মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ও আশপাশের এলাকার অনেকে এই হাসপাতালে আসতেন। অনেক সময় রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা হাসপাতালেই রাত কাটান। তাঁদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে ২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দে মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বিশ্রামাগার ও সুলভ শৌচাগারের উদ্বোধন করেন তৎকালীন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী। এখন অবশ্য সেই বিশ্রামাগার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ঢুকেই ডানদিকে অবস্থিত মেখলিগঞ্জ পুরসভার অধিনস্থ এই বিশ্রামাগার। বর্তমানে জয়ী সেতুর দৌলতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের পাশাপাশি হলদিবাড়ি ব্লকের সিংহভাগ মানুষও চিকিৎসা পরিষেবার জন্য মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। এই বিশ্রামাগারের গুরুত্ব এখন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু রোগীর আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ, এই বিশ্রামাগারে রাতে থাকার জন্য বেড নেই। ফলে বসার জন্য তৈরি জায়গাতেই কোনওরকমে রাত কাটাতে হয় তাঁদের। অনেক সময় বাধ্য হয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের সামনে থাকা বহির্বিভাগের বিশ্রামাগারের মেঝেতেই রাত কাটাতে হয়। এখন তাই সেই বিশ্রামাগার সংস্কারের জোরালো দাবি উঠছে।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাসিন্দা ব্রজকান্ত রায় বলেন, 'অনেক সময় রোগী নিয়ে রাতে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে যাওয়া হয়। পুরসভার অধীনস্থ বিশ্রামাগারে রাতে থাকার কোনও ব্যবস্থাই নেই। বিশ্রামাগারের ভেতরে মূলত বসার জায়গাতেই কোনওরকমে মানুষ রাত কাটান। নয়তো বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের সামনে মেঝেতে শুতে হয়। অনেকে আবার রোগী যেই গাড়িতে নিয়ে যান সেই গাড়িতেই রাত কাটান। এই বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

হলদিবাড়ির বাসিন্দা বাপি সরকার বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রোগী ভর্তি করালে রাতে থাকা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। হাসপাতালে অনেক দিকেই উন্নতি হয়েছে। এই বিষয়টিও দেখা প্রয়োজন। তাহলে সাধারণ মানুষের ভীষণ উপকার হবে।' মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ তাপস দাস বলেন, 'বিশ্রামাগারটি পুরসভার অধীনস্থ। আমরা সবসময় সেটার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিই। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস বলেন, 'আমরা বাৎসরিক টেন্ডারে বিশ্রামাগারটি লিজে দিয়েছি। ভালো রাখার দায়িত্ব যাঁরা লিজে নিয়েছেন, তাঁদেরও রয়েছে। সবাই মিলে বিষয়টিতে নজর দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা করা যাবে।'

মেখলিগঞ্জ হাসপাতালে থাকা পুরসভার অধীনস্থ এই বিশ্রামাগার সংস্কারের দাবি উঠছে।

হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণে লঙ্গরখানা

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : আসন্ন হুজুর সাহেবের এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব অর্থাৎ হুজুরের মেলা উপলক্ষ্যে দায়িত্ব বণ্টন সভা হল হলদিবাড়িতে। রবিবার হুজুরের মাজার সংলগ্ন মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ওই সভা হয়। আগামী ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা। যাকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইসালে সওয়াব কমিটি।

মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এদিনের সভার মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটির উদ্যোগে একটি লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কমিটি সহ ধর্মপ্রাণ মানুষ সেটির খরচের জোগান দেবেন। বর্তমানে প্রতি শুক্রবার সেখান থেকে খাবার মিলবে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দিদারুল আলম সরকার জানান, সম্পূর্ণ নিরামিষ রান্না হবে। সকল ধর্মের পুণ্যার্থী সেই খাবার গ্রহণ করতে পারবেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, দিদারুল আলম সরকার, হিসাবরক্ষক নুর নবিউল ইসলাম সহ এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির অন্যান্য সদস্য।

চোখ পরীক্ষা শিবির

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : হলদিবাড়ি ব্লকের পয়ামারি এক্রামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মিলাদ-উন-নবি উদযাপন উপলক্ষ্যে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে শিবিরটি শুরু হয়। ১০০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের মধ্যে আটজনের ছানি অপারেশন হবে। শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটালের হলদিবাড়ি শাখার তরফে এই কর্মসূচি।

মেলায় ছবি এঁকে প্রশংসিত বিডিও

ফালাকাটা, ১২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলার সবলামেলা এবার হচ্ছে ফালাকাটায়। আর এই মেলায় এসে এবার অনেকের নজরে পড়ছে মুক্তমঞ্চের পেছনে থাকা গ্রামবাংলার একটি ছবি। কারণ, ইতিমধ্যে সেই ছবিটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ছবিটা আঁকছেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়। ফেসবুক পেজে ওই ছবি ও ভিডিও পোস্ট করছেন অনেকে। সেখানে ফালাকাটার বিডিওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। তাই মেলায় এসে ওই ছবি স্বচক্ষে দেখছেন অনেকেই। একজন প্রশাসনিক প্রধান এত ব্যস্ততার মাঝেও কী করে এত সুন্দর ওয়াল পেন্টিং করতে পারেন সেটাই ভাবাচ্ছে অনেককে। যদিও বিডিও'র দাবি, 'নেহাত শখের বশেই এই ছবি আঁকা।'

ফেসবুকে বিডিও অফিসেরই কর্মী অভিজিৎ দত্ত বিডিওর ছবি আঁকা ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'আমরা অফিস কর্মচারীরা ওঁর মতো সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের সান্নিধ্যে গর্বিত।' বিডিও'র আঁকা ছবিতে আসলে কী আছে? ছবিটি পুরোটাই একটি গ্রামের। সেখানে নীল আকাশ। রয়েছে গাছপালা, সূর্য, মাঠ, দুটি ঘর। বাংলার মেঠো সংস্কৃতি। রংতুলির সাহায্যে সেই ছবি যেন কথা বলছে।

শনিবার সবলামেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক আর বিমলা। বিডিও যেভাবে মেলার মঞ্চকে সাজিয়েছেন তাঁর প্রশংসা করেন জেলা শাসকও। আসলে মঞ্চের পেছন অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডেই ওই পেন্টিং। বিডিও বলছেন, 'ছবি আঁকা আমার অবসরের সঙ্গী। ছোটবেলা থেকেই শিখতাম। এখন ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় পেলে রংতুলি হাতে নিই।'

সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক 'গোধূলির আলাপন'।

পরিকাঠামো সমস্যায় ফাঁকা 'গোধূলির আলাপন'

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি : প্রায় এক দশক আগে মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীর ধারে বন বিভাগের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক 'গোধূলির আলাপন'। তৈরির প্রথমদিকে পার্কটিতে প্রবীণ নাগরিকদের আনাগোনা থাকলেও বর্তমানে ফাঁকাই থাকছে এই পার্ক। এখন এই পার্কের পরিবর্তে প্রবীণদের অবসর সময়ের আড্ডাটি হচ্ছে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান কিংবা কোনও বন্ধুর দোকানে।

শহরের বই ব্যবসায়ী যতীন্দ্রনাথ সাহার দোকানে আড্ডার আসর বসে নিয়মিত। শহরে একটি সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক থাকতেও কেন সেখানে তাঁরা যান না, সে প্রশ্নের উত্তরে তপন পাল, বিদ্যুৎকান্তি চন্দরা জানান, সিনিয়ার সিটিজেন পার্কে বসার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। সেখানে নেই কোনও সংবাদপত্র বা সময় কাটানোর অন্য কোনও জিনিস। একই বক্তব্য অরুণ সরকার, নাড়ুগোপাল সাহা, ইন্দ্রদেব সাহা, আশিস পালদের।

মাথাভাঙ্গা শহরের সিনিয়ার সিটিজেন পার্কের পরিকাঠামো নিয়ে শুধু যে প্রবীণ নাগরিকদেরই অভিযোগ, তা নয়। শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যেখানে সিনিয়ার সিটিজেন পার্কটি অবস্থিত সেখানকার বাসিন্দারাও পার্কের বেহাল দশা নিয়ে একেবারে ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দা স্নেহাশিস গোস্বামীর অভিযোগ, 'পার্কটির ফেন্সিং ভেঙে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সময়মতো মরশুমি ফুল গাছ লাগানো হয়নি। পার্কটির পরিকাঠামো নেই, ফলে প্রবীণ নাগরিকরা পার্কমুখী হচ্ছেন না। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই।' এলাকার আরেক বাসিন্দা জয় রায় বলেন, 'আমরা চাই অবিলম্বে পার্কের সংস্কার করে উন্নয়ন করা হোক। প্রবীণ নাগরিকরা এখানে এসে অবসর সময় কাটাবেন, বসে গল্প করবেন, তার জন্য পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থাটুকুও নেই।'

সিনিয়ার সিটিজেন পার্কটির দায়িত্বে থাকা কোচবিহার এনএন পার্কের রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগ বলেন, 'পার্কটি সংস্কারের জন্য এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। ফান্ড না এলে কিছু করার নেই। তবে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সেখানে পত্রপত্রিকা রাখা যায় কি না সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হবে।' মাথাভাঙ্গা শহরের সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক 'গোধূলির আলাপন'-এ পরিকাঠামো না থাকায় সেখানে যাচ্ছেন না শহরের প্রবীণ নাগরিকরা।

ছাম গাইনের চালের গুঁড়োর চাহিদা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা চাল গুঁড়ো করছেন। রবিবার তুফানগঞ্জ বাজারে।

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : ঘড়িতে তখন সকাল ৮টা বাজে। তুফানগঞ্জ বাজারে দেখা গেল মা মহামায়া স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও মা মহাদল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ছাম গাইনে আতপচাল গুঁড়ো করছেন। একেকটি ছাম গাইনে তিনজন করে মহিলা কর্মরত। নির্দিষ্ট সময়ের তালে তালে ছামে রাখা আতপচাল গাইন দিয়ে গুঁড়ো করার এই দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব।

এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রী কুমুদিনী বর্মন জানালেন, দীর্ঘ ১০ বছর থেকে পৌষ-পার্বণের সময় তিন-চারদিন চালের গুঁড়ো বিক্রি করেন তাঁরা। তাঁর কথায়, আগে বাড়ি বাড়ি ঢেঁকি থাকলেও বর্তমানে ঢেঁকি নেই বললেই চলে। মেশিনের চালের গুঁড়োর উপর নির্ভর করতে হয় পিঠেপুলি রসিকদের। কিন্তু মেশিনের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পিঠে ভালো মানের হয় না। আর ছাম গাইনের তৈরি চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পিঠে যেমন সুস্বাদু তেমনি পিঠে তৈরি করতেও সমস্যা হয় না। তাই তাঁদের তৈরি চালের গুঁড়োর চাহিদা ব্যাপক। ৪০ টাকা কেজি চাল কিনে গুঁড়ো করার পর ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আয় ভালোই হয় বলে জানালেন কুমুদিনী।

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তুফানগঞ্জ বাজারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চালের গুঁড়ো কিনতে এসেছিলেন ভবানী দাস। বললেন, 'ছোটবেলায় উৎসবের মেজাজে পৌষ-পার্বণ হত। ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করে পৌষ-পার্বণের আগের দিন সারারাত ধরে রকমারি পিঠেপুলি তৈরি করতাম। বড় বড় কয়েকটি হাঁড়ি ভরে যেত। সে দিন এখন অতীত। এবার এক কেজি চালের গুঁড়োর পিঠেপুলি করব। বয়স হয়ে গিয়েছে। ওই নমো-নমো করে রীতি পালন আর কি।' বাজারে রেডিমেড পিঠেপুলি পাওয়া যায় ঠিকই, তবে ঢেঁকি কিংবা ছাম গাইনে তৈরি চালের গুঁড়োর মতো স্বাদ হয় না। এমনটাই মনে করেন তুফানগঞ্জ পুর এলাকার বাসিন্দা নির্মলা সাহাও।

হ্যাচড়াপুজো টিকিয়ে রেখেছে হালদারপাড়া

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : অতি আধুনিকতার মাঝে গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পুজো আজ বিলুপ্তির পথে। এমনই একটি পুজো হ্যাচড়াপুজো। তবে, এই পুজোকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হালদারপাড়া। হ্যাচড়াপুজো মূলত মেয়েদের পুজো। শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যা থেকে। শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তির সকালে। পুজোর জন্য পাড়ার যে কোনও একটি বাড়ির তুলসীতলার পাশে একটি কলা গাছ বসানো হয়। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মেয়েরা এই পুজো করে থাকেন।

'উঠো উঠো সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া/ তোমার পুজো করব আমরা অষ্টসখীগো নিয়া।' প্রচলিত এই গান গেয়েই সকালে পুজো শুরু হয়। পুজোর জন্য কুলো সাজানো হয় বিভিন্ন ফুল ও দূর্বা ঘাসের আঁটি দিয়ে।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হালদারপাড়ায় চলছে হ্যাচড়াপুজো। রবিবার সকালে।

পুজো শেষে কলা গাছের চারপাশে সাত পাক ঘোরা হয়। প্রত্যেকবার পাক শেষে ঘটে জল দেওয়া হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় পুজোর দূর্বাঘাস ঘরের চালে রেখে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে সেই দূর্বা কলা গাছের চারপাশে দিয়ে দেওয়া হয়।

হালদারপাড়া এলাকার প্রবীণা রাণু হালদারের কথায়, 'আমাদের আগের প্রজন্ম এই পুজো করেছেন। আমরাও করেছি। বর্তমান প্রজন্মের মেয়েরা এখন আমাদের পাড়ায় পুজো করছে।' তিনি জানালেন, হ্যাচড়াপুজো আসলে বনদুর্গার পুজো। এই পুজো করলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। সেই বিশ্বাসেই এখনও আমাদের পাড়ায় এই পুজো হয়ে আসছে।

রবিবার সকালে পুজো করছিলেন পাড়ার মেয়ে গঙ্গা হালদার, দ্রৌপদী হালদার, তনুশ্রী হালদার, পূর্ণিমা হালদাররা। তাঁদের কথায়, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন উপোস থেকে সন্ধ্যায় কলা গাছ বসানো হয়েছে। এক মাস ধরে এই পুজো চলে। পৌষ সংক্রান্তির দিন উপোস থেকে পরমান্ন ভোগ রান্না করে নিবেদনের পর পুজোর সমাপ্তি হবে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ পৌষ ১৪৩১

নজর দিল্লিতে

আসনসংখ্যার দিক থেকে যত ছোট বিধানসভাই হোক না কেন, দিল্লি দখল করতে কে না চায়! বরাবরই দিল্লি মর্যাদার লড়াইয়ের প্রতীক। বিশেষ করে সর্বভারতীয় শাসকদলের তো বটেই। তাই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পর দিল্লি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ এবং রাহুল গান্ধির কংগ্রেসও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে এবার এক জটিল অঙ্ক।

গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও আপ-বিজেপি-কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে দিল্লিতে। ২০২০-তে ৭০ আসনের বিধানসভায় আপ পেয়েছিল ৬২, বিজেপি ৮টি। ২০১৫ সালে আপের আসন ছিল ৬৭, বিজেপি'র ৩। টানা দশ বছর দিল্লিতে শাসন কেজরির দলের। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। মহিলাদের নিখরচায় বাস-যাতায়াত। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা, সঞ্জীবনী যোজনা।

মহিলা সম্মান যোজনায় দেওয়া হয় ১০০০ টাকা। জিতলে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দিল্লির মানুষ আপের রাজত্বে অখুশি নন। কিন্তু কেজরিওয়ালদের সততার ভাবমূর্তিতে কালির ছিটে লেগেছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের ভুল আবগারি নীতির খেসারত দিতে দিল্লি সরকারের ২০২৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আবগারি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস তিহারে ছিলেন কেজরিওয়াল। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও জেলে ছিলেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সাজাতে কোটি কোটি টাকা খরচ, দিল্লির নিকাশিনালা, জমা জল, যমুনায় দূষণ ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ উঠছে। ফলের আপের ভাবমূর্তির একেবারে দফারফা। আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকেই বড় অস্ত্র করে বাজিমাতে মরিয়া বিজেপি। ভোটযুদ্ধে বিজেপির বড় ভরসা নরেন্দ্র মোদি। একসময় দিল্লিবাসী সুষমা স্বরাজ, মদনলাল খুরানার মতো ব্যক্তিত্বদের বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। এবার সরকার দখলে কোমর বাঁধছে গেরুয়া শিবির।

লোকসভা ভোটে আপ-কংগ্রেস ছিল একজোট। কিন্তু দিল্লির সাত আসনেই জেতে বিজেপি। স্বাভাবিকভাবে বিজেপির মনোবল তুঙ্গে। বিজেপি জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আপ জমানার নানা সুযোগসুবিধা বন্ধ না করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লি দখলে আরএসএস উঠেপড়ে লেগেছে।

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কিছুটা ছন্নছাড়া অবস্থা আছে তো ঠিকই। যদিও লোকসভা ভোটে দিল্লিতে না পেলেও সারা দেশে প্রায় ১০০ আসন জিতেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কংগ্রেস লড়ছে আলাদাভাবে। 'ইন্ডিয়া' জোট টিকিয়ে রাখা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠেছে।

এই বিড়ম্বনার মধ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু উজ্জীবিত। তাদের সাফ কথা, কংগ্রেস কোনও এনজিও নয়, একটা রাজনৈতিক দল। সংকটের মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা তাদের আছে। এবার কংগ্রেস ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভার এবং 'পেয়ারি দিদি যোজনা'-তে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লিতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শীলা দীক্ষিত। অর্থাৎ দিল্লি শাসনের অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের ভালোই আছে। সেই শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত এবার ভোটপ্রার্থী। তবে তরুণ প্রজন্মের ক'জন শীলা দীক্ষিতের নাম শুনেছে সন্দেহ। বাস্তবে এই ভোটে কংগ্রেসের হারানোর কিছু নেই। কংগ্রেস আপের ভোট কাটবে। তাতে কিছু আসন হাতছাড়া হতে পারে কেজরির। বৈতরণি পার হওয়া কেজরিওয়ালের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

আবার বিজেপির অসুবিধা, জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, কেউ জানে না। তবে দিল্লি বিধানসভার ভোট তিন দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরাজয় যে দলের হোক, সেটা তাদের পক্ষে হবে চরম বিড়ম্বনার। দেশ এখন ৮ ফেব্রুয়ারির ফলের অপেক্ষায়।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

হলিউডের হৃদয়ে আগুনের ডালপালা

লস অ্যাঞ্জেলেস ভূমিকম্পপ্রবণ। বাড়িতে ইট, সিমেন্ট, লোহার বদলে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বেশি। সমস্যা এখানেই।

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রতি বছরই বাড়ির জানলা দিয়ে দেখি, দূরে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে।

এই আগুন কিন্তু ইকো সিস্টেমেরই একটি অঙ্গ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে প্রকৃতি নিজেই আগুন জ্বালায়। মরা, পুরোনো গাছ পুড়ে মাটিতে নতুন সার হয়। সেখানে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অরণ্যের নবীকরণ।

কিন্তু এবার ধিকিধিকি আগুনকে হঠাৎ এক ঝড় মারাত্মক করে তুলল। দাবানলের খুব একটা দোষ ছিল না। 'রক্তকরবী'তে আছে -- "বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।"

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আমার জানলা দিয়ে এবার আগুন একদম কাছে। আকাশ কালো। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া।

এবার কী করে যেন সেই ধিকিধিকি আগুন আর ঝড় একসঙ্গে এসে মারাত্মক হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ হল অসম্ভব শুকনো বাতাস আর কম বৃষ্টি।

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আজকাল তো দাবানলের মতোই দ্রুত খবর ছড়ায়। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন অন্য কোনও দেশকে না ছুঁতে পারলেও খবর ছড়িয়ে গিয়েছে সারা পৃথিবী।

শনিবার সকালে যে সময় লেখাটা লিখছি, তখনকার খবর এল এ শহর ও তার কাউন্টি মিলিয়ে ছ'জায়গায় আগুন জ্বলছে। তার মধ্যে প্যালিসেডস, আর্চার্রি ও ইটনের আগুন এখনও ভয়াবহ। লিডিয়া, হার্স্ট এসব জায়গার আগুন অনেকটা আয়ত্তে। আমার জানলা দিয়ে আকাশ কালো, এবার আগুন একদম কাছে। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া। আর সেলফোনে অহরহ অ্যালার্ট।

প্যালিসেডস সমুদ্রের ধারে। হলিউড সেলেব্রিটিরা থাকেন সেখানে। ইটন আমার বাড়ির একদম কাছে। লিখতে লিখতেই জানলা দিয়ে আগুন এবং ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

আমেরিকায় অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মর্মান্তিক মৃত্যুতেও যে আমেরিকার স্কুল একদিনও বন্ধ হয়নি, সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেস ও তার কাউন্টির সব স্কুল গত তিনদিন বন্ধ।

এক হাজারের মতো বাড়ি পুড়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এগারো। সরকার ইমার্জেন্সি ও রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে।

প্যালিসেডসে সাধারণভাবে হলিউড তারকা, প্রযোজকরা থাকেন। আর ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকআপম্যান, সেট ডিজাইনারের মতো শিল্পীরা থাকেন বারব্যাংকে। যেটা ইটন ফায়ারের কাছে। বোঝা যাচ্ছে, হলিউডও আপাতত থমকে গিয়েছে। কে কাজ করবে! এমন ঘটনা আমেরিকা দেখেনি আগে। প্যালিসেডসে এই মুহূর্তে একটি মানুষও নেই, বারব্যাংকেও তাই। সবাই চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। ভাবতে পারেন, এমন শহরে লোকই নেই একটাও।

পরিস্থিতি বুঝবেন, একটা তথ্য শুনলে। ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স স্টুডিও, ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনির অফিস, ডক্টর ওডিসি, গ্রেইস অ্যানাটমি, দ্য প্রাইস ইজ রাইটের মতো অজস্র টিভি শো বন্ধ। বন্ধ সিনেমার প্রিমিয়ারও।

মেয়র তীক্ষ্ণ চোখ রাখছেন। আগুন কাছে এলেই, সেখানকার মানুষদের সরকারি আবাসে চলে আসার জন্য ই-মেল আর ফোনে অ্যালার্ম পাঠানো হচ্ছে। আর ফায়ার ফাইটাররা প্রাণ দিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই করছেন। শুনলাম, নেভাডা থেকেও প্রচুর ফায়ার ফাইটার চলে এসেছেন।

অনেকের কৌতূহল, কী কী ভাবে তাঁরা চেষ্টা করেন? বুলডোজারের মতো ভারী যন্ত্র দিয়ে গাছ কেটে ফেলে আগুনের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করেন প্রথমে। ওদিকে পাম্প, হেলিকপ্টার, প্লেন থেকে রাশি রাশি জল ঢালা হয়। আমেরিকার সমস্ত রাস্তায় কিছুদূর অন্তর জল নেওয়ার আউটলেট থাকে। যেখানে গাড়ি পার্ক করলে মারাত্মক ফাইন।

এই সময় দেখতে পাচ্ছিলাম, আকাশ থেকে তীব্র লাল রঙের ফস-চেক নামের আগুন নিরোধক কেমিক্যাল ও সারের মিশ্রণ ছড়ানো হচ্ছে। লাল রং কেন? পাইলট যাতে দেখে বুঝতে পারেন, কোথায় ইতিমধ্যেই ছড়ানো হয়েছে। তীব্র হাওয়ার জন্য অবশ্য প্রথম দিকে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা যায়নি। এখন দেখতে পাচ্ছি, অনেক হেলিকপ্টার কাজ করছে।

এক লক্ষ আশি হাজার মানুষকে সরকার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আবাসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে খাবার, এসি, ইন্টারনেট সব দেওয়া হচ্ছে। আর দু'লক্ষ মানুষকে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আমার পরিবারও।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িগুলো কিন্তু সাধারণ বাড়ির মতো নয়। খুব তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এমনিতে এলএ ভূমিকম্পপ্রবণ শহর। তাই এই বাড়িগুলোতে ইট, সিমেন্ট, লোহা খুব কম ব্যবহার করা হয়। হালকা করার জন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার হয়। এই আগুনের ডালপালা দেখার পর হয়তো আবার অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে। যাতে ভূমিকম্প ও আগুনকে একসঙ্গে সামলানো যায়।

এসবের মধ্যে চলছে আরেকটা ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরকে রসালো করে খেতে দেওয়া। অনেক ভুলভাল খবর রটছেও। বলা হচ্ছে, জানলা ভেঙে জিনিসপত্র লুটপাট চলছে। আসলে উদ্ধার করার ভিডিওকে লুটপাটের ঘটনা বলে দেখানো চলছে। জলের অভাব কখনোই হয়নি। জলের মান সামান্য নষ্ট হওয়ায় সরকার ওই জল পান করতে নিষেধ করে ফ্রিতে জলের বোতল সাপ্লাই করছে।

পৃথিবীজুড়ে সবচেয়ে অলীক কাহিনী হল, বিশ্বখ্যাত হলিউড সাইনে নাকি আগুন লেগে গিয়েছে। এটা একেবারে ভুল। এটা একদমই কল্পকাহিনী। হয়তো এরপর একটি জমাটি ফিল্মও হয়ে যাবে।

আগুন লাগার আগেই হলিউড সাইনের চারপাশে দু'মাইল জায়গা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আগুনের সঙ্গে লড়াই যেমন চলছে, তেমন বাইডেন সরকারের দিকে ফেমা ও রেডক্রসের মতো নানা বিখ্যাত সংস্থা সাহায্যের শক্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা ক্ষতি হয়ে যাওয়া সম্পত্তির বেশ অংশ ও চার মাস বাড়িভাড়া করার অর্থ দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তকে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাজ্যকে এই দুর্যোগ সামলানোর সমস্ত খরচ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ নানা ব্যাংক ইতিমধ্যেই বিনা সুদে অর্থ ধার দেওয়ার কথা দিয়েছে। 'ভ্যালি কাউন্টি মার্কেট' দুর্গতদের জামাকাপড়, খাবার ও বাথরুম ব্যবহারের জিনিস দিয়ে সাহায্য করছে। এছাড়া খাওয়া, ইন্টারনেট সহ শেলটারের ছড়াছড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সরকার এত খেয়াল রাখছে, আগুন কাছে আসার আগেই সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছে, তবু এগারোজন মানুষ মরলেন কেন?

খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, আমাদের এলাকায় আগুন গায়ে এসে ছ্যাঁকা না দেওয়া পর্যন্ত অনেকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। যেমন আমিও চাই না। আর যখন আগুন চলে এসেছিল, তখন চারপাশে উদ্ধার করার আর কেউ থাকে না।

অ্যান্টনি মিশেল আর তাঁর ছেলে জাস্টিন মিশেল দুজনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। বাড়ির সঙ্গে নিজেদের সহমরণকে ওঁরা বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।

ওয়ার্নিং পেয়েও অরলিন লুই কেলি তাঁর চল্লিশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে যাননি। বাড়ির প্রতিটি কোণ তাঁর প্রিয়। না হোক সেসব জীবন্ত মানুষ। তাই বলে ছেড়ে যাব! এনেট রোসিল্লি, পঁচাশি বছর, প্যালিসেডসের বাড়ি ছেড়ে, পোষা কুকুরকে ছেড়ে যেতে চাননি। এমনই সব ঘটনা। যদিও ঘোড়া সহ সব রকমের পোষ্যদেরও শেলটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যা শুনছি, তাতে সোমবার হাওয়ার জোর নাকি আবার একটু বাড়বে। আমার এ পরবাসে আমার সন্তানদের শৈশব-কথা ছাড়া স্মৃতি আর তেমন কই! তবু নিজের হাতে সাজানো এই বাড়ি-বাগান আগুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে কি ইচ্ছে করবে? কিন্তু দরকার হলে যেতে হবে।

"সরিয়ে নিও পুড়তে পারে যা যা/ আসবাব আর জীবন জোড়া ফাঁকা"

সব কি সরানো যায়? তবে স্মৃতির জায়গা তো মনে। সেখানেই সে থাকবে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। এখন থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেসে।)

আজ

১৯৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নবনীতা দেবসেন।

১৯৪৯

রাকেশ শর্মা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

'ইন্ডিয়া' জোট একাট্টাই আছে। বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এই জোটকে শক্তিশালী করতে দায়বদ্ধ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইরত দলগুলির পাশে রয়েছে দৃঢ়ভাবে।

- অখিলেশ যাদব

ভাইরাল/১

মহিলা হেনস্তায় অভিযুক্ত মানুষ নয়, একটি বাঁদর। ঝাঁসির এক দোকানে ঢুকে পড়েছিল সে। সেখানে ওই মহিলা ক্রেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে চড়ে বসে। জুতোও খুলে নেয়। ভয়ে জড়সড়ো মহিলা। সেই ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে।

ভাইরাল/২

রাশিয়ার বিমানবন্দরে ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্টকে যাত্রীদের চলার রাস্তা ভেবে উঠে পড়েন এক মহিলা। পৌঁছে যান লাগেজ চেক ইন জোনে। সুটকেসের বদলে মহিলাকে দেখে অবাক কর্মীরা। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন
জনমত

বিবেকানন্দ যেন ইতিবাচক মানসিকতার পূর্ণ বিগ্রহ

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট এক তরুণ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমেরিকার সব অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যকে এক করলেও এই তরুণের জ্ঞানের সমকক্ষ হবে না।' আবার সেই অধ্যাপকই নবীন সন্ন্যাসীকে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভার পরিচয়পত্র চাইতে গিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করার অর্থ একই।'

স্বামীজির পাশ্চাত্যের সাফল্যের সংবাদ পরাধীন ভারতের যুব চিত্তকে গর্বে, গৌরবে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলেনি, বিপ্লব-আন্দোলনে এক জাগরণ ঘটিয়েছিল। বাংলার ছাত্রদের ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দের বাণী লেখা থাকত। তাঁর বই ছিল অবশ্যপাঠ্য। রাওলাট রিপোর্ট বারবার বলেছে, বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা যুবসমাজের মধ্যে ভয়ংকর।

আধুনিক যুবসমাজ যখন বিভিন্ন কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত, তখন আরও একবার আমরা রবি ঠাকুরের সেই কথাকে স্মরণ করি যেখানে তিনি স্বামীজিকে ইতিবাচক মানসিকতার এক পূর্ণ বিগ্রহ হিসাবে তুলে ধরেছেন। স্বামীজির প্রাণপ্রদ বাণীর মধ্যে থাকা উপাদানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের যুবসমাজ হতাশা কাটিয়ে নতুন আলোর সন্ধান পাবেই পাবে।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

শান্তি, ঐক্যে এখনও প্রাসঙ্গিক স্বামীজি

রবিবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। বরং নতুন করে তা স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

একদিন তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে সর্বধর্মের কথা বলেছিলেন। তবে বর্তমান সমাজে যা ঘটে চলেছে তাতে স্বামীজি বা তাঁর বাণীকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এটা কাম্য নয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে শান্তি, মৈত্রী, সংহতি, ঐক্য ও মহামিলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর বাণী বিস্মৃত হয়েছি। আদর্শ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে প্রবল উন্মত্ততা। বিশ্বজুড়ে মারামারি আর রক্তস্রোত। অন্ধ তামসিকতা এখনও আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আজও আমাদের বিভ্রান্ত করে। অথচ বিবেকানন্দ এমন হিংসা-উন্মাদনা চাননি।

বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন বারবার নতুন করে স্বামীজির উদার, কল্যাণমুখী সমন্বয়ের ধর্মনীতির কথা স্মরণ করি। তাঁর চলার পথকে যেন নিজেরা অনুসরণ করে চলতে পারি এবং নতুন প্রজন্মকেও যেন চালাতে পারি।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে গাছের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথ

কালিম্পংয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য গৌরীপুর হাউস নতুন করে সেজে উঠছে। বাঙালিদের পক্ষে যা খুব ভালো খবর।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

আজও উত্তরবঙ্গের পাহাড়দেশে পাইন জুনিপারের ভিড়ে মিশে আছে একটি কর্পূর গাছ। কালিম্পংয়ের শীর্ষ দেশে 'গৌরীপুর হাউস'-এর সামনে মাথা উঁচু করে জীবনের স্থায়িত্বের অহমিকায় বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো তাঁর অতি প্রিয় কর্পূর গাছটি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন কি না তার নথি পেশ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, তা কবি নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন।

যেখানে আফগানিস্তানের রাজকুমারীর বাড়িটি আজও হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে তারই একধাপ নীচে প্যাঁচানো রাস্তায় কিলোমিটারখানেক নেমে এলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তৈরি বাড়ি 'গৌরীপুর হাউস'। আফগানিস্তানের রাজকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িটি হাতবদল হয়ে গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী মহাদেব ছেত্রীর কথা অনুযায়ী আজ তা 'ভিলা' (সম্পূর্ণ বাড়ি) হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই গৌরীপুর হাউস ভিলা বা হোমস্টেতে পরিণত হয়নি। কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রয়যোগ্য নন। রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী, চিরকালীন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তাকে অবিকৃত রেখে পুনর্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কালিম্পংয়ের পাহাড় ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বার চারেক এসেছিলেন বাড়িটিতে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কৃতী বাঙালি, যেখানে যেখানে তিনি পা রেখেছেন সেই জায়গা হয়ে

উঠেছে বাঙালির তীর্থস্থান। পাহাড় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল গৌরীপুর হাউস। চারপাশের অখণ্ড নিরিবিলি পরিবেশে বাড়িটি বিশ্বকবির স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আজও অপেক্ষা করে আছে 'জন্মদিন' কবিতার প্রতিধ্বনি কাঞ্চনজঙ্ঘায় বাধা পেয়ে ফিরে আসার জন্যে। আকাশবাণীর সৌজন্যে এক ঋষিকবির আবৃত্তি গোটা বাঙালি জাতি শুনবে বলে টেলিফোনের খুঁটি বসানো হয়েছিল শৈলশহর কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউসে।

গৌরীপুর হাউসের গাড়িবারান্দার খোলা ছাদ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তারই সামনে প্রবাদপ্রতিম কর্পূর গাছটা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস নিলে কর্পূরপাতা জানিয়ে যায় কবির স্পর্শ। কবি পাহাড়দেশে কর্পূর গাছ লাগিয়েছিলেন কী মনে করে? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। হয়তো ঔষধিগুণ কবিকে গাছটি লাগাতে উৎসাহ দিয়েছিল। হয়তো পাতার সুগন্ধের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে– এত বছর পর গাছটা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। গৌরীপুর হাউসের আধুনিকীকরণের কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রি ও শিল্পীরা পর্যটক গেলে নিজেরাই গাইড হয়ে উঠতে ভালোবাসেন। জাতিতে বাঙালি এক কাঠমিস্ত্রি কয়েকটি লালচে ছোট ছোট পাতা হাতে দিয়েছিলেন। হাতে ঘষে নিয়ে নাকে ধরলে কর্পূরের সাত্ত্বিক সুগন্ধ মনকেও জীবাণুমুক্ত করে তোলে। এই গন্ধ একদিন রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল, আজও পর্যটকদের রবীন্দ্র-অস্তিত্বে অভিভূত করে এই গাছ।

গৌরীপুর হাউস স্বমহিমায় ফিরছে সরকারি উদ্যোগে। মরচে পড়া টিন সরে গিয়ে লাল রঙের টিন বসেছে। জানলা-দরজার পুরোনো ডিজাইন অক্ষত রেখে নতুন করে করা হচ্ছে। পুরোনো আসবাবগুলো মেরামতির অপেক্ষায়। একবার স্পর্শেই শিহরণ জাগে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির হাতলে স্পর্শ করে শ্রদ্ধায় হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। যে হাতলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ লেগে আছে তাকে ছুঁতে চাওয়াও তো ধৃষ্টতা!

কুয়াশায় পাহাড় আড়াল হলে ঢেকে যায় গৌরীপুর হাউস। লোকচক্ষুর অন্তরালে 'আবার ফিরে আসতে চাওয়া' অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য পদচারণায় কর্পূর গাছের জীর্ণ পাতা থেকে ভেসে আসে মর্মরধ্বনি এবং তাতে মিশে থাকে কবির কণ্ঠস্বর।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। উইয়ের ঢিপি, মাটির স্তূপ, গলগণ্ড ৪। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ৫। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ৭। ভয়ংকর, ভয়ানক ৮। কড়ি, অর্থ ৯। ইহুদি, খ্রিস্টিয় ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরবিরোধী পাপাত্মা, দুর্বৃত্ত ১১। গুজরাটি সম্মিলিত নৃত্য ১৩। গৃহিণী, পরিচালিকা, অধ্যক্ষা ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ, ১৫। হলুদ রং, পীতবর্ণ।

উপর–নীচ : ১। প্রিয়, পতি ২। হলুদ, পুরাণোক্ত মুনি যার শাপে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়েছিল ৩। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৬। সোনা ৯। শামুক, যে শূদ্র তপস্বীকে রামচন্দ্র হত্যা করেন ১০। গোলমাল, ঝঞ্ঝাট ১১। স্বার্থ, আগ্রহ ১২। মেঘ, জলধর।

সমাধান ■ ৪০৩৭

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মাগ্‌গি ৫। মাসকাবার ৭। কবোষ্ণ ৯। বনাত ১১। আমজনতা ১৪। গদর ১৭। মরমর।

উপর–নীচ : ১। মিতবাক ২। মহিমা ৩। মালিকা ৪। গিটার ৬। বাহানা ৮। বোষ্টম ১০। তরতর ১১। আবেগ ১২। জহর ১৩। তালিম।

বিন্দুবিসর্গ

নতুন পাঠক্রম

সাইবার অপরাধ রুখতে এবার অষ্টম শ্রেণি থেকে নতুন পাঠক্রম চালু করছে শিক্ষা দপ্তর। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষায় বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

বাঘের আতঙ্ক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির মৈপীঠের লোকালয়ে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। কয়েকদিন আগেই এখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ধৃত মূল চক্রী

কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় মূল চক্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আদিল বিহারের পাপ্পু চৌধুরী গ্যাংয়ের সদস্য। সে এই ঘটনার মূল মাথা বলে পুলিশের দাবি।

গ্রিন করিডর

বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহারের ঘটনার তদন্ত করতে রবিবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যায় এক বিশেষজ্ঞ দল। আশঙ্কাজনক তিন প্রসূতিকে গ্রিন করিডর করে এদিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

অসুস্থ দুই তীর্থযাত্রীকে হেলিকপ্টারে কলকাতায়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : সোমবার রাত ফুরোলেই 'শাহি স্নান'। গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে তাই দলে দলে পুণ্যার্থীদের আসা শুরু হয়েছে। শনিবার ভোররাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধুসন্তরা হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। খাবার, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায়। আছে স্বাস্থ্যশিবিরও। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে গিয়ে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভর্তি করা হয়েছে বাঙ্গুর হাসপাতালে।

যে দুই পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির বাসিন্দা। নাম ঠাকুর দাস। বয়স ৭০। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সাগরের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে 'এয়ার লিফট' করে কলকাতায় আনা হয়। অপরজন হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদির

হাওড়া থেকে এক টিকিটে গঙ্গাসাগর

মহারানি মণ্ডল (৮৫)। তাঁকেও 'এয়ার লিফট' করে কলকাতায় এনে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের মকর স্নান। এবছর দেড় কোটিরও বেশি ভক্ত স্নান করতে আসবেন বলে ধারণা প্রশাসনের। যে সমস্ত ভক্ত আগেভাগেই চলে এসেছেন, তাঁরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি ঘুরে দেখছেন। রবিবার থেকেই কালীঘাট যাওয়ার বাসে ভিড় উপচে পড়ছে। হাওড়া স্টেশনের বাইরে তীর্থযাত্রীদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুদানের আশ্বাস সুকান্তর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সম্মতি দিলে গঙ্গাসাগরের জন্যে কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কে একথা বলেছেন সুকান্ত। কুম্ভমেলার জন্য কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দিলেও বাংলার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কোনও অর্থই দেয় না। প্রতিবারই গঙ্গাসাগরমেলাকে ঘিরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের সরকার যৌথভাবেই কুম্ভের আয়োজন করে। এখানে সাগরমেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে রাজি থাকে, তাহলে সরকার আমাদের জানাক। আমি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করব।'

স্বামী বিবেকানন্দের বেশে ছোটরা। রবিবার সল্টলেকে। ছবি : আবির চৌধুরী

ফেব্রুয়ারিতেই আরও ১৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

অনলাইনে রাজস্ব বৃদ্ধি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। তাই রাজস্ব আদায়ে আরও জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অনলাইন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাতেই সুফল পেয়েছে হাতেনাতে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় প্রায় ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাসি ফুটিয়েছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের মুখে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কোনও দালালরাজ নেই বলে দাবি রাজ্য সরকারের। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অনলাইনে কর, খাজনা দিতে পারছেন। অনলাইন ব্যবস্থা চালুর আগে এই খাতে রাজস্ব আদায় অনেক কমে গিয়েছিল। সেই কারণে, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট, ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এক বছরেই তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। এই মুহূর্তে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরে ৩০০টিরও বেশি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালু রয়েছে। আরও ১,৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

জমি-বাড়ির খাজনা, মিউটেশন খরচ, লিজ ফি, বিদ্যুৎ বিল মেটানো সহ একাধিক পরিষেবা বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে আর্থিক পরিষেবা খাতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে লেনদেন বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কৃষিখাতে লেনদেন বেড়েছে ২১ শতাংশ। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে লেনদেন ৫৪ শতাংশ ও সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এই অর্থবর্ষে বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে। রাজ্যের ১.৩৯ কোটি মানুষ বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা নিয়েছেন। বাড়ির কাছে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থাকলে কেউ আর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে ফি জমা দিচ্ছেন না। তাতে সময় ও যাতায়াত খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আবার এর ফলে দালালরাজও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

সুফল

- ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন
- ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়
- অর্থাৎ এক বছরে তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলে আশা

বাম-কংগ্রেস সমঝোতা বিশবাঁও জলে

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত বিশবাঁও জলে। জেলাগুলিতে সফরে গিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোভাব জানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আর তখনই বৈঠক থেকে বামসঙ্গ ত্যাগের প্রসঙ্গ উঠছে। সম্প্রতি সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবং পালটা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ায় দুই দলেরই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। আর তারপরই বামেদের সঙ্গে না চলার বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছে। ব্লকস্তর থেকে জেলা নেতৃত্ব প্রদেশ সভাপতির কাছে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে এখনই বাম-বিরোধিতার ক্ষেত্রে কর্মীদের চূড়ান্ত পদক্ষেপে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই শুভঙ্কর স্পষ্ট করেছিলেন, দলীয় নেতাদের মতামতকেই তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবেন। এতদিন সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব নীতি বজায় রেখেছিলেন শুভঙ্কর। সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করতে দেখা যায়নি তাঁকে। উপনির্বাচনে শেষ মুহূর্তে হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে কথাবার্তা এগিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তারপরও দুই দলকে প্রকাশ্যে এভাবে বিরোধিতার পথে হাঁটতে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি বিকাশরঞ্জনবাবুর মন্তব্যকে ইস্যু করে পরিস্থিতি বদলেছে। সাঁইবাড়ি প্রসঙ্গে বিকাশবাবুর মন্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়া দেন শুভঙ্কর। তারপরই জেলা সফরে বেরিয়ে নেতা-কর্মীদের বাম রোষানলের বিষয়ে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

সূত্রের খবর, সাংগঠনিক পরিস্থিতির বিষয়ে জেলা ও ব্লকস্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হতেই ক্রমাগত বামেদের কটাক্ষের বিষয়টি এবং পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে মতামত রেখেছেন নেতা-কর্মীরা। যদিও জাতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে প্রদেশ সভাপতি আপাতত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা-কর্মীদের বক্তব্য শুনে তা হাইকমান্ডের কাছে

পৌঁছে দেবেন প্রদেশ সভাপতি। এর ভিত্তিতেই রাজ্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেবে হাইকমান্ড।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'আমরা রাহুল গান্ধির নীতিতে বিশ্বাসী। বামেরা যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছে, তাতে পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা মনে করি তিনি নীচুস্তরের নেতাদের মনোভাবকেই গুরুত্ব দেবেন।' কংগ্রেসের আর এক নেতার বক্তব্য, 'যে নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপে বামেদের শীর্ষ নেতৃত্ব সন্তুষ্ট নন। তবে আমরা বামেদের সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে নই।'

সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িতে অভিষেক। রবিবার।

বঙ্গে পদ্মের মহারাষ্ট্র মডেলের চর্চা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের মতো বঙ্গেও কি আপাতত স্থায়ী সভাপতির জায়গায় কার্যকরী সভাপতি ঘোষণার দিকে এগোচ্ছে দিল্লি বিজেপি? শনিবার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে মহারাষ্ট্রে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্র চহ্বানের নাম ঘোষণা করেছে দিল্লি। এরপরেই বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি হিসাবে স্থায়ী সভাপতির বদলে আপাতত কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা করার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। গত শনিবার মহারাষ্ট্র বিজেপির কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্র চহ্বানের নামে সিলমোহর দিয়েছেন নাড্ডা। এরপরেই রাজ্যের ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র মডেলই কি গ্রহণ করতে পারেন দিল্লির নেতৃত্ব, তা নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

আশঙ্কার কারণ, সম্প্রতি দেশের মোট ৪২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে ২৯টি প্রদেশের রাজ্য স্তরের সাংগঠনিক নির্বাচনের যে জাতীয় রিটার্নিং অফিসারদের (এনআরও) নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল দিল্লি, তাতে মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কোনও এনআরও নিয়োগ করা হয়নি। এরপরেই, ঝাড়খণ্ডে কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়। শনিবার, ওই তালিকায় না থাকা মহারাষ্ট্রেও কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে।

বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, নাড্ডা থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে বিজেপিতে স্থায়ী সভাপতি ঘোষণার পরিবর্তে কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। ট্রেন্ড বলছে, নাড্ডার মতোই, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্রই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন। সেই সূত্রেই আবার দলের একাংশ মনে করছেন, যেহেতু রাজ্য সভাপতি মুখ নিয়ে ধোঁয়াশার জন্য রাজ্যের সংগঠনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সাংগঠনিক কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় কিছুটা সময় লাগছে দিল্লির, তাই কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ভাবী সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়ে দু-দিকই বাঁচাতে পারে দিল্লি।

রায়ের অপেক্ষায় সিবিআই

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ৯০ দিনের মাথায় সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে না পারায় জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ফলে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমজনতাও প্রশ্ন তোলে। সূত্রের খবর, এখন ১৮ জানুয়ারি রায়ের অপেক্ষাতেই রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধর্ষণ ও খুনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করার আগে রায়ের দিকে তাকিয়ে তারা। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছিল সিবিআই। সন্দীপ ও অভিজিৎ জামিন পেতেই সিবিআই দাবি করে, এই ঘটনার এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের বয়ান এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে সিবিআই। সেগুলি একত্রিত করেই আদালতের কাছে অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে তারা।

ভস্মীভূত।। *হাওড়ার একটি কারখানায়। রবিবার। -পিটিআই*

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে কার্যত বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দেন অভিষেক। তারপর তিনি বলেন, '৪২ বছর আগে ভারত সরকার বিবেকানন্দের জন্মদিনকে জাতীয় যুব দিবস ঘোষণা করেছিল। স্বামীজি জীব সেবার কথা বলেছিলেন। আগামী দিনে ওঁর মতো মানুষ আমরা পাব না। উনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। আজ সেটা আমাদের মনে রাখার দিন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে আমাদের স্বামীজির দেখানো পথ মেনে চলা উচিত।'

অভিষেক বলেন, 'স্বামীজি একমাত্র বিশ্ববরেণ্য, বীর সন্ন্যাসী। যিনি বলেছিলেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে ঈশ্বরের বেশি কাছে যাওয়া যায়। এরকম লোক ভারতবর্ষ কেন, গোটা পৃথিবীতে কোনও দিন খুঁজে পাইনি। আগামী দিনেও পাব না।'

বিজেপির বিবেক বন্দনা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : যুব মোর্চার যুব ম্যারাথনে দৌড় দিয়ে শুরু হল রাজ্য বিজেপির 'বিবেক বন্দনা'। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত সুকান্ত, শুভেন্দু থেকে আরম্ভ করে বিজেপির ছোট বড় নেতারা। এদিন সকালে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি থেকে শুরু হয় বিজেপির কর্মসূচি। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব ম্যারাথনে অংশ নিয়ে কিছুটা রাস্তা দৌড়োন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর আগে সেখানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। ম্যারাথনে সুকান্তর পাশে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। শুভেন্দু অধিকারীও বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য দমদম পাতিপুকুরে বিবেকানন্দ সংঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দলের শীর্ষনেতারা ছাড়াও রাজ্য স্তরের নেতারাও দলের নির্দেশে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জনসংযোগের কাজে লাগান।

বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ ত্রুটিহীন রাখতে অ্যাপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে দপ্তরের কর্তারা বৈঠক করেছেন।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জল সরবরাহে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হবে। নতুন সংযোগ নেওয়ার জন্য এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন আবেদন করা যাবে, তেমনই জল সরবরাহে কোনও বিঘ্ন ঘটলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সেই অভিযোগও সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে। দপ্তরের কর্তারা প্রকল্পের কাজ আরও মসৃণ ও দ্রুত করতে অ্যাপের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'কোনও এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার পর কী ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই এই অ্যাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে নদিয়ার করিমপুর ব্লকে এই

অ্যাপ চালু করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে রাজ্যের সর্বত্রই তা চালু করা হবে। খুব শীঘ্রই এই অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অ্যাপ তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই করিমপুর ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জল সরবরাহ হয়েছে। সেই কারণেই এখানে পাইলট প্রোজেক্ট চালু হচ্ছে। এই ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের ৬৭টি গ্রামের মোট ৪৬ হাজার ৭৫৩টি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। যে কোনও ব্যক্তি নিজের অ্যানড্রয়েড ফোনের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে দপ্তরকে কিছু জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার কার্ড নম্বর ও ফোন নম্বর যাচাই করা হবে। তারপরই তাঁর দেওয়া বার্তা বা অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে।

অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবেন দপ্তরের আধিকারিকরা। গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাবেন দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যার জন্য এদিক-ওদিক ছুটতে হবে না। ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বার্তা বা অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে।

বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল আমাদের প্রিয় কল্লোলিনী কলকাতা। সম্প্রতি 'টমটম' নামে একটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে যে 'ট্রাফিক ইনডেক্স' রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে এই তথ্য উঠে এসেছে। 'টমটম'-এর রিপোর্ট

অনুযায়ী, শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথম দশে কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও দুটি শহর আছে। সেই দুটি হল বেঙ্গালুরু ও পুনে। গত বছর এই তালিকায় কলকাতার আগে ছিল পুনে। কিন্তু কলকাতা এবার সেই স্থান দখল করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথমে আছে কলম্বিয়ার ব্যারনকুইলা শহর। এই শহরে ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৬ মিনিট।

'বাঞ্ছারামের বাগানে' পিকনিক

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : পৌষ মাসের শেষ রবিবার। হালকা মিঠে রোদ ও উত্তুরে হাওয়ায় উষ্ণতার পারদ ওঠানামা করছে। এই আমেজেই চড়ুইভাতির মেজাজে মেতেছে গোটা রাজ্য। কলকাতা ও শহরতলির বাইরে পিকনিক স্পটগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। এর মধ্যে পিকনিকের অন্যতম ডেস্টিনেশন 'বাঞ্ছারামের বাগান'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ৪ বিঘে জমির ওপর বিস্তীর্ণ এই বাগানেই শুটিং হয়েছিল ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রয়াত মনোজ মিত্র অভিনীত কালজয়ী বাংলা ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'। শুটিংয়ের ৪৭ বছর পরও চক্রবর্তী পরিবারের এই আমবাগান 'বাঞ্ছারামের বাগান' হিসেবে পরিচিত। শীতের মরশুমে শুধু স্মৃতির টানে নয়, সপ্তাহান্তে এখন পিকনিকে জমজমাট এই বাগান। চক্রবর্তী পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের সদস্য দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী বলেন, 'নভেম্বরের শেষ থেকেই মানুষ পিকনিকের জন্য এখানে ভিড় করেন। বিশেষ করে সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে চাপ বেশি থাকে। এখানে বিভিন্ন ছবির শুটিং হয়। তাই পিকনিক ও শুটিংয়ের জন্য আলাদাভাবে সময় নির্ধারণ করতে হচ্ছে।' ছুটির দিন অন্যভাবে কাটাতে ভিড় বেড়েছে শহরতলির বাগানবাড়ি ও রিসর্টগুলিতেও।

জোকা মেট্রো স্টেশন থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটুকরো গ্রাম্য পরিবেশে একটি বাগানবাড়ি। সেখানেও সপ্তাহান্তে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কর্মী গোপাল দাস জানালেন, এই মাসে বুকিং ভালোই। শহরের অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে ভিন্ন মেজাজে শীতের সময় কাটাতে

ভিড় বেড়েছে আনন্দপুরের একটি রিসর্টে। শহরের বুকেই পাহাড়ি পরিবেশের অনুভূতি অনুভব করতে ভিড় থাকছে এখানেও। সেখানকার কর্মী ত্রাণি প্রামাণিক বলেন, 'বছরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের এখানে ঠাসা ভিড় থাকে।'

উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাদু ইটখোলার একটি পিকনিক রিসর্টেও একই অবস্থা। কর্ণধার কোয়েল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নভেম্বরের শেষ থেকেই বুকিং শুরু হয়েছে। রিসর্টের একদিনের ভাড়া ১২ হাজার টাকা।' আবার ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে পিকনিকের মরশুমে মূলত কর্পোরেট জগতের কর্মরতদের চাহিদা থাকে মুকুন্দপুরের একটি বাগানবাড়িতে। পৈলান হাটের একটি বিখ্যাত রিসর্টেও শীত শুরু হতেই বিভিন্ন জেলা থেকে বুকিং শুরু করে দিয়েছেন মানুষ।

নিকাশিনালায় আবর্জনা হলদিবাড়িতে।

দ্বিচারিতা করতাম না

পেলাম যদি সিংহাসন

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : ১৯৮৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে হলদিবাড়ি মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম মনোনীত পুর বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে প্রথম পুর নির্বাচন হয়। সেবার ১০ আসনে নিবাচিত পুর বোর্ড পায় পুরসভা। তারপর পাঁচবার পুর বোর্ড গঠন করে কংগ্রেস। ২০২২ সালে প্রতিটি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে পুর বোর্ড দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, ক্ষমতায় এলেও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ বর্তমান বোর্ড।

এই পরিস্থিতিতে পুর বোর্ড তাদের দখলে থাকলে ঠিক কী কী কাজ করতেন, সেই প্রশ্ন করলে নানা পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার। গত পুরভোটে একটিও আসন দখল করতে পারেনি বিরোধীরা। স্বজনপোষণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তিনি। পরিশ্রুত পানীয় জল পরিষেবা, রাস্তাঘাট সংস্কার, সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা, বাজারের যানজটের সমস্যা সমাধানের মতো ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবার উন্নতি হয়নি বলে মনে করেন তিনি। আবাস যোজনার ঘর বণ্টনকে ঘিরে শাসকদলের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ এবং দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'পুরসভার চেয়ারম্যান হলে রাজনৈতিক চাপ থাকে। তাই বলে এতটা দ্বিচারিতা করতাম না।'

শহরের অন্যতম বড় সমস্যা যানজট। রেলগেট বন্ধ হলে গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে যায়। সেটা সমাধানে বিকল্প পথের ব্যবস্থা করতে পারেনি পুর বোর্ড। তাঁর কথায়, 'স্টেশনের দক্ষিণপ্রান্তে রেলের আন্ডারপাস তৈরি হলেও বছরের বেশিরভাগ সময় তা মানুষের কাজে আসে না। বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিতাম। বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়নি।'

অভিযোগ, বিপুল পরিমাণ অর্থবরাদ্দ হলেও আজও শহরের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করতে ব্যর্থ বোর্ড। উলটে রোজ স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে অবিরাম পরিস্রুত পানীয় জল অপচয় হচ্ছে। শহরের রাস্তার দখলমুক্ত করার কাজ আজও অধরা। মূল রাস্তার একাংশ দখল করে থাকছে বাইক এবং টোটো। মার্কেট কমপ্লেক্সে নিজস্ব পার্কিং জোন নেই। মাঝেমধ্যে মুখ দেখে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। বিজেপির বোর্ড থাকলে এসব সমস্যা থাকত না বলে দাবি

প্রদীপ সরকার।

প্রদীপের। বর্তমানে পুর বোর্ডের কাজকর্ম নিয়েও আক্ষেপ রয়েছে তাঁর। প্রদীপ বলেন, 'বর্তমান বোর্ডের শুরুই হয়েছিল দুর্নীতি করে। অধিকাংশ কাউন্সিলার বকলমে ঠিকাদারির কাজ করছেন। কাজে অর্থের পরিমাণ বাড়ালেও নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। আমি চেয়ারম্যানের পদে থাকলে এসব বরদাস্ত করতাম না।'

নিকাশির জন্য বারবার মাস্টার প্ল্যান তৈরির কথা বলা হলেও আজও উদ্যোগ নজরে পড়ছে না। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতির আক্ষেপ, একে একে পুর এলাকার সরকারি সম্পত্তিকে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে এমনটা হত না। তৃণমূলের আমলে বিজেপি পরিচালিত একটি পুর বোর্ড কীভাবে তার অর্থের সংস্থান করতে পারবে? প্রদীপের জবাব, 'রাজ্য সরকার হয়তো অসহযোগিতা করবে। তখন আমাদের দলীয় বিধায়ক ও সাংসদের কাছে এবিষয়ে দরবার করতাম।'

মিশনে জাতীয় যুব দিবস

নিউজ ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : রবিবার পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মহাসমারোহে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিথো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র পাঠ করা হয়। বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। উপাচার্য এদিনের গুরুত্ব এবং আগামীদিনে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শকে স্মরণে রেখে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিদ্যাপীঠের ৬৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। তিন শতাধিক ছাত্র ৩০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুবীর সরকার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তাঁরা উভয়েই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁরা পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করেন। স্বামী শিবপ্রদানন্দ সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। গৌতম মুখোপাধ্যায় সহ ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষকগণ এই কাজে সহযোগিতা করেন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক মানস সরকার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংবর্ধিত সাংবাদিক

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিলিগুড়িতে দু'দিনব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সাংবাদিক জ্যোতি সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল। বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

সীমান্ত নিয়ে বিবাদে কড়া

প্রথম পাতার পর

দু'দেশের উত্তাপ বাড়ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে ভারতের আটজন এবং পাকিস্তানের একজন নাগরিকের দেহ ৬ মাসেরও বেশি সময় পড়ে থাকায়। বাংলাদেশের দাবি, ভারত ও পাকিস্তানের হাইকমিশনকে বারবার চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি। ঢাকার মর্গে পড়ে রয়েছে ইমতাজ ওরফে ইনতাজ, তারেক বাইন, খোকন দাস, অশোক কুমার, কুনালিকার দেহ। কারা দপ্তরের দাবি, তাঁরা সকলেই ভারতীয়। অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে বন্দি ছিলেন।

শরীয়তপুরের মর্গে রয়েছে সত্যেন্দ্র কুমার ও বাবুল সিং এবং খুলনার হিমঘরে আছে সুরজ সিংয়ের দেহ। এঁরাও ভারতীয়। বিএসএফ-বিজিবি'র টানাপোড়েনের মধ্যে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইকবাল খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানিদের জন্য ভিসার শর্ত শিথিল করেছে ঢাকা। পাক নাগরিকরা এখন অনলাইনে বাংলাদেশের ভিসার আবেদন করতে পারবেন।

একইদিনে পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বেআইনিভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা সহ ১৬ জনের নামে মামলা করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতিদমন কমিশন।

মৃত্যু নিয়ে মুখে কুলুপ

প্রথম পাতার পর

জানান, তিনি নাকি এগারো বছর ধরে সেখানকার পড়ুয়া। এরপর প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনিও তাতে বাধা দেন। দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা চালিয়েও এদিন প্রথম বর্ষের কোনও পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

যেভাবে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলে মিলে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিকে কথা বলতে বাধা দিয়েছেন, তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি রিয়েশের মৃত্যুর ঘটনার পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে? প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বললে কি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

কোনও পদক্ষেপ নেই

প্রথম পাতার পর

বলে জানান উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত।

রাজ্যের একটি মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের প্রধানের বক্তব্য শিউরে ওঠার মতো। তিনি বলেন, 'রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহারে রোগীর শরীরে প্লেটলেট নষ্ট হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে বলে আমাদের অনুমান।' ২০২৪-এর ২২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসকে কর্ণাটক কালো তালিকাভুক্ত করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি।

(তথ্য সহায়তাঃ বিশ্বজিৎ সরকার ও সৌরভ মিশ্র)

বিদ্যুৎ নেই স্কুলে, ভোগান্তি চরমে

মিলছে না জল, রান্নায় সমস্যা

অমৃতা দে

সিতাই, ১২ জানুয়ারি : বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন স্কুলে। দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট বারোবাংলা নব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ। বিপাকে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। মিড-ডে-মিলের রান্না থেকে শুরু করে ক্লাস নিতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়েছে স্কুল কর্তপক্ষ। ইলেক্ট্রিক দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'এক বছরের বিল বকেয়া থাকায় ওই স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।'

একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে এভাবে হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলে প্রায় ১২৬ জন পড়ুয়া রয়েছে।

পাশের বাড়ি থেকে জল এনে চলছে রান্না।

> আমাদের স্কুলগুলিতে এখনও বরাদ্দ আসেনি। তাই বিদ্যুৎ বিল দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আমরা আলোচনাও করেছি। কিন্তু বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ দপ্তর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ কীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখব।
>
> সুদীপ মজুমদার, এসআই

বিদ্যুৎ না থাকায় সমস্যা হচ্ছে অফিস ঘরে। পাশাপাশি একইভাবে ক্লাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিন্ধু বর্মন বললেন, 'ইলেক্ট্রিক অফিসে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। তবে দপ্তরের কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি। আমি পুনরায় ওই অফিসে যাব। দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে নিতে হবে।'

বিদ্যুৎ না থাকার কারণে মিলছে না জলও। মিড-ডে মিলের কর্মী লক্ষ্মী বিশ্বাসের কথায়, 'স্কুলের পাশের বাড়ি থেকে জল নিয়ে এসে রান্না করছি। সেই কারণেই রান্না করতে একটু দেরি হচ্ছে।'

সমস্যার সূত্রপাত ৯ জানুয়ারি থেকে।

স্কুলে পৌঁছে শিক্ষকরা লক্ষ করেন বিদ্যুৎ নেই। স্থানীয়রা শিক্ষকদের জানান বিদ্যুৎ দপ্তরের লোক এসে সংযোগ কেটে দিয়েছেন।

দিনহাটা-২ সার্কেলের এসআই সুদীপ মজুমদার বলেন, 'আমাদের স্কুলগুলিতে এখনও বরাদ্দ আসেনি। তাই বিদ্যুৎ বিল দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আমরা আলোচনাও করেছি। কিন্তু বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ দপ্তর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ কীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখব।'

ছাত্রের মৃত্যুর পর এমজেএন মেডিকেলে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, আধিকারিকরা। রবিবার।

নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ ফরাক্কায়

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি: আটদিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বারদুয়ারির বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া বছর কুড়ির দীপ্তি ভগতের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার জঙ্গিপুরের ফরাক্কা ফিডার ক্যানালে শংকরপুর ঘাট থেকে। কি এমন হয়েছিল যে ফরাক্কায় ওই তরুণীকে নামতে হয়েছিল? মৃত্যু না আত্মহত্যা? সম্পর্কের টানাপোড়েন নাকি অন্য কোনও কারণ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

শুক্রবার রাত্রে দীপ্তির আত্মীয়ের মোবাইলে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে মেসেজ আসে। জানানো হয়েছিল মুক্তিপণ দিলে মিলবে মেয়ের খোঁজ। আর এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আত্মহত্যা নাকি খুন,ধন্দে রয়েছে পরিবার।

পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। বাড়ির মেয়ের দেহ এই অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়স্বজনেরা। শংকরপুর ঘাটে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা থানায় খবর দেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ ওই তরুণীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে দানা বাঁধছে নানা জল্পনা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন থেকে ডাউন কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রামপুরহাট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দা বছর কুড়ির দীপ্তি ভগত। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে দুমকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গত বছর ভর্তি হয়েছিলেন। রবিবার ট্রেন

ধোঁয়াশা

- গত রবিবার ডাউন কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রামপুরহাট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন দীপ্তি ভগত
- ট্রেন মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়
- এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি
- নেতাজি সেতু এলাকায় তরুণীর কাগজপত্র, ব্যাগ, উদ্ধার করেন স্থানীয় ব্যক্তি

মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। ফরাক্কা স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজে দীপ্তি ভগতকে দেখা গিয়েছে। শহরের নেতাজি সেতু এলাকায় ওই তরুণীর সমস্ত কাগজপত্র, কলেজের ব্যাগ, আইডেন্টিটি কার্ড, মোবাইল এবং ১৩০০ টাকা উদ্ধার করে স্থানীয় এক ব্যক্তি। তিনি নিকটবর্তী এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়িতে সেগুলো জমা করেন।

পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, নিহত তরুণীর দাদুর বাড়ির দিকে পরিচিত মধুসূদন মাহাতো নামে এক তরুণের সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলত ওই ছাত্রী।

যদিও এই কথা বলার বিষয় নিয়ে জানে না পরিবারের লোক। শংকরপুর ঘাট এলাকার বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'রবিবার সকালে এখানে এক তরুণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আমরা জানতে পারি, ওই মেয়েটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। এলাকার বাসিন্দারাই পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।'

পরিবারের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে দীপ্তির জ্যেঠু গুরুচরণ ভগৎ রবিবার বলেন, 'আজ সকালে মেয়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনা জানতে পেরেছি। গত রবিবার দিন ট্রেন থেকে ওর মাকে জানিয়েছিল মালদায় টিফিন করবে এবং রামপুরহাটে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু কি ঘটনায় এভাবে তার মৃত্যু হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা চাই পুলিশ সঠিক তদন্ত করুক।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়ারি হয়েছিল। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডিসেম্বরে ১৮ অনুপ্রবেশকারী আটকেছে রেল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জেরে সীমান্তে অনুপ্রবেশ বেড়েছে। এদেশে ঢোকার পর বাংলাদেশিরা যাতায়াতের ক্ষেত্রে রুট হিসাবে ব্যবহার করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রেলওয়েকে। পাশাপাশি ট্রেনে পাচার বেড়েছে। এনএফআর সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে গত এক বছরে ৩০০-র বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পুলিশ।

গত নভেম্বর মাসে ২৩ জনের পর ডিসেম্বর মাসেও ফের ১৮ জন বাংলাদেশিকে আটক করে আরপিএফ। সঙ্গে একজন এজেন্টকেও আটক করেছেন তাঁরা। একের পর এক এধরনের ঘটনা সামনে আসায় চিন্তায় রেল কর্তৃপক্ষ।

যদিও ইতিমধ্যেই ওই রুটে চলাচলকারী বিভিন্ন দূরপাল্লার ট্রেন ও রেলস্টেশনগুলিতে আরপিএফের অভিযান আগের তুলনায় আরও বাড়ানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'অনুপ্রবেশ রুখতে ও নাবালক-নাবালিকা এবং মহিলা উদ্ধারে আমরা এই তল্লাশি অভিযান আরও বাড়িয়েছি। পাশাপাশি সুরক্ষাবাহিনীকে আরও কড়া নজর রাখতে বলেছি।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও একের পর এক বাংলাদেশি ভারতে প্রবেশ করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বর মাসে আগরতলা স্টেশন থেকে বেশ কিছু বাংলাদেশিকে আটক করা হয়।

এছাড়া, বাড়ি থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে কিংবা পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে নাবালক-নাবালিকারা এনএফআরের বিভিন্ন ট্রেন বা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ধরা পড়ছে। গত ১৯ ডিসেম্বর গুয়াহাটি আরপিএফ ও এসআইবি টিম ও কামাখ্যার আরপিএফ টিম কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে তিনজন নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করে। আবার গত ২৯ ডিসেম্বর রাঙ্গাপাড়া নর্থ-এর আরপিএফ টিম তিনজন পলাতক নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৯০ জন নাবালক-নাবালিকা ও ২ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে আরপিএফ।

সবমিলিয়ে গত এক বছরে ৯০৬ জন নাবালক-নাবালিকা এবং ৬১ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ।

এছাড়া ৯ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রেলের পরিত্যক্ত আবাসনে পড়ে মদের বোতল। চ্যাংরাবান্ধায়।

স্টেশন এলাকায় দুষ্কৃতীদের আড্ডা

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ জানুয়ারি : চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের কিছুটা দূরেই সার্ক রোডে চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশন। আর এই স্টেশন চত্বর ঘিরেই সমস্যা। সূর্য অস্ত যেতেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। স্টেশন চত্বরের আবাসনগুলি দীর্ঘদিন থেকে পরিত্যক্ত। এই আবাসনগুলিতে সন্ধ্যা নামতেই বসে দুষ্কৃতীদের আড্ডা। অবাধে চলে নেশার আসর। যার জেরে সন্ধ্যার পর ওই এলাকার পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা চান প্রশাসনের তরফে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক। এলাকার সুস্থসবল পরিবেশ পুনরায় ফিরে আসুক। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও ভেবেছেন বলে জানান অনেকে। এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বার বক্তব্য, 'রেলের বিষয়গুলি তো সাধারণত জিআরপি এবং রেল কর্তৃপক্ষ দেখে থাকে। তবে বিষয়টি নিয়ে আমরা কোনও ধরনের অভিযোগ পাইনি।' আশিস আরও বলেন, 'আমাদের পেট্রলিং ভ্যান রয়েছে। আমরা এলাকায় নজরদারি আরও বাড়াব। প্রয়োজনে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় যা যা পদক্ষেপ করার সেটা আমরা দেখব।'

শুক্রবার দুপুরে আবাসনগুলিতে গিয়ে চোখে পড়ল চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মদের বোতল, গ্লাসের স্তূপ। বেশিরভাগ আবাসনের জানলা, দরজা খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীর দল। স্থানীয় বাসিন্দা শুভঙ্কর দাসের কথায়, 'এই যে সমস্ত নেশার জিনিস পড়ে রয়েছে, এগুলোই প্রত্যহ নেশার আসর চলার প্রমাণ দিচ্ছে। এগুলি নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। এতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এলাকার তরুণদের ওপর এসবের কুপ্রভাব পড়ছে।'

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কেউ এই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে থাকেন না। সরকারি সম্পত্তি এভাবে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে বলেই মনে করছেন অনেকে। ভোটবাড়ির বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়া পায়েল বর্মনের কথায়, 'কলেজ শেষে টিউশন পড়ে প্রায়ই সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি রোডস্টেশন থেকে চ্যাংরাবান্ধায় ফিরি। কিন্তু স্টেশন চত্বর পেরিয়ে আবাসনগুলির পাশ দিয়ে যেতে রীতিমতো ভয় করে। এমনভাবে ওদিকে লোকজন বসে থাকে, তাঁদের দেখলেই শিউরে উঠি। তার ওপর জঙ্গলে ভর্তি সব।' এলাকার অপর বাসিন্দা সাগর বাসফোরের কথায়, 'একেই তো সন্ধ্যায় ট্রেন চলে যাওয়ার পর স্টেশনের আলো নিভে যায়। তার ওপর এলাকায় সমাজবিরোধীদের আড্ডা বাড়ছে। এই এলাকা দিয়ে ছোটদের নিয়ে চলাচল করাও দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার এসকে সুমনের কথায়, 'তবে আবাসনগুলির অবস্থা থাকবার মতো নয়। আমরাও বাইরে ভাড়া থাকি। স্থানীয়রা এনিয়ে অভিযোগ কিছু করেননি। তাঁদের তরফে অভিযোগ পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই পাঠাব।'

উত্তরের মিশনহিলকে জৈব চা বাগানের স্বীকৃতি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি : জৈব চা বাগান হিসেবে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল কালিম্পং জেলার মিশনহিল বাগান। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানে ওই চা বাগানের কর্তৃপক্ষকে জৈব চা বাগানের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মোট পাঁচটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাট সহ পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার নাম জুড়ে গেল সেই তালিকায়। আশা টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে পরিচালিত হয় এই বাগানটি।

দেশে চায়ের বাজারে মিশনহিলের চায়ের বেশ কদর রয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশো শ্রমিক এবং কর্মীরা বাগান পরিচর্যার কাজে যুক্ত। ২০২০ সাল থেকেই একটু একটু করে জৈব পদ্ধতিতে চা চাষের দিকে অগ্রসর হয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা অ্যাপিডার মাধ্যমে তিন বছরের নজরদারি ছিল বাগানে।

চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে। মূলত পচা পাতা, কেঁচো সার, গোবর সার প্রয়োগ করে বিগত সাড়ে তিন বছর চা গাছের পরিচর্যা করা হয়েছে।

বাগানের মাটিতে কতটা রাসায়নিক পদার্থ আছে, সেটা জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা করেছে সংস্থাটি। সমীক্ষা হয়েছে চা প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি বিভাগে। সবশেষে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয় গতবছর অক্টোবরে। সেই মাসের ২৫ তারিখে মিশনহিল চা বাগানের পাতাকে সম্পূর্ণ জৈব উৎপাদনের তালিকায় আনা হয়।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়, দিল্লিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেই কোম্পানির মালিকের হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্গানিক চা পাতাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জানুয়ারির ৯ তারিখ শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশনের শংসাপত্র দেওয়া হয়। কোম্পানির তরফে ডিরেক্টর অপলা ভদ্র রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের হাত থেকে শংসাপত্রটি গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার জৈব ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে তাঁদের চাষাবাদের কাজে জৈব সার প্রয়োগ করার বিষয়ে জোর দিয়েছে। যে কোনও খাদ্য বা পানীয়র দর আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক বেশি।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করলেন অপলা ভদ্র রায়।

কোন পথে

প্রথমে চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার নমুনা সংগ্রহ

বাগানের মাটিতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা

গতবছর অক্টোবরে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা

কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার শুভদীপ রায় বলেন, 'জৈব সার এবং পদ্ধতি ব্যবহার করলে প্রথমে উৎপাদন কম হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর রেকর্ড উৎপাদন হবে চায়ের। তার থেকেও বড় কথা জৈব চা মানবদেহের উপকার করবে। সে কারণে এর কদর বিদেশের বাজারে বেশি।' অপলা জানান, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এরপর তাঁরা বিদেশে চা রপ্তানির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'চা গাছে জৈব সার প্রয়োগ করলে গাছের গুণমান বৃদ্ধি পায়। তবে লোকসানের আশঙ্কায় অনেক বাগান এই পদ্ধতি ব্যবহার করে না।'

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ আলোকতীর্থ কিন্ডারগার্টেনের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র রিয়ান সাহার আবৃত্তি ও ছবি আঁকায় বেশ কিছু পুরস্কার রয়েছে। কবিতাও লিখতে পারে।

হাসপাতাল পরিষ্কার

কোচবিহার ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : মাস্টারদা সূর্য সেনের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে দিনহাটা, কোচবিহার ও মেখলিগঞ্জে নানা কর্মসূচি পালিত হল। এদিন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সাফাই অভিযান ও জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের দিনহাটা লোকাল কমিটি। কর্মকর্তাদের দাবি, বহুদিন থেকেই হাসপাতালের যত্রতত্র পড়ে রয়েছে আবর্জনা। এই হাসপাতালে সাফাই নিয়ে টানাপোড়েন চলছে দিনহাটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার মধ্যে। ফলে রোগী থেকে শুরু করে ডাক্তার, কর্মীরা সবাই ভোগান্তিতে।

অন্যদিকে, কোচবিহার রেল গুমটি মোড়ে এক আনুষ্ঠানে মাস্টারদার জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক বুদ্ধদেব রায়, কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য দয়াল বর্মন প্রমুখ।

মেখলিগঞ্জে এদিন ডিএসও'র তরফে শহিদ দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসাক, নবমিতা রায় প্রমুখ।

আজ শহরে

- দিনহাটার সংহতি ময়দানে অনুষ্ঠিত দিনহাটা উৎসবে আজ স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান রয়েছে

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ১
  - এ নেগেটিভ - ২
  - বি পজিটিভ - ১
  - বি নেগেটিভ - ১
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ২
  - ও পজিটিভ - ১
  - ও নেগেটিভ - ০
- **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ১
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ২
  - বি নেগেটিভ - ২
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ১
  - ও পজিটিভ - ৩
  - ও নেগেটিভ - ০
- **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ১০
  - এ নেগেটিভ - ১
  - বি পজিটিভ - ১০
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ১১
  - এবি নেগেটিভ - ০
  - ও পজিটিভ - ৪
  - ও নেগেটিভ - ০

ভ্রমণ সুখের হয় গৃহিণীর গুণে

কথায় বলে বাঙালির নাকি পায়ের তলায় সর্ষে। সুযোগ পেলেই কোথাও একটু ঘুরে আসার ফন্দি। কিন্তু বললেই কি আর হয়! খরচ তো কম নয়। বিদেশ ভ্রমণের কথা তো কার্যত স্বপ্ন, দেশের ব্যয়বহুল নানা জায়গায় সপরিবারে ঘুরতে গেলেও লক্ষাধিক টাকার ধাক্কা। কীভাবে সামলান মধ্যবিত্ত গিন্নিরা, খোঁজ নিলেন শিবশংকর সূত্রধর

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : মহাভারতে রয়েছে, বনবাসে থাকাকালীন সময়ে সূর্যদেব দ্রৌপদীকে একটি মন্ত্রপূত অক্ষয়পাত্র দিয়েছিলেন, যার বিশেষত্ব ছিল পাণ্ডবরা খেয়ে নেওয়ার পর যখন দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হবে তারপর সেখানে খাবার শেষ হবে।

মধ্যবিত্তের সংসারে মায়েদের কাছে নিঘাত এইরকমই কোনও অক্ষয়পাত্রের সন্ধান থাকে। নাহলে দেখুন আজ অবধি আমার আপনার কোনও কাজ সেটা স্কুল, কলেজে ভর্তি হোক কিংবা শখের জামাকাপড় বা মোবাইল কেনা কখনও টাকার জন্য আটকে গিয়েছে এমন হয়েছে? কী মনে করতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে না? অবশ্য এই জন্য আপনার বা আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি দায়ী নয়। বরং এখানে পুরো কৃতিত্বটাই আমাদের মায়েদের। তবে মায়েদের কেরামতি এখানেই শেষ নয়।

কথায় বলে বাঙালির নাকি পায়ের তলায় সর্ষে। সুযোগ পেলেই কোথাও একটু ঘুরে আসার ফন্দি। কিন্তু বললেই কি আর হয়! খরচ তো কম নয়। বিদেশ ভ্রমণের কথা তো কার্যত স্বপ্ন, দেশের ব্যয়বহুল নানা জায়গায় সপরিবারে ঘুরতে গেলেও লক্ষাধিক টাকার ধাক্কা। তারপরেও সারাবছর ধরে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে সেই ঘোরাঘুরির শখ পূরণ করছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা। আর গোটা বছরের খরচ থেকে সেই টাকা বাঁচানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন গৃহিণীরাই। বছর শেষে সেই 'লক্ষ্মীর ঘটে'-র টাকা নিয়ে কোনও পরিবার পাড়ি দিচ্ছে আগ্রা, তো কেউ আবার কাশ্মীর।

যেমন- কোচবিহারের ঋতুপর্ণা রায়। দু'বছর ধরে টাকা জমিয়ে শেষ পুজোয় সপরিবারে কাশ্মীরে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'মধ্যবিত্ত পরিবারে হঠাৎ করে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার টাকা জোগাড় করা কষ্টকর। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে উপায় তো বের করতেই হবে।' ওঁদের পরিবারে চারজন সদস্য। কাশ্মীর বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল বহুদিনের। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ২০২২ সালে তিনি ঠিক করেন প্রতি মাসে কিছু করে টাকা জমানোর। তিনি বলেন, 'ঠিক করেছিলাম যেদিন পুরো টাকা জমে যাবে সেদিনই কাশ্মীর যাব। শেষপর্যন্ত ২০২৪ সালে সপরিবারে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছি। স্বামীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এবং সংসারের খরচ বাঁচিয়ে সেই টাকা জমানোর দায়িত্বটা আমার কাঁধেই ছিল।' বেশ গর্বের সঙ্গে বলেন তিনি।

মধ্যবিত্ত পরিবারেও এখন ঘোরার প্রবণতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে বলেই মনে করছে ট্রাভেল এজেন্সিগুলি। কোচবিহারের একটি ট্রাভেল এজেন্সির তরফে শুভশংকর চক্রবর্তী বলেছেন, 'দেশের বিভিন্ন পর্যটনস্থল তো বটেই, কোচবিহারের বহু মানুষ এখন টাকা জমিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, দুবাই, সাউথ আফ্রিকার চাহিদা তুলনামূলক বেশি।' জানা গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন জায়গা যেমন- কাশ্মীর, হিমাচল, লাদাখ, অরুণাচল, আগ্রার প্যাকেজ হিসেবে যেতে একেকজনের কমবেশি ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সেক্ষেত্রে চারজনের পরিবারে সেই খরচ এক লক্ষ টাকা। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কোচবিহার শহরের ঘোষপাড়ার বাসিন্দা জয়িতা ঘোষেরা প্রতিবছরই সপরিবারে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যান। গত বছর তাঁরা রাশিয়া বেরিয়ে এসেছেন। জয়িতা বললেন, 'সারাবছর ধরে আমরা টাকা জমাই। বছর শেষে সেই টাকাতেই বেড়িয়ে আসি।'

দেশে-বিদেশে

- কোচবিহারের ভ্রমণপিপাসু বহু মানুষ এখন টাকা জমিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন
- পছন্দের তালিকায় রয়েছে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, দুবাই, সাউথ আফ্রিকা
- অনেকে সুযোগ পেলেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় সপরিবারে ঘুরতে বেরিয়ে যাচ্ছেন
- এক্ষেত্রে পছন্দের তালিকায় রয়েছে কাশ্মীর, হিমাচল, লাদাখ, অরুণাচল, আগ্রার প্যাকেজ

অফিসে ফাইলের তলায় গোখরো

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : সাপে ভয় নেই! এমন মানুষের সংখ্যাটা খুব কম বললে মনে অত্যুক্তি হবে না। শনিবার বিকেলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর চত্বর থেকে একটি গোখরো উদ্ধার করা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাগরদিঘি সংলগ্ন অফিসপাড়ায়।

শনিবার বিকেলে অফিসের পেছনদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করতে গেলে হঠাৎই সাপটিকে দেখা যায়। তারপর আর সেখানে কাজ করার সাহস পাচ্ছিল না কেউ। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে অফিসেরই পুরোনো কিছু ফাইলপত্র রাখা ছিল। ওই জায়গায় অফিসকর্মীরা বাইক পার্কিংও করে থাকেন। শ্রমিক লাগিয়ে সেই জায়গাটি পরিষ্কার করতে গেলে তখন ফাইলের নীচে সাপটিকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে। এই সংস্থাটি বন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাপটি উদ্ধার করে থাকে। খবর পাওয়ামাত্র তারা ঘটনাস্থলে আসে। উদ্ধারকারী অভিমুন্য কার্জি বলেন, 'আমি একদম কাছে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চলে আসতে পেরেছি। বিকেল চারটেয় গোখরোটিকে উদ্ধার করা হয়। এরপর সেটিকে কাছাকাছি একটি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে।'

দিনহাটা বাইপাস মোড়ে ডিওয়াইএফআই-এর পথ অবরোধ। -প্রসেনজিৎ সাহা

এমজেএন মেডিকেলে একগুচ্ছ পদক্ষেপ

নিরাপত্তায় বায়োমেট্রিক লক

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন পরিষেবাতে জোর দিতে চলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ ইতিমধ্যে করেছে তারা। তার মধ্যে 'রাতের সাথী' যেমন রয়েছে তেমনি বসানো হয়েছে হাসপাতালে আরও ১৪০টি নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা। মহিলা ডাক্তারদের জন্য করা হয়েছে আলাদা রেস্ট রুম। হাসপাতালের ভেঙে যাওয়া মেন গেটটি ঠিক করে রং করা হয়েছে। এছাড়াও মাতৃমায় রোগীদের সঙ্গে আসা আত্মীয়দের বসা ও অপেক্ষা করার জন্য স্থায়ী বিশ্রামাগারের জায়গাও দেখা হয়েছে ইতিমধ্যে।

এত বছর হাসপাতালের ভেতরে ঢুকলে মনে হত এটা যেন একটা পার্কিং প্লেস। সেই ব্যাপারটাকে বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন আর যে কেউ নিজেদের গাড়ি হাসপাতালে চত্বরে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না। একমাত্র মুমূর্ষু রোগী, অ্যাম্বুল্যান্স, ডাক্তার এবং হাসপাতালকর্মীদের গাড়ি এখন থেকে ঢুকতে পারবে ভেতরে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রফেসর ডাঃ সৌরদীপ রায় জানালেন, 'অযথা বাইরের গাড়ি এসে আগে ভিড় করে থাকত হাসপাতাল চত্বরে। এমনও হয়েছে অনেকে বাজার করতে এসে গাড়ি ভেতরে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিনা কারণে এখানে অ্যাম্বুল্যান্সের ভিড় লেগেই থাকত। আমরা চেষ্টা করছি সেই সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার।' সেই সঙ্গে এখন থেকে হাসপাতালকর্মীদের গাড়িতে গেট পাসের মতো একটা স্টিকারের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানালেন তিনি। একমাত্র স্টিকার যেসব গাড়িতে লাগানো থাকবে সেগুলোই হাসপাতাল চত্বরের ভেতরে রাখা যাবে।

রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক জানালেন, বাইরে থেকে যে কেউ হুট করে যেন ভেতরে ঢুকে না পড়তে পারে তার জন্য এখন থেকে হাসপাতালের মেইন গেট বন্ধ করে রাখা হবে। যাওয়া-আসার জন্য খোলা থাকবে ছোট গেট।

ইতিমধ্যেই হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষী আরও বাড়ানো হয়েছে ৪৬ জন। এঁদের মধ্যে প্রচুর মহিলা রক্ষীও রয়েছেন। নতুন এবং পুরোনো মিলিয়ে বর্তমানে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের সংখ্যা প্রায় ৪০। কিন্তু এত বছর ধরে এই মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের জামাকাপড় বদলানোর জন্য চেঞ্জিং রুম ছিল না। এবার মহিলাদের জন্য চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থাও হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে খুবই খুশি নিরাপত্তারক্ষী রেবা বাগচী চক্রবর্তী, সোমা দে, রুম্পা রায় মণ্ডলরা।

খুব শিগগিরই হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হবে বলে জানালেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল। যাতে কোনও সমস্যা হলে একটা বেল টিপলেই সেখানে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মী বা পুলিশ চলে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই অনেক কয়েকটি জায়গায় বসে গিয়েছে বায়োমেট্রিক লক। এর ফলে বাইরে থেকে যখন তখন কেউ আর ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে না। বিশেষ করে ডাক্তারদের রেস্ট রুমে নিরাপত্তা বাড়াতে এটি বসানো হয়েছে। বাকিগুলো এর মধ্যেই বসানো হয়ে যাবে।

এছাড়াও এখন থেকে হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে বলেও জানালেন প্রিন্সিপাল। হাসপাতাল চত্বরে বহুদিন ধরে যে আবর্জনা জমে আছে তার মধ্যে যেগুলো বিক্রি করা সম্ভব সেগুলোকে অকশনে বিক্রি করে দিয়ে বাদবাকি জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হবে। বললেন, ইতিমধ্যেই রোগীকল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটা উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায় আমরা তার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি।

এমজেএন মেডিকেলের নিরাপত্তায় বন্ধ থাকবে মূল গেট। -সংবাদচিত্র

গাড়িতে স্টিকার

- হাসপাতাল চত্বরে বিনা কারণে অ্যাম্বুল্যান্সের ভিড় রুখতে পদক্ষেপ
- মেডিকেল চত্বরে গাড়ি নিয়ন্ত্রণে চালু হচ্ছে স্টিকার লাগানোর ব্যবস্থা
- নিরাপত্তারক্ষী আরও বাড়ানো হয়েছে, এখন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী ৪০ জন
- ডাক্তারদের রেস্ট রুমে নিরাপত্তা আরও বাড়াতে বসেছে বায়োমেট্রিক লক
- এর ফলে বাইরে থেকে যখন তখন কেউ আর ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে না

সিপিএমের সম্মেলন

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : রবিবার তুফানগঞ্জ শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মুজফফর আহমেদ ভবনে সিপিএম পূর্ব এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের শুরুতে প্রতিবেদন পেশ করেন পূর্ব এরিয়া কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক রঞ্জন দে। এদিনের সম্মেলনের পর তমসের আলি জানান, দলের স্বার্থে পূর্ব এরিয়া কমিটি ভেঙে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শহর ও নাককাটিগছ এরিয়া কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অসীম সাহা, সুনীল সরকার। বালাভূত প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন আবদুল মোতালেম মিয়াঁ। সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়, রাজ্য কমিটির সদস্য তমসের আলি প্রমুখ।

দুর্ঘটনা

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন তিনজন। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার শহর সংলগ্ন বাবুরহাট এলাকায়। তুফানগঞ্জের দিক থেকে কোচবিহার শহরের দিকে আসছিল একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি। উলটো দিক থেকে আসা একটি অটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতদের উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নৈরাজ্যে বামেদের প্রতিবাদ

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি : জাল ওষুধ, প্রসূতি মৃত্যু, আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের পাশাপাশি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ইনজেকশনের সংকট সহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করল বামেরা।

রবিবার দুপুর একটা থেকে দিনহাটা বাইপাসের কাছে বুড়িপাঠ সংলগ্ন দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কে বাম ছাত্র ও মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে পথ অবরোধ করা হয়। ৩০ মিনিট ধরে অবরোধ চলে। অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ প্রশাসন। এরপর তাদের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। এদিন অবরোধে নেতৃত্ব দেন ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শুভ্রালোক দাস, জেলা কমিটির সদস্য মনিরুল মিয়াঁ, এসএফআই জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আবির দেব, অঙ্কন করঞ্জাই, সুব্রত রায়, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য সুজাতা চক্রবর্তী, দেবযানী মিত্র প্রমুখ।

মেধা অন্বেষণ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) কোচবিহার জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষ মেধা অন্বেষণ-২৪ অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে রবিবার কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৫১ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের সমবেত সংগীত ছাড়াও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অজয় ধর, কিশোরনাথ চক্রবর্তী ও জ্যোতির্ময় সেন সংগীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক বিপ্লব ঝা, জেলা সভাপতি চন্দ্রকুমার বর্মন, জেলা সম্পাদক দীপক সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষক অনুপ মজুমদার প্রমুখ।

চৌপথিতে শৌচাগার নেই, ক্ষোভ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত চৌপথি এলাকায় পুরসভার মার্কেট কমপ্লেক্স যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রচুর দোকানপাট। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড় লেগেই রয়েছে। অথচ গোটা চত্বরে নেই কোনও সুলভ শৌচাগার। ফলে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন উঠছে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে। সমস্যায় পড়া প্রত্যেকেই তাই সুলভ শৌচাগারের দাবি জানিয়েছেন।

চৌপথিতে চেম্বার রয়েছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বিশ্বনাথ দেবনাথের। তাঁর কথায়, 'চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় কোনও সুলভ শৌচাগার না থাকায় সকলের সমস্যা হচ্ছে।' মাথাভাঙ্গা বাজারে মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্স তৈরির সময় ভেতরেই শৌচাগার তৈরি হয়েছিল। তবে সেটির নির্মাণগত ত্রুটির কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে বাজারের শতাধিক মাছ ও মাংস বিক্রেতার পাশাপাশি অন্য ব্যবসায়ী এবং ক্রেতারা শৌচকর্মের জন্য রাস্তার ধারে ড্রেন বা বাজার সংলগ্ন নদীর চরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কাপড় ব্যবসায়ী নারায়ণ পাল বলেন, 'এর ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি দৃশ্য দূষণও হচ্ছে।'

মাছ বিক্রেতা নন্দী দাস, মনা দাস, দমেশ দাস, মাংস বিক্রেতা পিন্টু দাস সকলেরই অভিযোগ, ব্যবসার কারণে দীর্ঘক্ষণ থাকতে হলেও বাজারে সুলভ শৌচাগার একটিও নেই। তাঁদের বক্তব্য, শৌচাগারের দাবি জানিয়েও কাজ হয়নি।

এই চিত্র শুধু শহরের চৌপথিতে নয়, শৌচাগার সমস্যা কার্যত পুর এলাকার সর্বত্রই বলে অভিযোগ। বিরোধীদের দাবি, পুর এলাকার পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও উন্মুক্ত শৌচকর্ম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাঁদের প্রশ্ন, সেখানে পুরসভা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাবে শহরে পর্যাপ্ত সুলভ শৌচাগার নেই কেন? পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার বিজেপি নেতা দিলীপকুমার মণ্ডলের কথায়, 'পুরসভার তরফে শহরে কয়েকটি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার অভাবে অধিকাংশই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে।' সিপিএম মাথাভাঙ্গা শহর এরিয়া কমিটি সম্পাদক অসিত দাস বলেন, 'আমাদের দাবি শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সুলভ শৌচাগার তৈরির দায়িত্ব পুরসভাকে নিতে হবে।'

মাথাভাঙ্গা পুরসভার উদ্যোগে শহরের এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাস, কলেজ মোড়ে বেসরকারি বাস টার্মিনাস, বর্তমান অটোস্ট্যান্ড, মেলার মাঠ, মালি বাগান পার্ক, কোর্ট চত্বর, মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্সে শৌচাগার আছে। এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র এনবিএসটিসি'র বাস টার্মিনাসের শৌচাগারটি ইউজ অ্যান্ড পে পদ্ধতিতে চলায় সেটি ব্যবহার করতে পারছেন সাধারণ মানুষ। বাকিগুলি ব্যবহারের অযোগ্য।

পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের বক্তব্য, 'মেলার মাঠের শৌচাগার আধুনিকীকরণ সহ শহরে ৬টি নতুন শৌচাগার তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে। অর্থবরাদ্দ হলেই সেগুলির নির্মাণকাজ শুরু হবে। পুরসভার সমস্ত শৌচাগারকে সুলভ শৌচাগারে পরিণত করা হবে।'

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে মেলার মাঠের শৌচাগার।

কী পরিস্থিতি

- শৌচাগার আছে এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাস, বেসরকারি বাস টার্মিনাস, অটোস্ট্যান্ড, মেলার মাঠ, মালিবাগান পার্ক, কোর্ট চত্বর, বাজার কমপ্লেক্সে
- বাস টার্মিনাসের শৌচাগারটি ইউজ অ্যান্ড পে পদ্ধতিতে চলায় সেটি ব্যবহার করতে পারছেন সাধারণ মানুষ, বাকিগুলি ব্যবহারের অযোগ্য

দিনহাটা উৎসব

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি : প্রয়াত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহর ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৪ দিনব্যাপী দিনহাটা উৎসবের সূচনা হল রবিবার। এদিন দিনহাটার রাজপথে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শোভাযাত্রায় পা মেলান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারী, চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চৌধুরীহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ স্বামী সেবানন্দজি। কমল গুহ জন্ম উৎসব কমিটির সদস্যরা জানান, এদিন সকালে প্রায় ১০০০ ছাত্রছাত্রী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১৪ দিন ধরে অনুষ্ঠান চলবে।

নির্বীজকরণ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পথকুকুরদের নির্বীজকরণ কর্মসূচি করা হল। রবিবার কোচবিহার পশু হাসপাতালে এই প্রক্রিয়া চলে। ২১টি কুকুরের নির্বীজকরণ করা হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক স্বপনকুমার দাস। পাশাপাশি এদিন ৫০ জন মহিলাকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায়

কোচবিহার

জ্বলছে না পথবাতি

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : বছর কয়েক আগে কোচবিহার শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ করা হয়। সেই সময় কোচবিহার শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পথবাতির ব্যবস্থা করে। শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভারত ক্লাব সংলগ্ন রাস্তাতেও এমন বেশ কয়েকটি পথবাতি লাগানো হয়। কিন্তু কয়েক মাস ধরে সেখানের একাধিক বাতি জ্বলছে না। ব্যস্ততম রাস্তায় পথবাতি অকেজো হয়ে থাকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অন্ধকারের জেরে পথচারীদের দুর্ভোগ বাড়ছে। রাস্তাটি দিয়ে সবসময় যানবাহন চলাচল করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। শীঘ্রই এই পথবাতি সমস্যার সুরাহা চাইছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ মজুমদারের অভিযোগ, 'বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলারকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। মাসকয়েক পেরিয়ে গেলেও কোনও সুরাহা হল না।'

১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দনা মহন্ত বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

মেখলিগঞ্জ

হাইমাস্ট বাতি দুর্ঘটনার কারণ

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ কদমতলা মোড় ও শিশু উদ্যান মোড়ের হাইমাস্ট বাতিটি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরসভার ব্যস্ততম ওই চৌমাথায় হাইমাস্ট বাতিটি বসানোর পর থেকেই মাঝেমধ্যে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটছে। শহরবাসীর দাবি সেই হাইমাস্ট বাতি অন্যত্র সরিয়ে বসানো হোক। কদমতলা ও শিশু উদ্যান চৌমাথার মাঝে হাইমাস্ট বাতিটি বসানো হয়। একটা রাস্তা থেকে অপর দিকের রাস্তা দেখা যায় না। সন্ধ্যার পর একদিক থেকে গাড়ি এলে অপরদিকের চালক সেটা বুঝতে পারেন না। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'হাইমাস্ট বাতি লাগানোর আগে একটি রাস্তার গাড়ির আলো অপরদিকের গাড়ি চালক বুঝতে পারতেন। কিন্তু এখন হাইমাস্ট বাতির আলোর তেজে গাড়ির হেডলাইটের আলো বোঝা যায় না। সেই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রভাত পাটনির বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। হাইমাস্ট দুটি তুলে অন্যত্র বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস।

সাব্বিরের ব্যান্ডে ঐক্যের সুর

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার সমান্তরালে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। ১৩ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণি সঙ্গমে স্নান করবেন সাধুসন্ত থেকে অগণিত সাধারণ মানুষ। রবিবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কোলাহলের মধ্যেই শোনা যাচ্ছে ব্যান্ডের সুর। যা গোটা

আজ থেকে মহাকুম্ভ

পরিবেশকে যেন আরও মোহময় করে তুলেছে। মেলায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিয়ে দু-তরফের ধর্মীয় নেতারা যখন একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করছেন, সেই সময় সঙ্গম তীরের ব্যান্ডটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৪০ বছর ধরে কুম্ভমেলায় পারফর্ম করা ব্যান্ডের ব্যান্ড মাস্টার মহম্মদ সাব্বিরের কথায়, ‘সংগীত একটি সাগরের মতো। এর কোনও শেষ নেই। হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক চলতেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার সম্প্রীতির ঐতিহ্যও বজায় থাকবে।’ গত সপ্তাহ থেকে ধর্মীয় নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সেই সব তর্কাতর্কি থেকে বহু যোজন দূরে সুর তুলছে ব্যান্ড-সাব্বির। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি মাওলানা শাহাবুদ্দিন রাজভি বেরেলভি দাবি করেছেন, ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত ৫৫ বিঘা জমির ওপর কুম্ভমেলার আয়োজন করা হয়েছে। বারাণসীর সুমেরু মঠের স্বামী নরেন্দ্রনাথ সরস্বতীর পালটা সওয়াল, ‘যদি সনাতন হিন্দুদের মক্কায় প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে কেন ওইসব লোকদের (মুসলিম ব্যবসায়ী) মেলায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে?’

মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ অবশ্য কুম্ভের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। তিনি বলেন, ‘এখানে (কুম্ভে) কোনও সম্প্রদায় বা বর্ণের ভেদাভেদ নেই।’ যোগী-বার্তার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাঁর কথার রেশ ধরে সাব্বিরের ব্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের প্রধান মহন্ত রবীন্দ্র পুরী। তাঁর কথায়, ‘যদি আপনারা এখানে কাজ করা শ্রমিকদের দিকে তাকান, যাঁরা আমাদের আশ্রম তৈরিতে সাহায্য করেছেন, আমাদের আখড়ায় কাজ করছেন তাঁদের বেশিরভাগই অ-হিন্দু। আমাদের ব্যান্ডগুলির কথাই ধরুন। ওদের অনেকেই মুসলিম।’

যুক্তি-তর্কের মাঝে নিজের গতিতে চলছে শতাব্দী প্রাচীন মহাকুম্ভ। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মহাকুম্ভ প্রাঙ্গণে চারটি দরজা তৈরির জন্য খরচ করা হয়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। এগুলি হল গঙ্গা দুয়ার, যমুনা দুয়ার, সরস্বতী দুয়ার এবং নীলকণ্ঠ দুয়ার। এগুলি ত্রিবেণি সঙ্গম থেকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৪ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় ছড়িয়ে থাকা কুম্ভমেলাকে আলোকিত করতে ২ হাজার বৈদ্যুতিন খুঁটি, ৭০ হাজার এলইডি লাইট এবং ২,০১৬টি সৌর হাইব্রিড লাইট স্থাপন করা হয়েছে। ৪৫ দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে বিদ্যুতের খরচ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা মহাকুম্ভ চত্বরে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা ২ লক্ষ ইউনিট হতে পারে বলে অনুমান করছে। পুণ্যার্থীদের জন্য ১.৬ লক্ষ তাঁবু এবং ৫০ হাজার দোকান তৈরি করা হয়েছে।

প্রয়াগরাজে ভিড় জমিয়েছেন সাধুসন্ত এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। রবিবার।

জুনা আখড়ায় বাদ মহান্ত

আগ্রা, ১২ জানুয়ারি : মহান্ত কৌশল গিরিকে ৭ বছরের জন্য বরখাস্ত করল দেশে হিন্দু সন্ন্যাসীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন জুনা আখড়া। ১৩ বছর বয়সি একটি মেয়েকে দান হিসাবে গ্রহণ করায় কৌশল গিরির বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য নাবালিকাকে দান করেছিল তার পরিবার। মেয়েটির নতুন নামকরণ হয় গৌরী গিরি। দানের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরেই পদক্ষেপ করে জুনা আখড়া। ৭ বছরের জন্য তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু আখড়াই নয়, গিরির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষও। মেয়েটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জুনা আখড়ায় নতুন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার যে নিয়ম রয়েছে, তা মানেননি মহন্ত কৌশল গিরি। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে সন্ন্যাসিনীর ন্যূনতম বয়স হতে হবে ২২ বছর। মেয়েটি তার চেয়ে অনেক ছোট।

নাবালিকা দান গ্রহণ

তাকে দান হিসাবে গ্রহণ করা নিয়ে উপযুক্ত যুক্তি পেশ করতে পারেননি কৌশল গিরি।

জুনা আখড়ার অন্যতম সদস্য মহন্ত হরি গিরি বলেন, ‘মহিলারা আখড়ার সদস্য হতেই পারেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাঁকে পরিণত হতে হবে। কোনও শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে আখড়া তাকে দত্তক নিতে পারে। কিন্তু ২২ বছরের কম বয়সি কাউকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় না।’ যে নাবালিকাকে কৌশল গিরিকে দান করা হয়েছিল, সে একটি ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে।

মহাস্নানে আজ স্টিভ-জায়া

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি : মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। সোমবার তিনি প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকদিন মহাকুম্ভে কাটাবেন। ডুব দেবেন গঙ্গায়। মগ্ন হবেন তপস্যা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে। শনিবার বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিরঞ্জনী আখড়া মন্দিরের কৈলাসনন্দ গিরিজি মহারাজ।

স্টিভ-জায়া লরেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে থেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহারাজ জানিয়েছেন, হিন্দু ছাড়া কেউই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না। সেই কারণে লরেন মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে পারেননি। মহাকুম্ভ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক, এই প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে লরেন পরেছিলেন সাবেকি ভারতীয় পোশাক। মাথা ঢেকেছিলেন সাদা ওড়নায়।

প্রয়াত ধনকুবেরের স্ত্রী হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে বুঝতে চান। সাধ্বী হিসেবে কল্পবাসও করবেন। মহারাজ জানিয়েছেন, লরেন পাওয়েল জোবসের নতুন নামকরণ হয়েছে কমলা।

শৈশব যখন বিপন্ন... ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে মা-বাবাকে হারিয়েছে দুই খুদে। কবরস্থানের মাঝেই ছোট্ট ভাইকে খাবার তুলে দিচ্ছে দিদি।

ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি শপথ। ভারত সরকারের তরফে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে জয়শংকরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হতে পারে।

রবিবার বিদেশমন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে জয়শংকরের আমেরিকা সফর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এই সফরে জয়শংকর মার্কিন প্রশাসনের নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ট্রাম্প-ভান্স উদ্বোধনী কমিটি। বিদেশমন্ত্রকের দাবি, জয়শংকরের সফরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করবে।

আগামী ২০ জানুয়ারি, সোমবার শপথ অনুষ্ঠান হবে মার্কিন সময় অনুযায়ী দুপুর ১২টায়। অনুষ্ঠান হবে ওয়াশিংটন ডিসির নিউ ক্যাপিটলের ওয়েস্ট ফ্রন্টে। শপথ নেওয়ার পর ভাষণ দেবেন নির্বাচিত নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর মার্কিন রীতি অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক নির্দেশে সই করবেন তিনি। হবে কুচকাওয়াজ ও মধ্যাহ্নভোজ।

শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মিলোনি, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া প্রমুখ। আমন্ত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। জিনপিং যাবেন না। জানা গিয়েছে, তাঁর পরিবর্তে এক উচ্চপর্যায়ের দূত যাবেন।

পুলিশের নজরে ইউক্রেনীয় প্রতারক

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : যৎসামান্য বিনিয়োগ। বিপুল রিটার্ন। এই প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১.২৫ লক্ষ বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রতারণা করে টোরেস জুয়েলার্স নামে একটি সংস্থা। ২২ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে মুম্বই পুলিশের ইকনমিক অফেন্সেস উইং দুজন ইউক্রেনীয় নাগরিকের হদিস পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁদের নাম আর্টেম এবং ওলেনা স্টোইন। ওই দুজনই এই আর্থিক প্রতারণা চক্রের মূল কুচক্রী বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই একটি লুকআউট সার্কুলার জারি করা হবে। সোনা, রুপো, বিভিন্ন দামী পাথরে লগ্নি করলে বিপুল রিটার্নের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। লাকি ড্র পুরস্কার হিসেবে ১৪টি বিলাসবহুল গাড়িও দেওয়া হয়েছিল কয়েকজন বিনিয়োগকারীকে। প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করেছে।

বিবেকানন্দকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের চিরন্তন অনুপ্রেরণা। তরুণদের কাছে তিনি এক চিরকালীন আদর্শ। তাঁদের মনে এগিয়ে চলার ইচ্ছা জাগান স্বামীজি। তিনি যে শক্তিশালী এবং উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।’ ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের পর বিবেকানন্দ রকে গিয়ে ধ্যান করেছিলেন মোদি। সেই ছবিও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সার্বিক চিন্তা দিয়ে বিশ্বকে মানবতার সেরা পথ দেখিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় দর্শন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সমতার ধারণা শক্তিশালী করেছিলেন এবং ভারতের মাথা উঁচু করেছিলেন।’ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, ‘ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তির বুনিয়াদে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজি। তাঁর জন্মদিনে শপথ নিলাম, এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।’ উত্তর কলকাতার সিমলায় স্বামীজির পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক।

নেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে

রাজনীতি ছাড়ছেন অনীতা আনন্দ

টরন্টো, ১২ জানুয়ারি : জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরসূরি হওয়া দূরস্ত, রাজনীতি থেকেই সন্ন্যাস নিতে চলেছেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবহণমন্ত্রী অনীতা আনন্দ। আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করেন অনীতা। সেখানে তাঁকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়ার জন্য বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন।

পোস্টে অনীতা লিখেছেন, ‘পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে লিবারাল পার্টিতে আমাকে স্বাগত জানানো এবং মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কানাডার হাউস অফ কমন্সে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওকভিলের (অনীতার নির্বাচনি কেন্দ্র) জনগণের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।... পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে আমার দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে পালন করে যাব।’

২০১৯-এ রাজনীতিতে আসার আগে ইয়েল কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন অনীতা। পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহে জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অনীতার নাম সামনে এসেছিল। আচমকা তাঁর রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২-৩ মাসের মধ্যে কানাডায় পার্লামেন্ট ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা, বিদেশনীতি, আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ট্রুডো সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। আগামী ভোটে লিবারাল পার্টির ক্ষমতায় ফেরা কার্যত অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে প্রার্থী করায় খালিস্তানপন্থী ভোটও ট্রুডোর হাতছাড়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অনীতার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড় থেকে সরে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয় বলেই অনেকে মনে করছেন। ট্রুডোর উত্তরসূরি না হতে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে কি না তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

সঙ্গে না থাকলেও ভরণ-পোষণ পাবেন স্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে না থেকেও ভরণ-পোষণ চাইতে পারেন। ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতির বৈবাহিক কলহ মামলায় শুক্রবার এমন গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সর্বোচ্চ আদালত। ভরণ-পোষণ পাওয়া নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। এই বিষয়ে কোনও কড়া নিয়ম থাকতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও স্বামী আদালত থেকে ডিক্রি আদায় করলেও তাঁর স্ত্রী যদি সেই ডিক্রি মেনে চলতে অস্বীকার করেন, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না যেতে চান, সেক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারেন না।

বেঞ্চ বলেছে, ভরণ-পোষণের বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। এই মামলার রায় স্ত্রীর পক্ষে গেলেও সবক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করার জন্য স্ত্রীর বৈধ ও পর্যাপ্ত কারণ আছে কি না, তা দেখতে হবে। স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারে ডিক্রি আদায় করলে, স্ত্রী তা না মানলে তিনি ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবেন, এটা ঠিক নয়।

মামলাটি ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতিকে নিয়ে। ২০১৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০১৫ সালে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি ছাড়েন। স্বামী পারিবারিক আদালতে দাম্পত্য পুনরায় অধিকারের আবেদন করলে স্ত্রী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে

সুপ্রিম কোর্ট

অত্যাচারিত হয়েছেন। ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক চাওয়া হয়েছে। তাঁর গর্ভপাতের সময় স্বামী তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। তাঁকে শৌচালয়, গ্যাস ওভেন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এদিকে, স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকতে চান বলে পারিবারিক আদালত ডিক্রি জারি করেছিল। স্ত্রী তা মানেননি। পরিবর্তে তিনি পারিবারিক আদালতে ভরণ-পোষণের আবেদন করেন। পারিবারিক আদালত ১০ হাজার টাকা ভরণ-পোষণের নির্দেশ দিলে স্বামী হাইকোর্টে যান। স্ত্রী একসঙ্গে থাকার ডিক্রি মানেননি বলে পারিবারিক আদালতের নির্দেশ বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট।

লস অ্যাঞ্জেলেসে মৃত বেড়ে ১৬

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১২ জানুয়ারি : আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল নিয়ন্ত্রণে আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকদিনের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি। অগ্নিদগ্ধ অগণিত বাড়িঘর। লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেও এড়ানো যাচ্ছে না প্রাণহানি। রবিবার পর্যন্ত দাবানলের কবলে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হয়েছে সৈকত শহর মালিবুতে। পর্যটকদের এই জনপ্রিয় গন্তব্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার সার্ভিসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি দাবানলে পুড়ছে গোটা রাজ্য। সবচেয়ে ভয়াবহ প্যালেসেইডস দাবানল। এরপর রয়েছে পাসাডেনার কাছে ইটন দাবানল। এই দাবানলের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। পাসাডেনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের চারপাশে ৪টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। মালিবুতে লাগা দাবানলের সংখ্যা ৩। বাতাসের গতিবেগ তীব্রতর হওয়ায় দাবানলগুলির তীব্রতা আরও বেড়েছে। আগামী কয়েকদিনে অবস্থা জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন ওই মুখপাত্র।

ডোনাল্ডের সাক্ষাৎ চান গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : ডেনমার্কের আধা-স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখল করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি কয়েকদিন আগেই দিয়েছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই সদস্য জার্মানি ও ফ্রান্স। এই পরিস্থিতিতে ডেনমার্ক বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে থাকার বিরোধিতা করে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেডে জানিয়েছেন, তিনি গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে চান।

তেল, গ্যাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর গ্রিনল্যান্ড সুমেরু অঞ্চলে অবস্থিত। তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে বহু দেশের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপটির প্রতি। রাশিয়া, চিন প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কৌশলগত অবস্থান ও আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য গ্রিনল্যান্ডকে কবজা করতে চায় আমেরিকা। এই চাপের মুখে পড়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা পাওয়ার বিষয়টি ফের তুলে ধরলেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা ডেনস(ড্যানিশ) বা আমেরিকান(মার্কিন) হতে চাই না। আমরা হতে চাই গ্রিনল্যান্ডিক।’ গ্রিনল্যান্ড উত্তর আমেরিকা মহাদেশের খুব কাছে। সেই কারণে আমেরিকানরা গ্রিনল্যান্ডকে তাদের সম্প্রসারিত অংশ বলে মনে করে।

গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের আধা স্বশাসিত অঞ্চল হলেও দ্বীপের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫১ সালের চুক্তি অনুযায়ী এখানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে।

বেকার তরুণদের ভাতা দেবে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : মহিলাদের জন্য ২৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার পর এবার দিল্লির তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। রবিবার যুব দিবসে দিল্লির বেকার তরুণ, তরুণীদের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল হাত শিবির। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে যুব উড়ান যোজনা। মাসিক বেকার ভাতার পাশাপাশি একবছরের শিক্ষানবিশি করার সুযোগও থাকছে এই প্রকল্পে। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপ এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বৈরথ ক্রমশ চড়ছে। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসেবে কংগ্রেসও যে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সেটা তাদের একের পর এক ঘোষণায় স্পষ্ট।

রবিবার কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট, দিল্লি প্রদেশ সভাপতি দেবেন্দর যাদব প্রমুখ যুব উড়ান যোজনার ঘোষণা করেন। শচীন পাইলট বলেন, ‘৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মানুষ একটি নতুন সরকার নির্বাচন করতে চলেছেন। আজ আমাদের দল ঠিক করেছে, দিল্লির যে সমস্ত তরুণ শিক্ষিত কিন্তু বেকার তাঁদের এক বছরের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এটা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। তরুণরা যাতে শিল্পসংস্থায় চাকরি পান তার জন্য আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণও দেব।’ পাইলটের কথায়, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। দিল্লির তরুণরা কষ্টে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের কষ্ট বুঝতে নারাজ। কংগ্রেস সরকারের জন্য দিল্লির পরিকাঠামো বিকাশ হয়েছে। গত কয়েক বছরে আমরা শুধু অভিযোগের পালা দেখেছি। দিল্লিকে অবহেলা করা হয়েছে।’

আপের গান্ধিগিরিতে নতিস্বীকার বিধুরির

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আপের গান্ধিগিরির চোটে রীতিমতো ল্যাজেগোবরে অবস্থা হল বিজেপির বিতর্কিত নেতা তথা কালকাজি বিধানসভা আসনের প্রার্থী রমেশ বিধুরির। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী সম্পর্কে কুকথা বলে ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছিলেন তিনি। যেহেতু বিধুরিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে এবং বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, তাই আপের তরফে লাগাতার প্রচার শুরু হয়, বিতর্কিত নেতাকেই এবার মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী করছে পদ্মশিবির।

সেই প্রচারের স্নায়ুযুদ্ধে রবিবার কার্যত হার মেনে নিয়েছেন বিধুরি। এক বিবৃতিতে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আমি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নেই।’ তিনি বলেছেন, ‘আমি মানুষের প্রতি যতটা, ততটাই আমাদের দলের প্রতি অনুগত। আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে যে কথাবার্তা চলছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে চাই।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, আপ তো বটেই, বিজেপির একাংশের চাপেই নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বিধুরি। যদি তিনি না করতেন, তাহলে আপের প্রচারের পারদ আরও চড়ত। এদিন বিধুরি বলেন, ‘অরবিন্দ কেজরিওয়াল আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। আমি কোনও পদের জন্য দাবিদার নই। আমার দল বারবার আমার ওপর আস্থা রেখেছে। গত ২৫ বছরে আমাকে দল দুবার সাংসদ করেছে, তিনবার বিধায়ক করেছে। আপনাদের দরজায় চতুর্থবারের জন্য ভোট চাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদে আমি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আপনাদের এবং দেশের জন্য আরও অনেক কিছু করতে চাই।’

শা-কে চ্যালেঞ্জ কেজরির

শনিবার কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন, ‘একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি বিধুরিকে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি। ওঁর নাম ঘোষণা হলেই আমি গণতন্ত্রকে মজবুত করার স্বার্থে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে নামতে চাই।’ তাঁর ওই কথা শুনে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা তোপ দেগেছিলেন, ‘কেজরিওয়াল কি এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নামও ঘোষণা করবেন।’ বিধুরি বিতর্কের মধ্যেই রবিবার দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের মন জেতার জন্য শা’কে নিশানা করেন আপ সুপ্রিমো। তা করতে গিয়ে অমিত শা’কে চ্যালেঞ্জ করেন কেজরি। তিনি বলেন, ‘দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে আপনারা যত মামলা করেছেন সেগুলি যদি প্রত্যাহার করে নেন, যে সমস্ত জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছেন সেখানেই যদি আবার তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেবেন বলে হলফনামা দেন তাহলে আমি নির্বাচনে লড়ব না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি।’ কেজরির লাগাতার আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, ‘দুজন আপ বিধায়ক মহিন্দর গোয়েল এবং জয় ভগবান উপকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।’

স্পেস ডকিংয়ের পথে ইসরো

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি : মহাকাশ গবেষণায় নতুন সাফল্যের দোরগোড়ায় ইসরো। দিন কয়েক আগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার রকেট। এই স্পেডেক্স মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে ২টি মহাকাশযানকে যুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার প্রযুক্তির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখছে ইসরো। রবিবার তারা জানিয়েছে, পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের পিএসএলভি সি৬০ রকেট। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাত্র ৩ মিটার দূরত্বে অবস্থান করেছে চেজার ও টার্গেট যান দুটি। সেগুলিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আশাবাদী ইসরো।

মহাতারকাদের নিয়ে মহাসংকট

বাড়ছে উদ্বেগ

- জসপ্রীত বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে রয়েছে। কারণ যদিও স্পষ্ট নয়।
- বিসিসিআইয়ের তরফে বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।
- অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কিনা, জানা যায়নি এখনও।
- সোমবার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করার পর সেখানকার চিকিৎসক, ফিজিওরা বুমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

নতুন অধিনায়ক খুঁজে নাও, বললেন রোহিত

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ছিল রুমাল। হল বিড়াল!

ছিল দল নির্বাচনি বৈঠক। পরিস্থিতির দাবি মেনে দল নির্বাচনের পাশে সেই বৈঠকই হয়ে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের আসর। যার ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হতে দেরি হল। সঙ্গে আগামীর ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও জল্পনা ও সংশয় বাড়ল।

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিরা আর কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন? স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিডনি টেস্টের আগেই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর হিটম্যান আর বেশিদিন টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবেন না, সেটা স্পষ্ট। রোহিতের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে গতকালের বৈঠকে রোহিত জানিয়েছেন, আর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। বোর্ডকে নতুন অধিনায়ক খোঁজার কথাও বলেছেন। বৈঠকে হাজির থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতিতে যেভাবে রোহিত তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সঙ্গে এসেছে

> রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।
>
> **জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি**

আরও একটি প্রশ্ন, রোহিত আরও কয়েক মাস থাকলে বিরাট কতদিন থাকবেন? কোহলি গতকালের বৈঠকে ছিলেন না। তিনি এখনও বিসিসিআই-কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেননি। তবে সূত্রের খবর, কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, 'অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনও দিনও মেটার নয়। ফল ভুগতে হচ্ছে দলকে।'

রোহিত সরলে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অধিনায়ক কে হতে পারেন? কুড়ির ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে সবচেয়ে জোরদার নাম জসপ্রীত বুমরাহ। দলের অন্দরে তাঁর জনপ্রিয়তার কথাও সবার জানা। কিন্তু চোটপ্রবণ বুমরাহকে অধিনায়ক করা নিয়ে বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গতকালের বৈঠকে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিৎ শইকিয়া চমকপ্রদভাবে বর্তমান অধিনায়ক রোহিতকেই তাঁর উত্তরসূরি বেছে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে খবর। জবাবে হিটম্যান কী বলেছেন, স্পষ্ট নয়। এদিকে, বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালের বৈঠকে। বিরাট-রোহিতরা ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজির দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের রাজ্যের হয়ে খেলবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। ২০১২ সালের পর বিরাট ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি। রোহিত শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৫ সালে।

বাস্তবে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা যাই হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে বদলে চলা ভারতীয় ক্রিকেটে নিশ্চিতভাবেই বড় পরিবর্তন আসন্ন। সেই বদল ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেই যাত্রাপথে কোচ গম্ভীরের ভূমিকা কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

বন্ধ দরজার ওপারে

মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে শনিবার জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে বৈঠকে বসেন রোহিত শর্মা।

অবসরের সময়টা রোহিত শর্মা নিজেই বাছবেন।

বিরাট কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না।

গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনওদিনও মেটার নয়।

বৈঠকে বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফুলেছে পিঠ, সংশয় বুমরাহকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কারও মতে ধাক্কা। কেউ আবার বলছেন, সঠিকভাবে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সামলাতে না পারার ফল। আবার অনেকের মতে, দলের অতিরিক্ত নির্ভরতার পরিণাম।

বাস্তব যাই হোক না কেন, জসপ্রীত বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারের আকাশে কালো মেঘ। সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সাজঘরে থাকলেও মাঠে নামা হয়নি বুমরাহর। অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে নিয়েছিল। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হার যদি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ধাক্কা হয়ে থাকে, তাহলে সামনে রয়েছে আরও বড় ধাক্কা।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে পাওয়া পিঠের চোট (ব্যাক স্প্যাজম) বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারে তৈরি করেছে চরম অনিশ্চয়তা। টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বুমরাহর চোট নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, বুমরাহর পিঠের চোট গুরুতর। অন্তত দেড় থেকে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তিনি কবে ফিট হয়ে ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে

> বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

রয়েছে। কিন্তু কেন, স্পষ্ট নয়।

বিসিসিআইয়ের তরফে বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে বুমরাহর হাজির হওয়ার কথা। সেখানকার চিকিৎসক, ফিজিওরা বুমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট পাওয়া বুমরাহকে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে তো নয়ই, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এমনকি আইপিএলেও অনিশ্চিত বুমরাহ। মুম্বই থেকে বোর্ডের এক প্রতিনিধি আজ দুপুরে বিশেষ সাধারণ সভার মাঝে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, 'বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।'

বুমরাহর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে বোর্ডের অন্দরেও পরস্পরবিরোধী মন্তব্য রয়েছে। অতীতে পিঠের যে অংশে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ, ঠিক একই জায়গায় ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কি না, জানা যায়নি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত গড়ালে বুমরাহ শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা আইপিএলই নয়, জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরেও অনিশ্চিত। স্যর ডনের দেশে ১৫১.২ ওভার বল করার মাশুল যে বুমরাহকে এভাবে মেটাতে হবে, কে আর জানত।

বিসিসিআইয়ের এসজিএমে চলেছেন দেবজিৎ সইকিয়া ও জয় শা।

২১ মার্চ ইডেনে শুরু আইপিএল

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : ২০২৫ আইপিএল শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে অভিযান শুরু করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় মেগা লিগের দিনক্ষণ নিয়ে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যারাথন লিগের টক্কর শেষে খেতাবি যুদ্ধ ২৫ মে। ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচও হবে ইডেনে। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হবে গতবারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হোম গ্রাউন্ড রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।

প্রাথমিকভাবে ১৪ মার্চ লিগ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু এদিনের বিশেষ সাধারণ সভায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২১ মার্চ করা হয়। বোর্ডের বার্ষিক সভা শেষে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় এদিন সরকারিভাবে সচিবপদে জয় শা-র স্থলাভিষিক্ত হলেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিলেন ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দুইজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১ ডিসেম্বর জয় আইসিসি-র দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন দেবজিৎ। সচিব পদের নির্বাচনে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। আজ সরকারি সিলমোহর। অপরদিকে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়ে মহারাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্বে।

জয় শা-র শূন্যস্থানে অসমের দেবজিৎ

রাজীব শুক্লা জানান, পরবর্তী বৈঠক বসবে ১৮-১৯ জানুয়ারি, যেখানে গুরুত্ব পাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল নির্বাচন প্রক্রিয়া। ১২ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার চূড়ান্ত দিন ছিল। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস সহ একাধিক কারণে সেই দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয় ভারত।

টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলেও জানান রাজীব শুক্লা। এক প্রশ্নের জবাবে জানান, এদিনের বৈঠকে মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দুই পদাধিকারীর নির্বাচন। পাশাপাশি এক বছরের মেয়াদে আইপিএলের নতুন কমিশনার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এদিনের সভায় জয়কে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের তরফে।

কপিল দেবকে গুলি করতে যান যোগরাজ

ভোল বদলে মাহির প্রশংসায় যুবির বাবা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ছিলেন হরিহর আত্মা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হরিয়ানা ক্রিকেট থেকে দুজনেই পা রাখেন ভারতীয় দলেও। একজন কপিল দেব বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরার তকমা আদায় করে নিয়েছিলেন। আরেকজন যোগরাজ সিং দ্রুত হারিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধকারে।

নিজের যে হারিয়ে যাওয়ার পিছনে বিশ্ববিখ্যাত বন্ধুটিকেই দায়ী করেন যুবরাজের বাবা। কপিলের মাথায় গুলি করতেও নাকি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বাড়িতে বন্দুক নিয়েও গিয়েছিলেন! কপিলের মায়ের জন্য গুলি না করে ফিরে আসেন। এক সাক্ষাৎকারে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন খোদ যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ। অভিযোগ, কপিলের কারণেই ভারতীয় দল, উত্তরাঞ্চল দল থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন দীর্ঘদিনের বন্ধুই। ক্ষোভ বারবার উসকে দিয়েছেন। সবকিছু ছাপিয়ে গুলি করতে যাওয়া চাঞ্চল্যকর দাবি।

যোগরাজ বলেছেন, 'কপিল হরিয়ানা, উত্তরাঞ্চলের পর ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে বাদ দেয়। আমার স্ত্রী (যুবরাজের মা) উত্তরটা কপিলের থেকে জানতে চেয়েছিল। ওকে বলি, কপিলকে উচিত শিক্ষা দেব। পিস্তল বের করে সোজা কপিলের সেক্টর ৯-এর বাড়িতে চলে যাই। মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ও। মায়ের জন্য গুলি চালাতে পারিনি। কারণ ওর মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। কপিলকে তা বলেও আসি।' এরপর ক্রিকেট ছেড়ে ছেলে যুবরাজকে ক্রিকেটার বানানোকেই ধ্যানজ্ঞান করে নেন যোগরাজ।

কপিল দেবকে বিঁধলেও সবাইকে অবাক করে আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রশংসায় ভরালেন যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিং।

বিষেণ সিং বেদির বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগ করেছেন যুবরাজের পিতা। বলেছেন, 'কপিলের সঙ্গে বিষেণ সিং বেদি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। তাই কখনও বেদিকে ক্ষমা করিনি। উত্তরাঞ্চল দল থেকে কেন বাদ পড়লাম জানতে চেয়েছিলাম অন্যতম নির্বাচক রবীন্দ্র চাড্ডার কাছে। উনি বলেন, বেদির (প্রধান নির্বাচক) ধারণা আমি সুনীল গাভাসকারের ঘনিষ্ঠ। তাই বাদ।'

কপিল, বেদিদের বিরুদ্ধে বোমা ফাটালেও সবাইকে অবাক করে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা শোনা গেল যোগরাজের মুখে। পুত্র যুবরাজের কেরিয়ার দ্রুত শেষ করার পিছনে মাহিকেই দায়ী করেন বরাবর। এই নিয়ে প্রকাশ্যে 'ক্যাপ্টেন কুলের' বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। আজ বিপরীত সুর।

যোগরাজ সিং বলেছেন, 'সতীর্থদের অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল অধিনায়ক ধোনির। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল, উইকেটটা খুব ভালো বুঝত। সেই অনুযায়ী বোলারদের গাইড করত, বলটা কোথায় রাখতে হবে, সেই দিশা দেখাত। একইসঙ্গে ভয়ডরহীন চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মনে আছে। মিচেল জনসনের বল ওর হেলমেটের গ্রিলে জোরে আঘাত করে। কিন্তু ধোনিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখিনি। পরের বলেই ছক্কা। এরকম লোক খুব কম পাওয়া যায়।'

নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে স্যান্টনার

সাকিবকে ছাড়াই দল বাংলাদেশের

অকল্যান্ড ও ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : ইঙ্গিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই হল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ঠাঁই হল না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মুখে। দ্বিতীয় চেষ্টাতেও আইসিসি-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ওঠেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। চলতি বছরে আর টেস্ট দিয়ে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না সাকিব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ব্যাটিং করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের নির্বাচকরা শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে সাকিবকে গুরুত্ব দেননি। সাকিবের সঙ্গে দলে জায়গা পাননি তারকা ব্যাটার লিটন দাসও। পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে সফল হয়েছিলেন লিটন। মনে করা হয়েছিল,

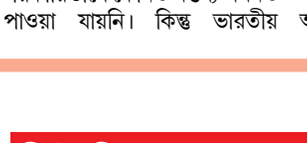

অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লাগাবে বাংলাদেশ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সামলাবেন মুশফিকুর রহিম।

মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দলে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ১৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আইসিসি-র সময়সীমা মেনে এদিন যে লক্ষ্যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। তারকাদের ভিড়ে যে দলে রয়েছেন তিন তরুণ তুর্কি পেসার উইল ও'রৌরকে, বেন সিয়ার্স ও নাথান স্মিথ। ব্যাটিংয়ে ড্যারেল মিচেল, কেন উইলিয়ামসনের মতো তারকা। একঝাঁক অলরাউন্ডার নিঃসন্দেহে কিউয়ি দলের সম্পদ। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও ভারসাম্য, দক্ষতার ছোয়া।

বাংলাদেশ দল

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি, তৌহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন, নাসিম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব ও নাহিদ রানা।

নিউজিল্যান্ড দল

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, উইল ইয়ং, গ্লেন ফিলিপস. মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, বেন সিয়ার্স, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি ও উইল ও'রৌরকে।

আফগানিস্তান দল

হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, রহমত শা, ইক্রাম আলিখিল, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, আল্লাহ মহম্মদ গজনফর, নুর আহমদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ আহমদ, নাভিদ জাদরান।

হাশমাতুল্লাহ শাহিদির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। চোট সারিয়ে ফেরা ইব্রাহিম জাদরান ও পাঁচ স্পিনারকে নিয়ে শক্তিশালী দলই গড়েছে তারা।

ঋষভ-বিতর্কে গম্ভীরদের পাশে হরভজন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ঋষভ পন্থের মতো ক্রিকেটার এক প্রজন্মে হাতেগোনা আসে। সেই ঋষভকে ছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত টি২০ দল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল- দলে দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটার। অথচ, ঋষভ নেই! কারও কারও মতে, আগ্রাসী ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে সাদা বলের ফর্ম্যাট থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য গতকাল ঘোষিত টি২০ দলে তারুণ্য গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও আগামীর ভাবনায় যে দুইজনকে ব্যাটনধারী ধরা হচ্ছে সেই ঋষভ-যশস্বী গুরুত্ব পাননি!

হরভজন সিং যদিও নির্বাচকদের পাশেই দাঁড়ালেন। যুক্তি, লম্বা অস্ট্রেলিয়া সফরের পর সবে দেশে ফিরেছেন ঋষভরা। বিশ্রামটা যুক্তিসংগত। ঋষভকে বিশ্রাম দিয়ে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে সঞ্জু-জুরেলদের সুযোগ দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ।

হরভজন বলেছেন, 'সঞ্জু কিংবা ঋষভ, দুজনের মধ্যে একজন খেলবে। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সঞ্জু খেলেছিল। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ঋষভের পারফরমেন্স বেশ ভালো। তবে লম্বা অজি সফরের পর বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই ঋষভের না থাকাটা বড় কোনও ইস্যু বলে আমি মনে করি না।'

প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার আকাশ চোপড়ার যুক্তি যদিও আলাদা। বলেছেন, 'জুরেল রয়েছে, অথচ নেই ঋষভ! বেশ আকর্ষণীয় পদক্ষেপ। টি২০ দলের ভাবনায় নেই ঋষভ, বিষয়টি হয়তো এই রকম নয়। এখনও আমি মনে করি, ঋষভ সব ফরম্যাটেই দলের সম্পদ। আমাদের উচিত, ওর ওপর 'বিনিয়োগ' করা।'

আকাশের মতে, 'বয়স অল্প হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে ঋষভ। পালাবদলের পর্বে সিনিয়াররা যখন সরে যাবে, তখন ঋষভের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচকরা যদি তা গুরুত্ব না দেয়, আখেরে ক্ষতি ভারতীয় দলেরই।'

চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে স্থির গ্রেগরা

দলের পারফরমেন্সে অখুশি নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডার্বি জয়ের পর পরস্পরকে অভিনন্দন মোহনবাগানের ফুটবলারদের।

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি : গুয়াহাটিতে এখন দিনেরবেলা রোদের তাপে বেশ গরম লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ফাঁকা জায়গায় যথেষ্ট কাঁপুনিও ধরে। এনএইচ ৩৭ জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে ততোধিক ঠান্ডা একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত হাজার কয়েক সমর্থকের সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা আপামর বাঙালি।

তবু ডার্বিতে একশো শতাংশ সাফল্য। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেই যে কলকাতায় ফিরতে পারছেন, তাতেই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও জানিয়ে দিলেন, 'তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, প্রচুর সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। আরও ভালো ফল হতে পারত যদি আমরা গোলগুলো করতে পারতাম। কিন্তু তবু খুশি কারণ আমরা তিন পয়েন্ট পেয়েছি বলে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট। তাছাড়া আমাদের শহরের সেরা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জিতেছি, ডার্বি জেতার গুরুত্বই আলাদা। হয়তো দিনটা আমাদের সেরা দিন ছিল না কিন্তু পয়েন্ট টেবিলের জন্য, শিল্ডের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য এই জয়টা দরকার ছিল।' শনিবারই আশ্চর্যজনকভাবে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীল ছেত্রীদের হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর তাতেই নিকটতম প্রতিপক্ষের থেকে পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নিজেদের ১৫ নম্বর তিনে থাকা ম্যাচ এফসি গোয়া জিতে গেলেও সেই পার্থক্য ৬ পয়েন্টের হবে। যা অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে মোলিনা সহ গোটা শিবিরকে।

রাতেই টিম হোটেলে পৌঁছে যান এখানে আসা কিছু ফ্যান ক্লাবের সমর্থক। তাঁদের নিয়ে আসা কেক কেটে সমর্থকদের সঙ্গেই হোটেলে খানিক হইহই করে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন ফুটবলাররা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট বলেই দিলেন, 'দেখুন এখনই অত লাফালাফির কিছু হয়নি। হ্যাঁ, এই ম্যাচটা আমরা জিতে ফিরছি খুব ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের। একটা দিন আমরা খুব সামান্য বেলাগাম হতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকেই ফের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে, পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য।' লিগ জিততে হলে যে সব ম্যাচ জেতা জরুরি একথা অবশ্য মোলিনাও প্রায় প্রতি ম্যাচে বলেন। এদিনও বললেন, 'আপনি যদি চ্যাম্পিয়ন হতে চান তাহলে কোনও ম্যাচকেই কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা চলবে না। সব ম্যাচ জেতার মানসিকতা রাখতে হবে। এই ম্যাচ যেমন আমরা অত্যন্ত খারাপ খেলতে শুরু করি ওরা দশজন হয়ে যাওয়ার পর। একজন বেশি ফুটবলার নিয়ে আমাদের খেলার মান নেমে গেল হঠাৎ। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা শুরু হল। শেষ দশ মিনিট তো ওরা বল নিয়ে এত বেশি নড়াচড়া করেছে যে আমরা চাপে পড়ে যাই। এরকম পারফরমেন্স চলবে না। তবে সবমিলিয়ে আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি, কারণ আমাদের সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্যটা বাড়ল।'

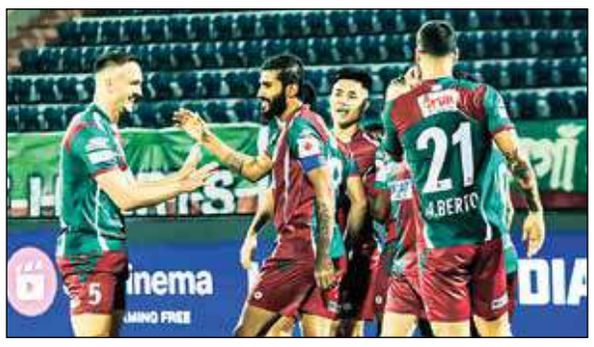

> আমরা জিতে ফিরছি খুব ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের।
>
> গ্রেগ স্টুয়ার্ট

মোলিনা থেকে লিস্টন কোলাসো, প্রত্যেককেই খালি গ্যালারি কষ্ট দিয়েছে। লিস্টন বললেন, 'এই রকম ফাঁকা গ্যালারিতে তো আমাদের খেলার অভ্যাস নেই। বিশেষ করে ডার্বি। আমাদের সমর্থকরা এমনিই মাঠ ভরিয়ে দেন। আশা করব ওঁরা পরের হোম ম্যাচে আমাদের পাশে থাকবেন।' মোলিনাও স্বীকার করলেন, 'ওই রকম ভরা গ্যালারি আর এই রকম ফাঁকায় খেলা তো এক নয়। সমর্থকদের ওই চিৎকার ফুটবলারদের খেলায় অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। সমর্থকদের মিস করেছি, এটা ওঁদের বলতে চাই। ওঁদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ওঁদের জন্যই লড়েছি। আশা করি ওঁরা এই জয়ে খুশি। পরের ম্যাচে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব।'

সেই অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে করবেন সমর্থকরাও। হয়তো ওই ২৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ঘরের মাঠে ফিরতে পারে ডার্বি জয়ের উৎসব পালন।

হেক্টর-হিজাজির পরিবর্ত চান ব্রুজোঁ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি : বিহু উৎসবের জন্য সেজে ওঠা গুয়াহাটি এখন উজ্জ্বল রঙিন টোকা, স্থানীয় সুন্দর সুন্দর গামছা আর অসম সিল্কের তৈরি নানা জিনিসে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেলা, এক্সপো। এই উৎসবের আবহে ততোধিক অন্ধকার এদিন লাল-হলুদ শিবির।

ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচের শুরুতেই গোল খাওয়া, তারপর দশজন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খুব খারাপ না খেলেও তিন পয়েন্ট খুইয়ে এলে অবস্থা কারই বা মন ভালো থাকে? স্বাভাবিকভাবেই মুখ বেজার কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে গোটা শিবিরেরই। ডার্বির মতো ম্যাচে তিন ডিফেন্ডারে দল নামানোর সুযোগ পেয়ে ম্যাকালন শুরুতেই নিয়ে নেন। বিশেষ করে পিভি বিষ্ণু কেন ব্যাকে, কেন ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা শুরু থেকে, এসব প্রশ্ন উঠলেও নিজের পরিকল্পনায় ভুল ছিল, মানছেন না ব্রুজোঁ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমার পরিকল্পনা সঠিক ছিল। একদম শেষ অংশে আমাদের কাছেও ম্যাচটা ওপেন ছিল। বাকি সময় আমরা ওদের সঠিকভাবে ব্লক করেছি। প্রতিটি ফাঁকফোকর বুজিয়ে ফেলা গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের দুই উইংকে খেলতে দেওয়া হয়নি। মনবীর (সিং) আর লিস্টনের (কোলাসো) কাজ আমরা কঠিন করে দিতে পেরেছি। ওরা জায়গা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তিনজন সেন্টার ব্যাক ও তিন মিডফিল্ডার নিয়েও ওরা ম্যাচে কর্তৃত্ব করতে পারেনি। হয়তো খেলার ফল আমাদের পক্ষে যায়নি কিন্তু আমার ছেলেদের প্রশংসা করতেই হবে। কারণ দশজনেও ওরা দুর্দান্ত লড়েছে।'

ম্যাকালনের গোলটার সময়ে হেক্টর ইউস্তে তাড়া করেও আর নাগাল পাননি অজি স্ট্রাইকারের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তাঁর এবং হিজাজি মাহেরের ভুলে ডুবছে দল। ব্রুজোঁ অবশ্য তাঁর ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়ালেন, 'ভালো এবং খারাপ দুই সময়েই আমি আমার ছেলেদের পাশেই থাকব। আমরা যখন জিতি তখনও সবাই মিলে জিতি। আবার হারলেও তার দায় সবারই।' একইসঙ্গে আরও বলেছেন, 'ব্যক্তিগত ভুল যদি একটা ম্যাচে হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু প্রায় প্রতি ম্যাচে হলে সেটা চিন্তার বিষয়। তার মানে এই ভুলের কোনও সমাধান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।' হেক্টর ও হিজাজির ভুলে প্রায় প্রতি ম্যাচে দলকে ডুবতে হচ্ছে বলে তিতিবিরক্ত অস্কার ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাছে এই দুই বিদেশি ডিফেন্ডারের পরিবর্ত খোঁজার কথা বলেছেন। পাঞ্জাব এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে গোল করার পর ডেভিডকে শুরু থেকে খেলানোর চাপ বাড়ছিল ব্রুজোঁর উপর। তবে শুরু থেকে খেলে ডার্বিতে একেবারেই চোখে পড়েননি তিনি। বরং এরকম একটা ম্যাচে নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরের মতো অভিজ্ঞদের কেন বসিয়ে রাখা হল, প্রশ্ন উঠেছে সেটা নিয়েই। ব্রুজোঁর ব্যাখ্যা, 'ডার্বি মানে শুধুই অভিজ্ঞতা নয়। সম্প্রতি কে কেমন পারফরমেন্স করেছে সেটাই বিচার্য। প্রতিপক্ষকে বিচার করেই আমরা ৩-৫-২ ছকে যাই। আমার মতে, সেটা কাজেও লেগেছে। ডেভিড খুব ভালো খেলেছে। ওর জন্যই বাগানের দুই সেন্টার ব্যাক উপরে উঠতে পারেনি। আমার মতে, পরিকল্পনা সঠিক ছিল।'

ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাবের অভিযোগে নড়েচড়ে বসল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আইএসএলে রেফারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। ন্যায্য পেনাল্টি না দেওয়া থেকে, ভুল কার্ড দেখানো। ভূরি ভূরি অভিযোগ। সেই নিয়ে অবশেষে বোধহয় নড়েচড়ে বসল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শনিবার ডার্বি ম্যাচে ন্যায্য পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গল বঞ্চিত হয়েছে বলে দাবি লাল-হলুদ শিবিরের। লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'এই প্রথম নয়, আমরা বারবার রেফারির চক্রান্তের শিকার হচ্ছি। একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি।' খারাপ রেফারিং নিয়ে সরব পাঞ্জাব এফসি-ও।

শতরানের আনন্দে জেমিমা রডরিগেজ। রাজকোটে রবিবার।

রানের রেকর্ডে সিরিজ স্মৃতিদের

ভারত-৩৭০/৫ আয়ারল্যান্ড-২৫৪/৭

রাজকোট, ১২ জানুয়ারি : এক ম্যাচ বাকি থাকতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রতীকা রাওয়ালকে (৬১ বলে ৬৭) নিয়ে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৫৪ বলে ৭৩) ওপেনিং জুটিতে ১৯ ওভারে ১৫৬ রান তুলে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আইরিশ বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালান জেমিমা রডরিগজ (৯১ বলে ১০২) ও হার্লিন দেওল (৮১ বলে ৮৯)। ভারত ৫ উইকেটে তোলে ৩৭০ রান। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে ভারতীয় দলের সর্বাধিক রান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ভারত ২০১৭ সালে ৩৫৮/২ স্কোর খাঁড়া করেছিল। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভদোদরাতে ভারত থেমেছিল ৫ উইকেটে ৩৫৮ নিয়ে। সেই রেকর্ড এদিন পেরিয়ে যায় স্মৃতির দল। রানের বন্যার মধ্যেও শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ বলে ১০ রান নিয়ে রিচা ঘোষ আউট হয়ে যান। কোনও সময়েই বিশাল রান তাড়ার জায়গায় ছিল না আয়ারল্যান্ড। উইকেটকিপার ক্রিস্টিনা কোল্টার রিইলি ৮০ রান করলেও উলটোদিক থেকে কেউই তাঁকে সংগত করতে পারেননি। ৭ উইকেটে তারা ২৫৪ রানে আটকে যায়। দীপ্তি শর্মা ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জোড়া শিকার রয়েছে প্রিয়া মিশ্রের ঝুলিতে।

সমর্থকদের বিচারে আইএসএলে সপ্তাহের সেরা গোলের জন্য পুরস্কৃত ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

প্রশ্নের মুখে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণও

দীপক-অসীমদের কাঠগড়ায় রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আইএসএল ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দাপট অব্যাহত। তবে শনিবার শুরুতে পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল যে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়েছে তার প্রশংসাই করছেন প্রাক্তনীরা। একইসঙ্গে ম্যাচের রেফারিং ঘিরে অভিযোগ থাকলেও লাল-হলুদের আক্রমণভাগও এই হারের দায় এড়াতে পারে না বলে দাবি প্রাক্তনীদের একাংশের।

মানস ভট্টাচার্য

শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান হয়তো ভেবেছিল সহজেই ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হবে। সেখানে পিছিয়ে পড়ার পরও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই অবশ্যই প্রশংসনীয়। দুই দলই গোলের অনেক সুয়োগ তৈরি করেছে। আপুইয়ার হাতে যে বলটা লাগল ওটা নিশ্চিতভাবে পেনাল্টি হয়। ওখান থেকে গোল হলে ফল অন্যরকম হতেই পারত। গত ডার্বিতেও ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মোহনবাগান। আসলে সার্বিকভাবেই আইএসএল রেফারিংয়ের মান নেমে গিয়েছে। তবে মেনে নিতে হবে যে গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল লক্ষ্যে কোনও শট রাখতে পারেনি।

অসীম বিশ্বাস

ম্যাচটা খুব একটা আহামরি হয়নি। রেফারিংও খারাপ। সৌভিক চক্রবর্তীর প্রথম হলুদ কার্ডটা কখনোই হয় না। আপুইয়ার হ্যান্ডবলও নিশ্চিত পেনাল্টি।

শিলটন পাল

মোহনবাগান যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলেছে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার স্ট্র্যাটেজি দুর্দান্ত। সৌভিককে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক। তবে আপুইয়ার হ্যান্ডবলটা নিশ্চিত পেনাল্টি ছিল। রেফারিংয়ের উন্নতি না হলে ভারতীয় ফুটবলে উন্নতি সম্ভব নয়।

সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ডার্বি জেতাটাই আসল কথা। তবে মোহনবাগান আরও ভালো খেলতে পারত। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। কিছু সিদ্ধান্ত বাদ দিলে রেফারিং খুব খারাপ নয়। তবে ভিএআর থাকলে অনেক সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে যেত। দিনের শেষে রেফারিরাও মানুষ। ভুলভ্রান্তি হতেই পারে।

দীপক মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল খুব খারাপ খেলেনি। রেফারিং নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ঠিকই। তবে শুধু তো ইস্টবেঙ্গল নয়, অধিকাংশ দলই খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগও এর দায় এড়াতে পারে না।

দলের ওপর বিশ্বাস ছিল : চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : একটা জয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি-কে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে শুধু ৩ পয়েন্ট পায়নি, লিগ তালিকায় সর্বশেষ স্থান থেকেও উঠে এসেছে সাদা-কালো শিবির।

কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ জয়ের সব কৃতিত্ব খেলোয়াড়দের দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা খেলোয়াড়দের বুঝিয়েছিলাম কী করতে হবে। ওরা যেভাবে খেলেছে, পরিশ্রম করেছে তাতে আমি খুশি। দলের ওপর বিশ্বাস ছিল একদিন পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা জয় পেতে শুরু করেছি। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সাপোর্ট স্টাফদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তাঁরা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন।'

নতুন বছরের শুরুতেই আমূল পরিবর্তন হয়েছে মহমেডানের। বছরের শুরুতে দলের পারফরমেন্সের উন্নতি নিয়ে কোচ চেরনিশভ বলেছেন, 'আমাদের বহু খেলোয়াড় প্রথমবার আইএসএল খেলছে। তাই সময়ের প্রয়োজন ছিল। ১৫ দিনে একটা দল তৈরি করা যায় না। এখন ধীরে ধীরে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ছে। আমরা উন্নতি করছি। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।'

গত তিনটি ম্যাচেই মহমেডান ক্লিনশিট রেখেছে। তার অনেকটা কৃতিত্ব ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের প্রাপ্য। তিনি সাদা-কালো দুর্গের সামনে প্রতি ম্যাচেই কার্যত চিনের প্রাচীর হয়ে উঠছেন। পাশাপাশি কোচ চেরনিশভের ডিফেন্ডার মহম্মদ ইরশাদকে মাঝমাঠে খেলানোর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কাজে লেগে গিয়েছে। অনভ্যস্ত পজিশনে দারুণ মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। প্রতিটি ম্যাচেই নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন ইরশাদ। এদিকে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে চোট পেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন অ্যালেক্সিস গোমেজ। তবে তাঁর চোট খুব একটা গুরুতর নয় বলেই জানা গিয়েছে।

চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু সাবালেঙ্কার

প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন সুমিত নাগাল। মেলবোর্নে রবিবার।

মেলবোর্ন, ১২ জানুয়ারি : প্রত্যাশিতভাবে জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তবে টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সুমিত নাগাল শুরুতেই ছিটকে গেলেন। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্সকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন সাবালেঙ্কা। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২। যদিও এদিন নিজের খেলায় খুশি হতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের পর বলেছেন, 'আজ আমি সেরাটা দিতে পারিনি। তবুও ম্যাচটা যে দুই সেটে জিততে পেরেছি এটা একটা স্বস্তির জায়গা।' এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের রানার্স ঝেং কুইনওয়েন সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। আনকা তাডোনিকে তিনি হারান ৭-৬ (৩), ৬-১ গেমে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। এটিপি র‍্যাংকিংয়ের ১০৩-এ থাকা লুকাস পউলেকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ফলে হারান তিনি। ক্যাসপার রুড প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছেন জাওমে মুনারকে। রোলারকোস্টার পাঁচ সেটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। রুডের পক্ষে ফল ৬-৩, ১-৬, ৭-৫, ২-৬, ৬-১। ভারতের সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাকের কাছে। সুমিত হেরে গিয়েছেন ৩-৬, ১-৬ ও ৫-৭ ফলে।

ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সুনীল গাভাসকার ও বিনোদ কাম্বলি।

এফএ কাপে আট গোল ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত। তার মধ্যে দুটি জয়। আর এবার এফএ কাপে আট গোল। কাজেই বলাই যায় অন্ধকার কাটিয়ে আলোর মুখ দেখছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার রাতে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইংল্যান্ডের চতুর্থ সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটিকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

সলফোর্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে দশটি পরিবর্তন করেন গুয়ার্দিওলা। ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে শুধু নাথান অ্যাকে ছিলেন। তবুও শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে ৮-০ গোলে ম্যাচ জিতল ম্যান সিটি। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোল উদ্দেশ্য করে ২০টি শট নেয় সিটিজেনরা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ১০টি। আর গোল হল ৮টি। ৮ মিনিটে জেরেমি ডোকু প্রথম গোলমুখ খোলেন। এরপর গোলের বন্যায় ভেসে গেল সলফোর্ড। ডোকু আরও একটি গোল করেন ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে। স্পটকিক থেকে আরও একটি গোল করেন জ্যাক গ্রিয়েলিশ। হ্যাটট্রিক করলেন জেমস ম্যাকাটি। এছাড়া একটি করে গোল ডিভিন মুবামা এবং নিকো ও'রেইলির। শুধু দ্বিতীয়ার্ধেই তিন গোল করার সুবাদে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ম্যাকাটি।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন বড় শৌলমারি

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বড় শৌলমারি জিপি একাদশ। জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিযোগিতায় ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে প্রেমেরডাঙ্গা জিপি একাদশকে হারিয়েছে। ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে প্রেমেরডাঙ্গা ১২৬ রানে অল আউট হয়। তন্ময় ধর ৯০ রান করেন। ম্যাচের সেরা তপন মণ্ডল ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বড় শৌলমারি ৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। স্বপন ২২ রান করেন।

কোচবিহার দল

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-২০ রাজ্য খো খো দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৩-১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অংশ নিতে রবিবার কোচবিহার জেলা রওনা হল। জেলা খো খো সংস্থার সচিব অজিতচন্দ্র বর্মন ঘোষিত মেয়েদের দলে রয়েছে কবিতা বর্মন, চন্দনা বর্মন, প্রীতি দেব সিংহ, কোয়েল বর্মন, শিউলি বর্মন, সবিতা বর্মন, স্নেহা দেব সিংহ, সুদীপ্তা বর্মন, প্রতিমা বর্মন, খুশবু খাতুন ও রত্না বর্মন। কোচ সুপ্রিয়া বর্মন। ম্যানেজার সজল বর্মন। ছেলেদের দলের কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে তন্ময় বর্মন এবং শান্তনু বর্মন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং-এর একজন বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক-কে 16.10.2024 তারিখের ড্র-তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57G 68993 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন, "আমার কোটিপতি হওয়া স্বপ্ন ছিল বহুকালের কিন্তু বাস্তবায়িত করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওই জাদুকাঠি ছিল ডিয়ার লটারির কাছে যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এটা সম্ভবপর হয়েছে ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর সততা প্রমাণিত।

*বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৪ উইকেট রানার

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে রবিবার তুফানগঞ্জ মাস্টার্স ৮৪ রানে বারোকোদালি নেতাজি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে হেরে মাস্টার্স ৩২.১ ওভারে ১৬০ রানে অল আউট হয়। ৫০ রান করেন পার্থ রায়। ২৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন কৃষ্ণ রাভা। জবাবে নেতাজি ২২.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৬ রানে আটকায়। ১৪ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন ম্যাচের সেরা রানা দাস।

সেরা দেশবন্ধু

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : হলদিবাড়ি উৎসবে ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল দেশবন্ধুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। ফাইনালে তারা ৮১ রানে তরুণ সংঘ মেলার মাঠকে হারিয়েছে। টসে হেরে দেশবন্ধুপাড়া ১৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৪ রান তোলে। অর্ণব দাস ৬৬ রান করেন। জবাবে তরুণ ১২ ওভারে ৯৩ রানে থামে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা সুমন সরকার ২১ রানে নেন ৪ উইকেট।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস বিবেকানন্দ ক্লাবের। ছবি : বাবাই দাস

চ্যাম্পিয়ন বিবেকানন্দ ক্লাব

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : চার দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বিবেকানন্দ ক্লাব। তুফানগঞ্জ শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রতিযোগিতায় ফাইনালে তারা ১০ রানে গুপী একাদশকে হারিয়েছে। এনএনএম হাইস্কুলের মাঠে টসে জিতে বিবেকানন্দ ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৯ রান তোলে। জবাবে গুপী ৭ উইকেটে ৭৯ রানে আটকে যায়। ৩ উইকেট নেন ফাইনালের সেরা স্নেহাশিস মান্তা। প্রতিযোগিতার সেরা বিবেকানন্দর কল্যাণ বর্মন।

জয়ী শীতলকুচি

শীতলকুচি, ১২ জানুয়ারি : শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির ৮ দলীয় ক্রিকেট শুরু হল রবিবার। উদ্বোধনী ম্যাচে শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত ৬২ রানে গোলোনাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। গোঁসাইরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রথমে শীতলকুচি ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অন্তর পাল ৬৩ রান করেন। নমি ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে গোলোনাহাটি ১৫.৪ ওভারে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায়। কুঞ্জন ৭১ রান করেন। অর্ঘ্য সাহা ২১ রানে নেন ৪ উইকেট। মঙ্গলবার খেলবে গোঁসাইরহাট ও ভাঐরথানা।